NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আসুন বইমেলায় পায়চারি করি
টেস্টে বাংলাদেশের নীচে নামল ভারত ১২

কলকাতা ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ ১৫ মাঘ ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ২২৮ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 30.1.2024, Vol.17, Issue No. 228, 12 Pages, Price 3.00

এক নজরে

দুই বিচারপতির সংঘাতের জের

সুপ্রিম কোর্টে সরল মেডিক্যালের সব মামলা

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি: মেডিক্যালে ভর্তি দুর্নীতি মামলা সরল সুপ্রিম কোর্টে। কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেনজির সংঘাতের জেরে অবশেষে হাল ধরল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৩ সপ্তাহ পর শীর্ষ আদালতে মামলার পরবর্তী শুনানি। ইতিমধ্যে মামলার সব পার্টিকে আদালতে হলফনামা জমা দিতে হবে। এদিন সবপক্ষের মন্তব্য শোনার পর প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, 'সিঙ্গল এবং ডিভিশন বেঞ্চ নিয়ে যা হচ্ছে তা ঠিক নয়। আমরা সব দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। এমন কিছু করা হবে না যাতে কলকাতা হাইকোর্টের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। কোন বেঞ্চে কোন মামলা যাবে, তা ঠিক করবেন হাইকোর্টের প্রধান বিচাপতি।' রাজ্যের তরফে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চের শুনানির বিরুদ্ধে সওয়াল করা হয়। রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল সিঙ্গল বেঞ্চ থেকে মামলা না সরালে আবার একই ঘটনা ঘটার আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, 'অতীতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে একটি মামলা সরিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। তা সত্ত্বেও অবাঞ্ছিত মন্তব্য করেই চলেছেন তিনি।' রাজ্যের তরফে মেডিক্যাল মামলা প্রসঙ্গে জানানো হয়, মেডিক্যালে ভর্তির ১৪টি ভুয়ো শংসাপত্র পাওয়া গিয়েছে। দায়ের করা হয়েছে মোট চারটি এফআইআর। সব পক্ষের বক্তব্য শুনে মেডিক্যাল মামলার ভার নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে মেডিক্যালের সব মামলা স্থানান্তর করা হয়েছে। মেডিক্যালে ভর্তি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ তা খারিজ করে দেয়। তার পরেই ওই বিচারপতির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। 'ত্রুটি' উল্লেখ করে ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশই তিনি খারিজ করে দেন এবং সিবিআইকে তদন্ত চালিয়ে যেতে বলেন। বেনজির এই সংঘাতের আবহে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এবার কলকাতা হাইকোর্টের মেডিক্যালের সব মামলা নিজের হাতেই নিল সুপ্রিম কোর্ট।

সিমি নিষিদ্ধ আরও ৫ বছর

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি: স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বা সিমি'কে আরও পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সোমবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ২০০১ সাল থেকে সংগঠনটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি আছে। তা আরও পাঁচ বছর বাড়ানো হল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জিরো টলারেন্স নীতির কথা বিবেচনায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংস্থাটি এখনও দেশ বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত।

'চোর বললে জিভ খসে যাবে'

দুর্নীতি ইস্যুতে কোচবিহারের সভা থেকে বিরোধীদের আক্রমণ মমতার

নাগরিকত্ব ইস্যুতে ফের বিজেপিকে তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের মুখে সিএএ নিয়ে ফের সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহারের সরকারি অনুষ্ঠান থেকে বিজেপিকে একহাত নিলেন তিনি। বললেন, 'ভোট আসতেই ফের ক্যা ক্যা করছে।' তাঁর সাফ বার্তা, 'সিএএ নিয়ে লাফালাফি করলে হবে না। সবাই নাগরিক। নাহলে কেউ ভোট দিতে পারতেন না।' রবিবারই বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর দাবি করেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যে লাগু হবে সিএএ। তাঁর যুক্তি, মুখ্যমন্ত্রী বারবার সকলের ভোটাধিকার রয়েছে বলে দাবি করলেও মতুয়াদের অনেকেই নাকি ভোট দিতে পারেন না। শান্তনু ঠাকুর বলেন, সিএএ হলে মতুয়ারা যোগ্য সম্মান পাবে। লোকসভা নির্বাচনের আগে মতুয়া ভোট টানতেই সিএএ-কে হাতিয়ার করার চেষ্টা করছে বিজেপি। সোমবার কোচবিহারের সরকারি অনুষ্ঠান থেকে এমনই দাবি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন, 'ভোট এগিয়ে আসতেই ক্যা ক্যা শুরু করেছে। সিএএ নিয়ে লাফালাফি করলে হবে না। এনআরসি হবে না।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন ফের বলেন, 'সবাই নাগরিক। তাই সবাই ভোট দিতে পারেন। নাগরিক না হলে ভোটাধিকার থাকত না।' রাজনীতি করতেই ভোটের আগে সিএএ ইস্যুতে তোলা হচ্ছে বলেই দাবি করলেন মমতা।

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক নিয়োগ থেকে রেশন দুর্নীতি কিংবা গোরু পাচার মামলায় জেলবন্দি তৃণমূলের একাধিক নেতা-মন্ত্রী। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জালে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, অনুব্রত মণ্ডলরা। দুর্নীতি ইস্যুকে হাতিয়ার করে সুর চড়িয়েছেন বিরোধীরা। কোচবিহারের রাসমেলার মাঠের সভা মঞ্চ থেকে দুর্নীতি ইস্যুতে বিরোধীদের জবাব দিলেন মমতা। দলের এক শতাংশ নেতা-কর্মী দুর্নীতিতে জড়িত তা মেনে নিয়ে তিনি বলেন, 'চোর বললে জিভ খসে যাবে।'

মমতা বলেন, 'আমাদের হাতের পাঁচটা আঙুলের কোনটা ছোট আবার কোনটা বড়। একশোভাগ লোকের মধ্যে একভাগ যদি খারাপ কাজ করে তার দায় দল কিংবা সরকার নেবে না। তাই বলে আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি বলছে চোর। এত বড় সাহস? ডাকাতের ডাকাত। ভারতবর্ষ, বাংলাকে লুট করেছে। গরিব মানুষকে লুট করেছে। আমি কারও থেকে এক পয়সার চা খাই না। সার্কিট হাউসে থাকলে আমার ভাড়াটা দিয়ে দিই। বেতন নিই না। লজ্জা করে না। মিথ্যা কথা বলার জন্য একদিন জিভ খসে পড়বে।' পাশাপাশি, ১০০ দিনের কাজ, আবাস ও সড়ক যোজনার বকেয়া টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে ফের একবার সময়সীমা বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে দেন, যদি ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কেন্দ্র বাংলাকে বকেয়া টাকা না-দেয়, তা হলে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি নিজে ধর্নায় বসবেন। তবে মমতা কোথায় ধর্না দেবেন, কলকাতায় না কি দিল্লিতে, তা স্পষ্ট করে বলেননি।

রাজ্য সরকারের উত্তরবঙ্গের সচিবালয় উত্তরকন্যার সামনে সোমবার সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচি ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। সেখানেই তিনি বলেন, '১ তারিখ (ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত অপেক্ষা করব। সাত দিন টাইম দিয়েছি। আমাদের টাকা ফিরিয়ে দাও। মানুষ ঘর পাবেন না, নিজের পরিশ্রমের টাকা পাবেন না, আর তোমরা অট্টালিকায় থাকবে এটা হবে না। এটা আমি বরদাস্ত করব না। টাকা না-পেলে যা করার করব।' মমতা আরও বলেন, '১০০ দিনের বকেয়া টাকা না-দিলে ২ তারিখ থেকে আমি নিজে ধর্নায় বসব।'

'সন্দেশখালির ঘটনা অনভিপ্রেত'

ইন্ডিয়া জোট: কংগ্রেসকে তোপ দাগলেন অভিষেক

বিপ্লব দাশ ● আমতলা

লোকসভা নির্বাচনে আসন সমঝোতা নিয়ে অনীহা কংগ্রেস হাইকমান্ডের। তৃণমূল নেত্রীকে লাগাতার আক্রমণ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির। উপরন্তু ৭ মাস ধরে কংগ্রেসের জমিদারি মেজাজ! এই কারণেই ভেস্তে গিয়েছে 'ইন্ডিয়া' জোট। সোমবার নিজের সংসদীয় কেন্দ্র আমতলায় কার্যত সেকথাই বুঝিয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ডহারবারে সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার সাতশো আশি কোটির কাজ গত দশ বছরে করা হয়েছে বলে জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এটাকেই 'ডায়মন্ডহারবার মডেল' বলে উল্লেখ করেন সাংসদ। এদিন, আগামী দশ বছরে ডায়মন্ডহারে দশ হাজার কোটির উন্নয়নের কাজের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেন অভিষেক।

এদিন সাংবাদিকরা ইন্ডিয়া জোট নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে অভিষেক বলেন, 'দলনেত্রী ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে বলেছেন, আমরা একাধিকবার কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করেছি। শেষ যে মিটিং হয়েছিল, তাতে কংগ্রেসকেও জানানো হয়েছিল, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিন। বারেবারে বলার পরেও হয়নি। আমরা বলছি, ইন্ডিয়া জোটকে সাপোর্ট করি। আসন সমঝোতা হয়নি। কার জন্য হয়নি সেটা মানুষ দেখুক। মানুষের উপর ছেড়ে দেওয়া হোক, মানুষ কোথায় কাকে জেতাবে, সিদ্ধান্ত নেবেন।'

এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া আক্রমণের মুখে পড়েন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। শেষ সাত মাস ধরে অধীর চৌধুরী তৃণমূল সরকারকে একাধিকবার আক্রমণ করেছেন বলে দাবি তাঁর। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'হিম্মত থাকলে' বহরমপুরে এসে লড়ে দেখান। অধীর চৌধুরীর এই বক্তব্যের কড়া নিন্দা করে অভিষেক বলেন, 'ধৈর্য্যের সীমা থাকে। যে মহিলা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে, তাঁকে বলছে আমার বিরুদ্ধে লড়ুন। কে বলছেন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।' এরপরই তাঁর কংগ্রেস হাইকমান্ডকে উদ্দেশ্য করে অভিষেক বলেন, 'সাত মাসের মধ্যে কংগ্রেস বলতে পরবে, আমরা কথা বলতে যায়নি। অথচ কংগ্রেস প্রদেশ তৃণমূল নেতৃত্বকে আক্রমণ করেছে। কংগ্রেসের নেতৃত্ব রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন দাবি করছে। মানুষ আজকে বুঝতে পারছে, বিজেপির বি-টিম কে? গত সাত মাস কংগ্রেসের প্রদেশ নেতৃত্বকে কতবার বিজেপিকে আক্রমণ করেছে। বাংলা একশো দিনের টাকা পাচ্ছে না, কটা সাংবাদিক বৈঠক করেছে। অধীর চৌধুরী কতবার এই নিয়ে কথা বলেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, আদতে বিজেপির লাভের কথা বলছে।'

এদিন সন্দেশখালি নিয়ে মুখ খুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালির ঘটনার ২৪ দিন পরে মুখ খুলেও কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে তোপ দাগলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সন্দেশখালিতে যা হয়েছে, তা না হলেই ভালো হত।' তিনি যে বিষয়টি একেবারেই ভালোভাবে নিচ্ছেন না, তা স্পষ্ট করেন। এরপর কেন্দ্রীয় এজেন্সির উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'কোনও বিজেপি নেতার ইডি-সিবিআই পদক্ষেপ করতে সাহস পায় না। এমনকী, জেল থেকে বেরিয়ে বিজেপিতে গেলেই সাধু হয়ে যায়।'

এদিন বিষ্ণুপুরের আমতলায় একটি অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন। যেখানে হাজির ছিলেন বিধানসভা, পঞ্চায়েত, পুরসভার জনপ্রতিনিধি সহ সমস্ত প্রসাশনিক আধিকারিকরা। বৈঠকে গত গত ১০ বছরে কি কাজ হয়েছে, আর কি কাজ বাকি আছে তা নিয়েই আলোচনা হয়।

প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় প্যানেল প্রকাশে স্থগিতাদেশ

সুপ্রিম নির্দেশে বাধা কাটল ১১ হাজার ৭৬৫ জনের নিয়োগে

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অবশেষে স্বস্তি পেলেন চাকরি প্রার্থীরা। প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদের সামনে আর কোনও বাধা রইল না। সোমবার সবুজ সংকেত দিল শীর্ষ আদালত। প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় প্যানেল প্রকাশের উপর যে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা তুলে নিল সুপ্রিম কোর্ট। ফলে ১১ হাজার ৭৬৫ জনের চাকরির ক্ষেত্রে আর কোনও সমস্যা রইল না। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ আগেই জানিয়েছিল, নিয়োগ নিয়ে সব প্রস্তুতি শেষ করেছেন তাঁরা। তবে আদালতের নির্দেশে ওই নিয়োগ নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ায় উদ্বেগে ছিলেন প্রাথমিকের চাকরি প্রার্থীরা।

২০২২ সালে প্রাথমিক টেট পরীক্ষা হওয়ার পর অনেকেই চাকরির আশায় অপেক্ষা করছেন। কিন্তু জটিলতা তৈরি হয় বিএড ও ডিএলএড নিয়ে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরির ক্ষেত্রে বিএড ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারবেন না। প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ডিএলএড পাশ করা বাধ্যতামূলক। সমস্যা হল, ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষার সময় এই বিষয়টি বাধ্যতামূলক ছিল না। পরবর্তীকালে আদালতের নির্দেশের জেরে জটিলতা তৈরি হয়।

সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়ায় এবার নিয়োগের কাজ শুরু হবে বলেই আশা করছেন চাকরি প্রার্থীরা। প্রাথমিক শিক্ষক পদের এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং, ইন্টারভিউ সবকিছুই সম্পন্ন হয়েছে ইতিমধ্যেই। মামলা চলার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়নি। এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যাঁরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন তাঁরাও পারবেন অংশ নিতে। ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের ইন্টারভিউ নিতে হবে। তারপর রিপোর্ট দিতে হবে আদালতকে।

আবেগের রং লাল-হলুদ...

সুপার কাপ নিয়ে সোমবার ফিরল ইস্টবেঙ্গল, সমর্থকদের আবেগের বাঁধ ভাঙল বিমানবন্দরে। *ছবি: অদিতি সাহা*

ব্যারাকপুরে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আইন শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগে সোমবার পুলিশ কমিশনার অফিস অভিযানের ডাক দিয়েছিল বিজেপির ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলা। এদিন দুপুরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে ব্যারাকপুর লালকুঠি মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়। যদিও মিছিল আটকাতে পুলিশের তরফে চিড়িয়ামোড় সন্নিহিত বিটি রোডে তিনটি লম্বা বাঁশের ব্যারিকেড করা হয়েছিল। আইন না ভাঙার জন্য পুলিশের তরফে মাইকিং করা হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা জোর করে এগোনোর চেষ্টা করতেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, পরিস্থিতির সামাল দিতে প্রথমে পুলিশ জলকামান ছোড়ে। তারপর পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। অভিযোগ, বিজেপির কর্মী-সমর্থক বাধা পেয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে পাল্টা ইঁটবৃষ্টি শুরু করে। তবে বিজেপির আইন অমান্য কর্মসূচি ঘিরে ব্যস্ততম বিটি রোডে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

অসুস্থ কবীর সুমন

নিজস্ব প্রতিবেদন: অসুস্থ সঙ্গীতশিল্পী কবীর সুমন। বুকে সংক্রমণ নিয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়েছে তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তথা শিল্পীকে। সূত্রের খবর, সোমবার দুপুর ৩টে নাগাদ সঙ্গীতশিল্পীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের সূত্রে খবর, বুকে সংক্রমণের সঙ্গে হৃদযন্ত্রেও সমস্যা রয়েছে শিল্পীর। শেষ খবর, আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন শিল্পী।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

পরীক্ষার চাপ কাটাতে পড়ুয়াদের দাওয়াই প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি: বাড়িতে তৈরি করতে হবে নো গ্যাজেট জোন। যেভাবে মোবাইল চার্জ দেন, সেভাবেই ঘুমের মাধ্যমে চার্জ দিতে হবে নিজেদের শরীরকেও। পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের এই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর মতে, প্রযুক্তি নির্ভর যুগেও পরিবারের জন্য কিছুটা সময় বের করা উচিত সকলের। বড় পরীক্ষার আগে কীভাবে চাপ সামলানো যাবে, পড়ুয়াদের সেই পরামর্শও দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতি বছরের মতোই এবারেও পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ বক্তৃতা দেন মোদি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পড়ুয়াদের অভিভাবকরা। তাঁদেরকে মোদির পরামর্শ, 'বাড়িতে একটা নো গ্যাজেট জোন তৈরি করতে হবে। সেখানে কোনও গ্যাজেট ব্যবহার করা যাবে না। বাড়ির সকলের একসঙ্গে বসে সেখানে কথা বলবেন। ফোন নয়, সামনে বসেই যোগাযোগ করতে হবে সকলের সঙ্গে।' পাশাপাশি মোদির নিদান, যেভাবে ফোনকে চার্জ দিতে হয় সেই একইভাবে শরীরকেও চার্জ দিতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত ঘুম।

বড় পরীক্ষার আগে পড়ুয়াদের উপরে প্রচুর চাপ বাড়ে। প্রধানমন্ত্রীর মতে, মূলত তিনটি কারণে এই সময়ে চাপ অনুভব করে পড়ুয়ারা। সহপাঠীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাবা-মায়ের উচ্চাশা আর নিজের মধ্যে থাকা ভয়- এই তিনটি মিলিয়েই প্রবল চাপ তৈরি হয়। কিন্তু পরীক্ষাভীতি কাটিয়ে কীভাবে সফল হওয়া যায়, এদিন তার উপায়ও বাতলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

পড়ুয়াদের জন্য তাঁর বার্তা, তঅনেক সময়ে তোমরা মনে কর, ঠিকঠাকভাবে পড়াশোনা হচ্ছে না। এরকম হলে নিজেদের লক্ষ্যকে ছোট ছোট ভাগে ভেঙে ফেলতে হবে। অল্প অল্প করে প্রস্তুতি নিলে পরীক্ষার আগে আর চাপ লাগবে না।দ আজকের পড়ুয়ারাই আগামী দিনে দেশ গড়বে, বক্তৃতায় সেই কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪৫ নং এফিডেভিট বলে Rajesh Kumar Bhakat S/o. Gopal Prasad Bhakat ও Rajesh Bhakat S/o. G. Bhakat সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২২৯ নং এফিডেভিট বলে Pradip Dholey S/o. Haripada Dholey ও Prodip Kr. Dholey S/o. H. Dholey সাং বাহিরখন্ড, হরিপাল, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৪৭৩ নং এফিডেভিট বলে Dip Narain Singh S/o. Shambhu Narain Singh ও Dipnarain Singh S/o. Sambhu Nath Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৪৭ নং এফিডেভিট বলে Subhash Pal S/o. Dulal Pal ও Subhas Paul S/o. D. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Mangesh Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shiv Kumar Das ও Sheo Kumar Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৪/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৩৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Mohammad Rafik S/o. Sekh Abdul Rab R/o. Memari, Amra, Dadpur, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abdul Rab & Sekh Abdul Rab উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৪/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৩৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammad Rafik (old name) S/o. Sekh Abdul Rab R/o. Memari, Amra, Dadpur, Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Mohammad Rafik (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Mohammad Rafik & Sekh Mohammad Rafik S/o. Sekh Abdul Rab উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Khokan Dutta ও Khokhan Kr. Dutta S/o. Sarojit Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৩৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Abul Kalam S/o. Sk Kowsar Ali R/o. Memari, Amra, Dadpur, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Kowsar & Sk Kowsar Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৮৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sushrita Bose (old name) D/o. Suprakash Bose R/o. 21/367, Crooked Lane, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Susreeta Bose (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sushrita Bose & Susreeta Bose D/o. Suprakash Bose উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৩৫ নং এফিডেভিট বলে Probir Kumar Panja S/o. Bipod Taran Panja ও Prabir Kr. Panja S/o. B. Panja সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Balaram Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shibu Roy ও S. P. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Bikash Mandal, S/O Dulal Mandal, সাং কুষ্টিয়া, পোঃ- হাঁসপুকুরিয়া, থানা- তেহট্ট, জেলা নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-5120020033054, আমার ও পিতার নাম Bikash Ch. Mondal, S/O. Dulal Ch. Mondal হইয়াছে। ১৬.০২.২০২২ তারিখের কৃষ্ণনগর নোটারি পাবলিকের এফিডেভিট বলে Bikash Mandal, S/O Dulal Mandal ও Bikash Ch. Mondal. S/O Dulal Ch. Mondal একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমি "MILONGNARO" পিতা YANGCHENANGBA / IMLAMALA, স্বামী SHAMOL GHOSHAL, ঠিকানা ‘‘উদিতা’’ Flat # 040105ii, 1050/1 সার্ভে পার্ক, থানা সন্তোষপুর, কলিকাতা - 700 075, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্ট কলিকাতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা এর affidavit বলে "MCLONGNARO GHOSHAL" নামে পরিচিত হলাম AFFIDAVIT No 2468 DATED 10.10.2023, MILONGNARO AND MCLONGNARO GHOSHAL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

রুবী রায়, স্বামী স্বর্গীয় বিশ্বজীৎ রায়, ঠিকানা ১২৬, রবীন্দ্র সরনী, পোষ্ট চকপাড়া, থানা- লিলুয়া, হাওড়া। আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। আপনি মনোজ চৌধুরী পিতা শ্রী মহেশ্বর চৌধুরী, ঠিকানা ২৮১/১৮, ডি. জিটি

রোড, থানা- বেলুড়, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১২০৪। আপনি এই নম্বরে

যোগাযোগ করুন 9681327883

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০ জানুয়ারি।১৫ ই মাঘ । চতুর্থী তিথী। জন্ম কন্যা রাশি। অষ্টত্তরী মঙ্গলের দশা, বিংশোত্তোরী রবির মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদদোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দে র। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ বিতরণ কমলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ী র হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন।হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তা য় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : দুশ্চিন্তা। প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য -তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : আজ কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব বলুন।

(আজ মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

আজ কেন্দ্রের সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দেবে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দেবে তৃণমূল কংগ্রেস। বাজেট অধিবেশনের আগে মঙ্গলবার প্রথামাফিক সর্বদল বৈঠক ডেকেছে মোদি সরকার। প্রতিবারই সংসদের অধিবেশন শুরুর আগে দলগুলির দলনেতাদের সঙ্গে সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বৈঠক ডাকে কেন্দ্রীয় সরকার। তৃণমূলের তরফে উপস্থিত থাকবেন দলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার মুখ্যসচেতক সুখেন্দুশেখর রায়।

এবারের বাজেট অধিবেশনে তৃণমূলের মূল এজেন্ডা হতে চলেছে বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা ছাড়াও এই মুহূর্তে দেশের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি। দীর্ঘদিন ধরেই মনরেগা, আবাসন থেকে শুরু করে মিড ডে মিল এবং গ্রাম সড়ক যোজনার মতো প্রকল্পগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার বকেয়া প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে। দিল্লিতে এসে তা নিয়ে আন্দোলনও করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী দিল্লিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আমলাদের একটি বৈঠকও হয়েছে রাজ্যের বকেয়া নিয়ে। গত শীতকালীন অধিবেশনেও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছিল তৃণমূল। এবং শেষ অধিবেশনেও বাংলার বঞ্চনা নিয়েই আলোচনাকে প্রাধান্য দিতে চায় তাঁরা।

ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও জোট হচ্ছে না। যদিও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সেই সমন্বয় অক্ষুন্ন থাকার কথা বলেছেন তিনি। তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী অধিবেশনে সমন্বয় প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ‘বাজেট অধিবেশনে তো প্রথমদিন রাষ্ট্রপতির ভাষণ, তারপরদিন ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ হবে। তারপর আসবে কক্ষ সমন্বয়ের বিষয়টি। ফলে সেই সময় পরিস্থিতি যেমন থাকবে সেই মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কক্ষ সমন্বয় না হওয়ার কোনও কারণ তো দেখছি না।’

আবাস যোজনায় বঞ্চিত মানুষদের বাড়ি তৈরি করে দেবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজের বরাদ্দ দীর্ঘ দিন ধরে আটকে রেখেছে কেন্দ্র। ওই প্রকল্পের কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে নিজের কোষাগার থেকেই তাঁদের কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার। একই রকমভাবে আবাস যোজনা প্রকল্পেও দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের বঞ্চনার শিকার রাজ্যের গরিব মানুষ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার তাঁদের বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার পরিকল্পনাও করছে রাজ্য সরকার। তবে রাজ্যের কোষাগার থেকে এই সব প্রকল্পের বরাদ্দ যোগাতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন।

যেকারণে আগামী বছরের বাজেটে পঞ্চায়েত দপ্তররের বাজেট বরাদ্দ বিপুল পরিমাণ বাড়ানোর ইঙ্গিত মিলেছে। গতবছর এই দপ্তরের বাজেট ছিল ২৪ হাজার কোটি টাকা। তা এবার ১০ থেকে ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৫০০ কোটি টাকা হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও এখনও সব হিসেব-নিকেশ চূড়ান্ত হয়নি। তবে পঞ্চায়েত দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে বলেই সূত্রের খবর। এছাড়াও রাজ্যের বেশ কিছু দপ্তরের বাজেট বৃদ্ধি হতে পারে ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরেই প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা বাজেট বৃদ্ধি হতে পারে।

১০০ দিনের কাজ-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে মোদি সরকার টাকা না দেওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে বাংলার গ্রামীণ উন্নয়ন। একাধিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজ্য নিজের ভাঁড়ার থেকে অর্থ খরচ করে উন্নয়ন গতিশীল রাখার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রের অর্থ বরাদ্দ কার্যত অনিশ্চিত হওয়ায় যাতে উন্নয়ন ব্যাহত না হয় আর যাতে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ না হন তার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যের আয় বাড়িয়ে বিভিন্ন দপ্তরের বাজেট বৃদ্ধির পথে হাঁটছে। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে সেই সূত্রেই রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের বাজেট প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা বাড়তে চলেছে। গ্রামীণ এলাকার রাস্তাঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি নানা কাজ করা হয় রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের মাধ্যমে। আবার রাজ্যের মোট বাসিন্দাদের প্রায় ৬০ শতাংশই বসবাস করেন পঞ্চায়েত এলাকায়। রাজ্যের অন্যান্য দপ্তরের বাজেটের একটা বড় অংশ কর্মীদের বেতন দিতেই চলে যায়। সেখানে এই দপ্তরের মোট বরাদ্দের প্রায় ৯০ শতাংশ টাকাই উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করা হয়।

নবান্নের আধিকারিকদের অভিমত, রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের বাজেট বাড়লে গ্রামবাংলা তার সুফল টের পাবে। লাভবান হবেন গ্রামের মানুষেরাই। এবার বাজেটে পঞ্চায়েত দপ্তরের অধীন গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক বছরে গ্রামেও যেভাবে ডেঙ্গু-সহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, তার মোকাবিলায় ভালো পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হতে পারে নয়া বাজেটে। এই খাতে আলাদা করে অতিরিক্ত ২০ কোটি টাকা বাড়ানোর প্রাথমিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ২০২৩-২৪ সালে এই খাতে ৩৮৮ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছিল। এবারে তা ৪০০ কোটির বেশি ধরা হয়েছে বলেই খবর মিলেছে। গুরুত্ব পাচ্ছে রাস্তাঘাট নির্মাণ। পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পে বাজেট অনেকটাই বাড়ানো হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন সাধারণ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার পশ্চিমবঙ্গ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের ৫৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা হল সল্টলেকে। উদ্বোধন করেন কৃষি বিপণন বিভাগের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়নের বিভাগের মন্ত্রী ড. প্রদীপ কুমার মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন বিভাগের বিশেষ সচিব অশোক কুমার দাস, পশ্চিমবঙ্গ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজেশ কুমার বনসাল, অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সুনীল কুমার রানা, প্রাক্তন সভাপতি পতিত পবন দে প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজেশ কুমার বনসাল বলেন,‘আলু চাষিদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং চলতি মরশুমে প্রায় ৪.৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়েছে। মাঝে মাঝে প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও উৎপাদন আগের বছরের মতোই হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি চলতি মরশুমে প্রায় ১১০ লাখ টন আলু উৎপাদনের অনুমান করেছেন।’

প্রয়াত বর্ষীয়ান সাংবাদিক প্রদীপ্তশংকর সেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াত হলেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক প্রদীপ্ত শংকর সেন। প্রদীপ্তবাবুর পারিবারিক সূত্রে খবর, সোমবার দুপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯৩। প্রদীপ্তবাবু তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে যুক্ত থেকেছেন স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের মতো সংবাদপত্রে। প্রসঙ্গত, প্রদীপ্তবাবু কলকাতা প্রেস ক্লাবের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট পূর্ণ চন্দ্র সেনের পুত্র।

নরেন্দ্রপুরের স্কুলে গন্ডগোলের ঘটনায় গ্রেপ্তারির ডেডলাইন বেঁধে দিল হাইকোর্ট

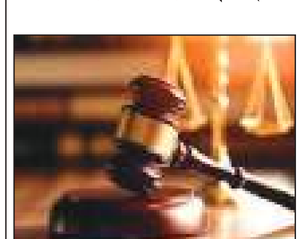

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নরেন্দ্রপুরের স্কুলে গন্ডগোলের ঘটনায় সোমবার রাতের মধ্যেই প্রধান শিক্ষক-সহ এফআইআরে নাম থাকা সমস্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিলে হাইকোর্ট। আপাতত স্কুলে ঢুকতে পারবেন না অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক। তবে অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কড়া ভাষায় জানিয়ে দিল হাই কোর্ট। একইসঙ্গে বিচারপতি বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর প্রশ্ন, পঞ্চায়েত সদস্যরা কবে থেকে শিক্ষাব্যবস্থা এতো উৎসাহী হয়ে পড়লেন?

শনিবার নরেন্দ্রপুরের বলরামপুর মন্মথনাথ বিদ্যামন্দিরে হানা দেয় ৫০-৬০ জনের একটি দল। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, স্কুলের টির্চাস রুমে ঢুকে শিক্ষক শিক্ষিকারদের মারধর করা হচ্ছে। ভাঙা হয়েছে মোবাইল। মেঝেয় ছড়িয়ে কাগজপত্র। শিক্ষিকাদের কাঁদতেও দেখা গিয়েছে। স্কুলের ভিতরে কার্যত আটকে পড়েন তাঁরা। শেষপর্যন্ত নরেন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রধান শিক্ষকের মদতে এই মারধরের ঘটনা বলে অভিযোগ জানান আক্রান্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। যদিও প্রধান শিক্ষক ঘটনার কথা অস্বীকার করেন। এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেন খোদ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তার পরদিনই গ্রেপ্তার দুই অভিযুক্ত। যদিও এফআইআরে নাম নেই তাঁদের। আবার এফআইআরে নাম থাকা কাউকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলা হয়। সেই মামলাতেই আদালত অবিলম্বে গ্রেপ্তারির নির্দেশ দিলেন বিচারপতি।

‘একলা চলো রে!’ হাওড়াতে শুরু তৃণমূলের দেওয়াল লিখন পর্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ন্যায় যাত্রার মধ্যেই দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একক লড়ার পথেই দেওয়াল লেখার কাজ শুরু করলো তৃণমূল কংগ্রেস। সম্প্রতি ডুমুরজলা হেলিপ্যাড থেকে বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে না থাকার কথা ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার আজ, সোমবার আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি অধীর চৌধুরীকে কাঠগড়ায় তুলে জোটের বিপক্ষে মন্তব্য করেছেন। এই দুই শীর্ষ নেতৃত্বের মন্তব্যের পরই ইন্ডিয়া জোটকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কংগ্রেসের ন্যায় যাত্রার মধ্যেই হাওড়াতে শুরু হয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দেওয়াল লিখন। সুতরাং জোট কার্যত বিশ বাঁও জলে গেল বলেই মনে করা হচ্ছে।

দেওয়াল লিখনে রাজ্যের ৪২ টি লোকসভা আসনের সবকটিতেই তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান হয়েছে। হাওড়ার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পূর্বেই এহেন দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে জেলা তথা রাজ্য স্তরে বাম-কংগ্রেসকে জোটবিহীন হয়ে একলা চলার বার্তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হল বলেই মনে করছে তৃণমূলের অন্দরমহল। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন পুর প্রতিনিধি ও তৃণমূল নেতা বিশ্বনাথ দাস বলেন, ‘নেত্রীর মতো আমরাও চাই রাজ্যে একক ক্ষমতায় লড়াই করতে। আমরা প্রতিদিন মানুষের পাশে থাকি, তাই আমরা আত্মবিশ্বাসী, উন্নয়নের নিরিখেই মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। তাই দেশে ইন্ডিয়া জোট হলেও রাজ্যে আমরা একার ক্ষমতায় নির্বাচনে লড়তে চাই।’

তৃণমূল কংগ্রেসের দেওয়াল লেখাকে কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক শুভ্রজ্যোতি দাস দাবি করে বলেন, ‘কংগ্রেস জোটের বিষয়ে আশাবাদী। তৃণমূল যখন ৪২-র ৪২ টাই আসন জেতানোর দাবি করে দেওয়াল লিখছে তার মানে ইন্ডি জোটের সকলকেই জয়ী করার আবেদন করা হচ্ছে।’

যদিও বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই দাবি করেন, ‘যে তৃণমূল ২০১৯ সালে বিজেপির কাছে ১৮ টি আসনে হেরেছিল, সেই তৃণমূলের ৪২ টা আসনে জয়ী করে দেওয়াল লেখাকে হতাশা বলেই মনে হচ্ছে। তৃণমূলের মধ্যে অন্তঃকলহ এতই চরমে পৌঁছেছে আর দলের একাধিক নেতা জেলে গেছে, অনেকে জেলে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে এই দেওয়াল লেখাটা ওই দলের রাজনৈতিক দেউলিয়া হওয়ার উদাহরণ।’

জেলা বিজ্ঞানমেলায় পড়ুয়ারা তাদের মডেল বোঝাচ্ছে। ছবি : অদিতি সাহা

সোমবার নিজের সংসদীয় কেন্দ্র আমতলায় ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০০ আসনের একটি প্রেক্ষাগৃহের উদ্বোধন করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: সৌজন্যে ফেসবুক

প্রতিবন্ধী শংসাপত্র জাল তৈরি করে বিক্রি করার অভিযোগে ধৃত আরও ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রতিবন্ধী শংসাপত্র জাল তৈরি করে বিক্রি করার অভিযোগে আরো দুইজনকে গ্রেপ্তার করল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিকোডাঙ্গা এবং ডুমুরখোলা গ্রাম থেকে ওই দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার ধৃতদের চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম রাসেদুল ইসলাম ও মাসুম আলি। প্রতিবন্ধীদের জাল শংসাপত্র দিয়ে প্রতারণা শুধু নয়, সুস্থ ও মানুষদেরও জাল শংসাপত্র দিয়েছে তারা, এমনটাই অভিযোগ। কারও কাছ থেকে দুই হাজার আবার কারো কাছ থেকে তিন হাজার করে টাকা নিয়ে জাল শংসাপত্র পাইয়ে দিচ্ছিল অভিযুক্তেরা। এর আগে এই জাল শংসাপত্র টাকার বিনিময়ে বিক্রি করার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করেছিল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই নতুন দুইজনের নাম জানতে পারে বলে পুলিশ।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ ১৫ মাঘ ১৪৩০ মঙ্গলবার

সোমবারও ইডির হাজিরা এড়াল শাহজাহান, কোথায় তৃণমূল নেতা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অধরা শেখ শাহজাহান। ইডির তলবে সোমবারও হাজির হলেন না তৃণমূল নেতা। কোনও প্রতিনিধিও শেখ শাহজাহানের হয়ে ইডির দপ্তরে আসেননি।

তৃণমূল নেতা শেখ শাহাজাহানের বাড়িতে অভিযান চালাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিল ইডি। তিন জন ইডি আধিকারিক জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ইডির অভিযোগ ছিল, সেই সময় নিজের বাড়িতে থেকেই অনুগামীদের উস্কে ছিলেন শেখ শাহজাহান। সেই ঘটনার পর অনেকগুলো দিন পেরিয়ে গেলেও শেখ শাহজাহান অধরা। অথচ ইতিমধ্যেই আইনজীবী মারফৎ আদালতে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন তিনি। এমনকী ভিডিও বার্তাও শোনা গিয়েছে। যার জেরে আদালতে ইডির আইনজীবী শেখ শাহজাহানকে 'বাংলার লাদেন' বলেও কটাক্ষ করেছে। সকলেরই প্রশ্ন একটাই, কোথায় শেখ শাহজাহান যে তার উপস্থিতি সত্ত্বেও তাকে পুলিশ ধরতেই পারছে না? প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও। যদিও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসই আশ্বাস দিয়েছিলেন, শেখ শাহজাহান ধরা পড়বে। রাজ্যপালের নির্দেশের পরও অধরা সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা।

শেখ শাহজাহানের অন্তর্ধান রহস্যের কিনারায় উঠে পড়ে লেগেছে ইডি। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই শাহজাহানের দুটি ফোন নম্বরের কললিস্ট বের করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। গত ৫ জানুয়ারি ইডি হানার সময় দুটি মোবাইল ব্যস্ত ছিল। তিন মিনিট ফোন ব্যস্ত রেখে ২৮ বার ফোন করেছিলেন শাহজাহান। কার কার সঙ্গে কথা বলেছিলেন সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা, তা খতিয়ে দেখছে ইডি। উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালির তৃণমূল নেতার বাড়িতে হানা দেয় ইডি। সেখানে আক্রান্ত হন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। এর পর গত ২৪ জানুয়ারি সরবেড়িয়ায় শাহজাহান শেখের বাড়িতে হাজির হন ইডির ৮ আধিকারিক। সঙ্গে সিআরপিএফের দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্টের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী। জওয়ানরা সকলে বাড়িটি ঘিরে ফেলেন। বাড়ি থেকে খানিকটা দূর পর্যন্ত মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরে চলে জোর তল্লাশি। এর পর তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে বেরন আধিকারিকরা। সরবেড়িয়ার বাড়ি সিল করে দেয় ইডি।

বাড়ির সামনে নোটিস টাঙিয়ে দেওয়া হয়। ওই নোটিস অনুযায়ী, সন্দেশখালির তৃণমূল নেতাকে সোমবার তলব করে ইডি। এদিনও তলব এড়ান শাহজাহান।

প্রসঙ্গত, গত বুধবার দ্বিতীয় বারের জন্য সন্দেশখালিতে শাহজাহানের ডেরায় হানা দিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকেরা। শাহজাহানের বাড়ির পাশেই ভাই আলমগীরের বাড়ি। বুধবার সেই বাড়িতেও হানা দিয়েছিল ইডি। শাহজাহানের বাড়ির একাধিক তালার চাবি চাইতেই হানা দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু আলমগীরের স্ত্রী জানিয়ে দেন, তাঁদের কাছে কোনও চাবি নেই। কারও কাছে চাবি না মেলায়, তালা ভেঙে বাড়ির ভিতরে ঢোকেন তদন্তকারীরা। তার পর থেকে টানা তল্লাশি চলেছে। তল্লাশি শেষ করে শাহজাহানের বাড়িতে নতুন তালা লাগানো হলেও সেই চাবি নিতে চাননি তৃণমূল নেতার কোনও ভাই-ই।

তবে সোমবার সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে মুখ খোলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'শেখ শাহজাহান কী করেছে? যেদিন ঘটনা ঘটেছে, শেখ শাহজাহান ছিল বলে তো আমার জানা নেই। কিছু লোকের বিক্ষোভ আমি দেখতে পেয়েছি। আমি জানি না। তবে যে ঘটনা ঘটেছে, তা অনভিপ্রেত। এটা না ঘটলেই ভাল হত। যে ঘটনা সেদিন তাঁর বাড়ির বাইরে ঘটেছে, সেটা তো তদন্ত ছাড়া বলা যাবে না।'

বিজেপির অভিযান ঘিরে ব্যারাকপুরে প্রবল উত্তেজনা

সুর চড়ালেন সুকান্ত, জবাব পার্থর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপির আইন অমান্য কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার ব্যারাকপুরে। আইন শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগে সোমবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে অভিযানের ডাক দিয়েছিল বিজেপি নেতৃত্ব। এদিকে, চিড়িয়ামোড় এলাকায় বিজেপির নেতা-কর্মী-সমর্থকদের আটকাতে একাধিক ব্যারিকেড তৈরি করেছিল পুলিশ। কিন্তু সেই সেই ব্যারিকেড ভেঙে বিজেপির মিছিল এগোতে থাকলে অশান্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। পুলিশ বাধা দিলে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। দ্বিতীয় ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা হতেই পরিস্থিতি তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশি বাধার মুখে পড়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ইট ছুড়তে থাকে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশও লাঠিচার্জ করে। যার জেরে তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে ব্যারাকপুর লালকুঠি মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিল চিড়িয়ামোড় সংলগ্ন বিটি রোডে তিনটি বাঁশের ব্যারিকেড করা হয়েছিল। প্রথম ব্যারিকেড ভেঙে বিজেপির সেই মিছিল এগোতে থাকে। দ্বিতীয় ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। আইন না ভাঙার জন্য পুলিশের তরফে মাইকিং করা হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা জোর করে এগোনোর চেষ্টা করতেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জানা গিয়েছে, পরিস্থিতির সামাল দিতে প্রথমে পুলিশ জলকামান ছোড়ে। তারপর পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। এদিকে, বিজেপির কর্মী-সমর্থক বাধা পেয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে পাল্টা ইটবৃষ্টি শুরু করে। পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে বিজেপির অভিযোগ।

বিজেপি-পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনায় উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাছাড়া গন্ডগোল পাকানোর অভিযোগে পুলিশ বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে আটকও করেছে। এ প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'পুলিশ দলীয় কর্মীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু চোখে চোখ রেখে লড়াই হবে। অত্যাচারী পুলিশকে আদালতে টেনে নিয়ে গিয়ে উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে।' সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ, পুরুষ পুলিশ মহিলা কর্মীদের মারধোর করেছে। তা নিয়ে তিনি মহিলা কমিশনে নালিশ জানাবেন। সুকান্ত মজুমদারের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীকে খুশি করতে 'হিজরা' পুলিশ তান্ডব চালিয়েছে। কিন্তু যেই পুলিশ শেখ শাহাজাহান কিংবা জাহাঙ্গীরকে দেখলে টেবিলের তলায় লুকোয়। তাঁরাই আজ 'বীরপুঙ্গব' হয়ে এখানে এসেছে। তাঁর দাবি, পুলিশের লাঠির ঘায়ে ২৫ থেকে ৩০ জন কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। বহু কর্মীকে বিনা প্ররোচনায় পুলিশ আটক করেছে। এদিকে হাসপাতালে আহত দলীয় কর্মীদের দেখার পর সুকান্ত মজুমদার সোজা চলে আসেন টিটাগড় থানায়। আটক কর্মীদের নিঃশর্তে মুক্তির দাবিতে থানায় সামনে বসে পড়ে তিনি বিক্ষোভ দেখান। এদিনের আইন অমান্য কর্মসূচিতে ছিলেন, ভাটপাড়ার বিধায়ক পবনকুমার সিং, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলার সাধারণ সম্পাদক ও সম্পাদক যথাক্রমে রূপক মিত্র ও কুন্দন সিং, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী, ব্যারাকপুর জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিমলেশ তেওয়ারি প্রমুখ। বিজেপির কর্মসূচি প্রসঙ্গে মধ্যমগ্রামে দলের কোর কমিটির বৈঠকে এসে রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, 'বিজেপি নেতারা প্রতিযোগিতায় নেমেছে কার মুখ কতক্ষন মিডিয়ায় দেখানো যাবে। স্বাভাবিকভাবে আইনশৃঙ্খলাকে নষ্ট করার জন্য এদিন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আইন অমান্যের নামে যে চরম উৎশৃঙ্খলতা ও গুন্ডামি করলে তার যোগ্য জবাব আগামী লোকসভা নির্বাচনে ব্যারাকপুরের মানুষ দিয়ে দেবেন। যেভাবে এদিন গুন্ডমি করা হয়েছে তাতে এলাকার মানুষ ও ব্যবসায়ীরা ভীত সন্ত্রস্ত। এটা কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি হতে পারে না। রাজনৈতিক দলের কাজ মানুষকে সংগঠিত করা। সেই মানুষদের সংগঠিত করার ক্ষমতা সুকান্তবাবুদের নেই। তাই বুথে বুথে না গিয়ে ইট বৃষ্টি করে টিভির পর্দায় থাকতে চাইছে। ওরা টিভির পর্দায় থাকুক আমরা মানুষের সঙ্গে আছি।' তিনি আরও বলেন, 'পুলিশের উপর ইট বৃষ্টি হলে পুলিশেরও অধিকার আছে নিজেদের আত্মরক্ষার।'

বোল্ডার ফেলেই একমাত্র ভাঙন আটকানো সম্ভব: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেশ কয়েক বছর ধরেই গারুলিয়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাঙালি ঘাট এলাকায় গঙ্গার ভাঙনে জেরবার বাসিন্দারা। ইতিমধ্যেই অনেক ঘরবাড়ি গঙ্গার গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি ভাঙন রোধে সেচ দপ্তরের উদ্যোগে শালবোল্লি পুঁতে বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সেই কাজে সেচ দপ্তর বরাদ্দ করেছে দেড় কোটি টাকা। কিন্তু শালবোল্লি পুঁততেই ফের বিপত্তি দেখা গিয়েছে। দু'দিন আগে আরও তিনটি বাড়ি গঙ্গার গ্রাসে চলে গিয়েছে। গঙ্গাপাড়ে যাদের ঘরবাড়ি এখনও টিকে রয়েছে, তারাও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। সোমবার বেলায় ভাঙন বিধ্বস্ত গারুলিয়ার কাঙালি ঘাট চত্বর পরিদর্শন করেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। সঙ্গে ছিলেন গারুলিয়া পুরসভার সিআইসি গৌতম বসু। কাঙালি ঘাট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'এখানে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাঙন রোধের চেষ্টা করা হচ্ছে। শালবোল্লি পুঁতে আগেও ভাঙন আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ভাঙন রোধ করা সম্ভব হয়নি।' সাংসদের পরামর্শ, নেটের মধ্যে বোল্ডার রেখে গঙ্গাবক্ষে ফেললে ভাঙন রোধ করা সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে যদি অর্থের প্রয়োজন লাগে, তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে সেই অর্থ তিনি দেবেন বলেও আশ্বাস দেন। সাংসদের কথায়, 'আগে ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি পূর্বতন পুরবোর্ড বানিয়ে দিয়েছিল। এবার ভাঙনের জেরে ধসে যাওয়া ঘরবাড়ি বানিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি পুরপ্রধানকে বলবেন। কাঙালি ঘাটের ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শনের পর সাংসদ পুরসভায় গিয়ে পুরপ্রধান রমেন দাসের সঙ্গে কথা বলেন।' সাংসদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন নিয়ে পুরপ্রধান রমেন দাস জানান, শালবোল্লি দিয়ে ভাঙন রোধ করা যাচ্ছে না। ভাঙন পরিদর্শন করে সাংসদ পরামর্শ দিয়েছেন একমাত্র বোল্ডার ফেলেই ভাঙন আটকানো সম্ভব। এক্ষেত্রে তিনি সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলবেন। পাশাপাশি তিনি পুরসভার অধিকারিক ও অন্যান্য কাউন্সিলারদের সঙ্গেও আলোচনা করবেন। আলোচনা করার পর তারা ভাঙন রোধের বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন।

খড়দায় ব্যবসায়ীকে 'মারধর', গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তোলা দিতে অস্বীকার করায় ব্যবসায়ীকে মারধর করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে খড়দার কল্যাণনগরে। খড়দার রহড়া বাজারের ইমারত দ্রব্যের ব্যবসায়ী হাসান মণ্ডলের অভিযোগের ভিত্তিতে রহড়া থানার পুলিশ সুভাষ চক্রবর্তী-সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আক্রান্ত ব্যবসায়ী হাসান জানান, এদিন সকালে তিনি চায়ের দোকানে চা খেতে এসেছিলেন। আচমকা পাঁচ-ছয়জন যুবক এসে পালিয়ে যায়। হাসানের দাবি, কয়েকদিন আগে ওরা টাকা চেয়েছিল। টাকা না দেওয়ায় এই হামলা। আক্রান্ত ব্যবসায়ী রহড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এমনকী ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্থানীয়রা থানায় গিয়ে সরব হন। যদিও অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনায় জড়িত বাকিদের পুলিশ খোঁজ চালাচ্ছে। ঘটনা নিয়ে খড়দা পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সায়ন মজুমদার বলেন, পুলিশকে কড়া পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।

তাকে আক্রমণ করে। রাস্তায় ফেলে তাকে ওরা এলোপাথাড়ি পেটায়। এমনকি পিস্তলের বাট দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে বলে অভিযোগ। আশপাশের লোকজন ছুটে এলে ঘটনাস্থল থেকে হামলাকারীরা ইতিমধ্যেই পুলিশ সুভাষ চক্রবর্তী-সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। সায়নের সাফ বক্তব্য, দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য রুখতে তারা এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে নামবেন।

বইমেলায় পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমির কবিতা কর্নার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'তোমাকে ধরে বেঁচে রয়েছি, কবিতা'।

হ্যাঁ এই কবিতা নিয়ে যার রাতদিন এক হয়ে যায়, সেই আধুনিক কবিতার অন্যতম পুরোধা হলেন কবি সুবোধ সরকার। তাঁর অনুপ্রেরণায় কবিতা যে নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে তা অবলীলায় স্বীকার করেন বহু সাহিত্যিক।

সোমবার কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা উপলক্ষে প্রেস কর্নারে পশ্চিম বঙ্গ কবিতা আকাদেমির কবিতা কর্নার অনুষ্ঠিত হয়। কবিতা, আবৃত্তি ও সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ হয় এই সাহিত্য আসর।

বিশিষ্ট কবি সুবোধ সরকার সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।

কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি পাঠ দিয়ে মঞ্চ আলোকিত করেন কবি মৃদুল দাশগুপ্ত, সব্যসাচী সরকার, গৌতম চৌধুরী, সুতপা বন্দোপাধ্যায়, বিজয় লক্ষ্মী বর্মন ও সুকুমার ঘোষ প্রমুখ।

শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি সঙ্গীতশিল্পী কবীর সুমন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গুরুতর অসুস্থ সঙ্গীতশিল্পী কবীর সুমন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়েছে তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তথা শিল্পীকে। সূত্রের খবর, শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছিল শিল্পীর। সোমবার দুপুর ৩টে নাগাদ কবির সুমনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সুপার স্পেশ্যালিটি ব্লকে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। হাসপাতালের একটি সূত্রে খবর, বেশ কিছু দিন অসুস্থ ছিলেন সুমন। সোমবার তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। বুকে সংক্রমণের সঙ্গে হৃদ্‌যন্ত্রেও সমস্যা রয়েছে শিল্পীর। মেডিসিন এবং হৃদ্‌রোগ (কার্ডিয়োলজি) বিভাগের চিকিৎসকেরা শিল্পীর চিকিৎসা করছেন।

শেষ পর্যন্ত পাওয়া খবর, আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন কবীর সুমন। চিকিৎসকদের নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তাঁরা শিল্পীর চিকিৎসার দায়িত্বে রয়েছেন। বেশ কিছু শারীরিক পরীক্ষাও করা হয়েছে। আপাতত সুমনকে অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়েছে।

পঁচাত্তর বছরের কবীর সুমন বর্তমানে বাংলা খেয়াল নিয়ে কাজ করছেন তিনি। সুমন একসময় তৃণমূলের হয়ে যাদবপুর থেকে লোকসভার সাংসদ হন তিনি। যদিও পরবর্তী কালে তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব কিছুটা বেড়েছিল। পরে তা মিটেও যায়। পরে আর কোনও নির্বাচনে প্রার্থী হননি তিনি। এখন নিজেকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমর্থক' বলে থাকেন সুমন।

২৩ সপ্তাহ অন্তঃসত্ত্বাকে গর্ভপাতের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধর্ষণের অভিযোগকারী এক মহিলাকে ২৩ সপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ার পর গর্ভপাতের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ভারতীয় আইন অনুযায়ী, ২০ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাত করতে হলে চিকিৎসকেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু তারপর গর্ভপাত করতে হলে আদালতের অনুমতির প্রয়োজন হয়। সোমবার গর্ভপাত করার নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য।

জানা গিয়েছে, ওই কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত জামিনও পেয়ে গিয়েছেন ইতিমধ্যে। পরে জানা যায়, ধর্ষণের অভিযোগকারী অন্তঃস্বত্ত্বা। তবে ততদিনে ২১ সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছে। তাই গর্ভপাত করানোর ক্ষেত্রেও জটিলতা তৈরি হয়। অবশেষে সেই জটিলতা কাটল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে। ২৩ সপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ার পর গর্ভপাতের নির্দেশ দেওয়া হয়। সোমবার বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য জানান, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গর্ভপাত করাতে হবে। তা হবে বাঙুর হাসপাতালে। এর জন্য তৈরি করতে হবে তিন সদস্যের চিকিৎসক টিম। শারীরিক অবস্থায় যাতে কোনও প্রভাব না পড়ে, তার জন্য গর্ভপাত করানোর আগে দেখতে হবে ওই মহিলার শারীরিক অবস্থাও।

গর্ভপাত আইন সংশোধনীতে বলা হয়েছে, শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন প্রসূতি-সহ কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ২৪ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী, ধর্ষণের শিকার, নাবালিকা মায়েদের গর্ভপাতের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হবে। গর্ভধারণের ২০ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাত করাতে হলে একজন চিকিৎসকের মতামত নেওয়া জরুরি এবং গর্ভধারণের পর ২০ থেকে ২৪ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাত করাতে হলে দু'জন চিকিৎসকের মতামত নেওয়া জরুরি।

প্রসঙ্গত, গত বছর বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের বেঞ্চ এক কিশোরীকে গর্ভপাতের নির্দেশ দিয়েছিল। ২৬ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা ছিল সে। ২৩ সপ্তাহ পর জানা গিয়েছিল সে গর্ভবতী। পরে জানা যায়, পাড়ায় খেলতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার হয়েছিল ১১ বছরেরর ওই কিশোরী।

এবার শীত বিদায়ের পালা! হবে বৃষ্টিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতার: এবার কি তবে শীতের দিনে কম্বলের ওমের আরাম এবার শেষ হতে বসেছে! জানুয়ারি শেষ হচ্ছে। তার সঙ্গে শীত বিদায়ের পথও ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছে? আপাতত ঠান্ডা ফেরার কোনও কথা বলছে না হাওয়া অফিস।

মঙ্গলবার কলকাতাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ঝাড়খণ্ড এবং সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হবে উচ্চচাপ বলয়। বঙ্গোপসাগর থেকে রাজ্যে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে, তার জেরেই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে ৩০ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনায়। এছাড়া ৩১ তারিখে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং অন্যান্য জেলায়। কলকাতাতেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২ ফেব্রুয়ারি নদিয়া ও সংলগ্ন জেলাগুলোতে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার কলকাতায় আকাশ পরিষ্কার ছিল।

তবে বুধবার থেকে তিন দিন কলকাতায় মেঘলা আকাশ থাকবে, সঙ্গে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। আগামী দু'দিনের মধ্যে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়বে। কলকাতার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা ১৬ থেকে ১৭ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্পাদকীয়

সুস্থ চেতনা আলোর পথে ফিরিয়ে দিক আমাদের

উৎসবের রং মেখে আয়েস করে বাঙালি অস্মিতাকে উচ্চ কণ্ঠে প্রকাশ করতে না পারলে বাঙালিয়ানা বোধ হয় থাকে না। বাঙালি যে কোনও অজুহাতে উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে থাকতে চায়। বড়দিন বেশ আমোদ, উল্লাসে কাটানো হয়েছে। এ বার সরস্বতী পুজোর পালা। বাসন্তী রঙের মেলা। বাগ্‌দেবীর আরাধনায় বিদ্যায়তন সেজে ওঠে আলোয়। উৎসবকে আঁকড়ে ধরার প্রধান কারণ বোধ হয় ছেলেমেয়েরাও আজ উৎসব মুখর পরিবেশে আনন্দ করে বাস্তবের কঠোরতাকে ভুলে থাকতে চায়। সরস্বতী পুজোর দিনেও প্রবল ডিজের আওয়াজ, চটুল গান, বাঁধনহীন উচ্ছ্বাস স্বাভাবিক বিষয় হয়ে গিয়েছে। অথচ, বাগ্‌দেবীর আরাধনায় শিশুদের গান, কবিতা; এ সব কিছু নিয়ে সুন্দর অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করা যায় না কেন? অবশ্য ব্যস্ত সমাজে এ সব উদ্যোগের দায় কে আর নেয়। গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে মনে হয়, এই তো বেশ ভাল আছি। উৎসব মানে মনের মাঝে আনন্দ, উৎসব মানে না পাওয়ার বেদনাগুলো ভুলে থাকা, জীবনের কঠোর বাস্তবতা ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা। বাংলার মানুষের কাছে হুল্লোড়, হুজুগ না থাকলে, জীবনটা কেমন যেন ফিকে লাগে। যদিও উৎসবের আড়ম্বর, আতিশয্যের মধ্যে আন্তরিকতার যথেষ্ট অভাব ধরা পড়ে। বাঙালি কাতারের ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে রাত জেগে থাকতে পারে, উৎসব করতে পারে, কিন্তু পড়াশোনা করার, কিছু শেখার মনের তাগিদটাই যেন হারিয়ে ফেলেছে। নম্বর পাওয়ার, পাশ করানোর দায়িত্ব শিক্ষক নেবে। নির্দেশও আছে বেশি নম্বর দেওয়ার। কিন্তু এতে যে কী অশনিসঙ্কেত লুকিয়ে আছে, কে-ই বা তা বুঝতে চায়! তার চেয়ে বরং, আলোর মালায় ভরিয়ে তোলো সব। চলুক জীবনের ধারা। অনেক অভাব, অশান্তি, হতাশা, বিষাদ পাপোশে চাপা দিয়ে কিছু দিনের জন্য সে অন্তত খানিকটা সুখের ঠিকানা খুঁজে নিতে চায়। উৎসব থাক, থাক আনন্দধারা, কিন্তু বাস্তব জীবনের রুক্ষ দেওয়ালে এক বার থামি, মনের জানলাটা খুলে দেখি হাতে হাত ধরে খানিকটা এগোতে পারা যায় কি না। সুস্থ চেতনা আলোর পথে ফিরিয়ে দিক আমাদের জীবনের চাকা। সেই আশায় বুক বেঁধে রাখি।

আনন্দকথা

সেইদিন হইতে আর ফুল তোলা হইল না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দা

পরমহংসদেবের ঘরের পূর্বদিকে বরাবর বারান্দা। বারান্দার একভাগ উঠানের দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণমুখো। এ-বারান্দায় পরমহংসদেব পরায় ভক্তসঙ্গে বসিতেন ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা কহিতেন বা সংকীর্তন করিতেন। এই পূর্ব বারান্দার অপরার্ধ উত্তরমুখো। এ-বারান্দায় ভক্তেরা তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার জন্মোৎসব করিতেন, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া সংকীর্তন করিতেন; আবার তিনি তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া কতবার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এই বারান্দায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যসমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কত আলাপ করিয়াছেন;

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

যোগেন চৌধুরী

১৯৩৯ *বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরীর জন্মদিন।*

১৯৫১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রকাশ জাভরেকরের জন্মদিন।*

১৯৭২ *বিশিষ্ট তিরন্দাজী খেলোয়াড় লিম্বারামের জন্মদিন।*

অতিরিক্ত পরীক্ষার চাপ: ছাত্রদের দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সুস্থতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা

ধর্মেন্দ্র প্রধান

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করা এক প্রবল সমস্যা ছাত্রদের কাছে। বিশেষ করে পরীক্ষার সময়ে এই ভারসাম্যটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ছাত্রদের শিক্ষার চাপ এবং ফলাফল নিয়ে উদ্বেগের মুখোমুখি হতে হয়, যা তাদের মানসিক এবং সার্বিক সুস্থতার ওপরই গভীর প্রভাব ফেলে। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি সন্দেহ নেই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পড়াশোনা এবং সুস্থ জীবনের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রক্ষা করা।

বর্তমানে পরীক্ষার ‘ফলাফল’ ছাত্রদের কাছে এতটাই প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে যে তারা এই শিক্ষাগত ফলাফলের বাইরে আর কিছু দেখতে চায় না। এই অতিরিক্ত ভার ছাত্রদের গিলে ফেলে এবং তাদের সৃজনশীলতা এবং প্রতিভার হাঁসফাঁস দশা হয়। আমরা সকলেই খুব ভালো ভাবে জানি যে প্রত্যেক শিশুরই কিছু না কিছু গুণ আছে এবং সকলেই যে শিক্ষা ক্ষেত্রে সেরা হবে তা হয় না। পরীক্ষার ফল দিয়ে আমরা সাধারণ ভাবে একজন শিশুর প্রতিভাকে যাচাই করতে পারি না। একজন ছাত্রের জীবনে পরীক্ষার ফলই একমাত্র সাফল্যের মাপকাঠি হতে পারে না। আমরা সকলে , অভিভাবক, শিক্ষক, বন্ধু এবং পরিবার, একসঙ্গে কাজ করা উচিত, যাতে একজন শিশু বন্ধুত্বপূর্ণ আবহে তার সম্ভাবনার পুরোপুরি বিকাশ ঘটাতে পারে। পরীক্ষায় কার্যকারিতা জন্মগত প্রতিভা প্রকাশের একমাত্র উপাদান নয়, বরং আরও বেশ কয়েকটি জিনিস আছে যেমন সুস্বাস্থ্য এবং দৃঢ় মন, যা শারীরিক ক্ষমতা এবং মনোসংযোগকে বৃদ্ধি করে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য ছাত্রদের পরিবার, শিক্ষক এবং সমাজের প্রত্যাশার চাপ সামলাতে হয়। এতে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যা তাদের মানসিক ভাবে ভঙ্গুর এবং শারীরিক ভাবে নিঃস্ব করে তোলে। অনেক সময় ক্লান্তিতে তাদের প্রাণশক্তি চাপা পড়ে যায় এবং এতে তাদের শারীরিক সমস্যা হয় এবং সুস্থতার বিনিময়ে দাম চোকাতে হয়। অত্যন্ত চাপ, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। তাই মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা আবশ্যক। এই সব সমস্যার মোকাবিলায় ছাত্রদের সবসময় ইতিবাচক মনোভাব নিতে হবে, ব্যায়াম করতে হবে, ধ্যান করতে হবে, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হবে যাতে মনোসংযোগের ক্ষমতা বাড়ে, পড়ায় মন বসে, পড়াশোনার একটি সঠিক রুটিন করতে হবে এবং সুবিধা মতো নিজের কাজকে ভাগ করে নিতে হবে এবং সাফল্য পেতে বাস্তবসম্মত লক্ষ্য রাখতে হবে। যারা উদ্বেগ অথবা অন্য মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় জর্জরিত তাদের জন্য একটা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পরামর্শ নেওয়ার এবং মন খুলে কথাবার্তা বলার সুবিধা থাকা উচিত।

পরীক্ষার সময় ছাত্ররা কিভাবে শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক সুস্থতা রক্ষা করতে পারে তার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি কার্যকর হতে পারে –

ছোট ছোট বিরতি এবং শারীরিক কাজকর্ম

আমাদের সুস্থতা এবং সক্ষমতা রক্ষা করতে শারীরিক স্বাস্থ্য অন্যতম মৌলিক উপাদান। নিয়মিত ব্যায়াম শুধুমাত্র আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে তাই নয়, মনের ওপর চাপও কমায়। এতে যুক্তি নির্ভর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, স্মরণশক্তি বাড়ে, যা পরীক্ষার ফলাফলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় ছাত্ররা খুব স্বাভাবিক ভাবেই স্বাস্থ্যের থেকেও পড়াশুনার ওপর বেশি অগ্রাধিকার দেয়। আমাদের উচিত তাদের স্ট্রেচিং, ওয়াকিং, জগিং অথবা যোগাসনের মতো কিছু না কিছু শারীরিক কাজকর্মের জন্য তাদের উৎসাহ দেওয়া, যা উল্লেখযোগ্য ভাবে চাপ কমায় এবং ছাত্রদের মনে নতুন করে স্ফূর্তি আনে।

সুষম আহার এবং পুষ্টি

পড়াশোনার ধকল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শরীরকে সুস্থ রাখতে পুষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্য এমন একটি জ্বালানি যা আমাদের শরীরের পাশাপাশি মনকেও পুষ্ট করে। আমরা যে খাবার খাই তার গুণমান আমাদের সার্বিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক সুস্থতা তৈরি করে। এইরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বেশিরভাগ ছাত্রই যে সাধারণ ভুলটি করে থাকে সেটি হল খুব কম খায় অথবা বাড়িতে তৈরি পুষ্টিকর খাবারের বদলে যত অস্বাস্থ্যকর খাবার, জাঙ্ক ফাস্টফুড, চকোলেট, এনার্জি ড্রিঙ্ক এবং চিপস খেয়ে থাকে। অনেক সময় উদ্বেগ এবং চাপের কারণে অথবা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সময় বাঁচাতে তারা খাবারই খায় না। ভিটামিন, মিনারেল এবং তন্তুযুক্ত সুষম খাবারে মস্তিস্কের কাজ আরও ভাল হয়। যথেষ্ট পরিমাণে জল খাওয়া হয় না, যা সমান গুরুত্বপূর্ণ, এর অভাবে যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা এবং মনোসংযোগে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে।

সুস্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্ট ঘুম

পরীক্ষার সময় ভালভাবে ঘুম সমান গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা, স্মরণশক্তি এবং ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং ঘুমের মধ্যে সরাসরি সংযোগ আছে। ছাত্রদের প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমোতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস বজায় রাখা উচিত। যেসব ছাত্র-ছাত্রীদের রাতে ভালো ঘুম হয় তারা সহজে মনে করতে পারে এবং ভাল কাজও করতে পারে। ভাল ঘুম সুস্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম প্রয়োজন।

সহায়ক এবং উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ

আমাদের এমন একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা উচিত যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের উদ্বেগের কথা আলোচনা করতে পারবে এবং অভিভাবক এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারবে। মানসিক চাপ, উদ্বেগ অথবা অন্য মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার মোকাবিলার জন্য পরামর্শ নেওয়ার সুবিধাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে। আমাদের উচিত পরীক্ষার চাপ নিয়ে খোলাখুলি কথা বলা এবং মানসিক রক্ষণশীলতাকে এড়িয়ে কার্যকরী ভাবে তার মোকাবিলা করা।

ব্যায়াম এবং ধ্যান

পরীক্ষার চাপকে কার্যকরী ভাবে মোকাবিলা করার গোপন অস্ত্র হতে পারে ধ্যান। ছাত্রদের উচিত ধ্যান, গভীর শ্বাস গ্রহণ অথবা যোগাসনের মতো বিষয়গুলি অনুশীলন করা, যাতে মন শান্ত থাকে, মনোসংযোগ বাড়ে এবং উদ্বেগ কমে। এই অনুশীলন চাপ কমাতে এবং মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে।

সময়ের সঠিক ব্যবহার

শেষ মিনিটে যাতে তাড়াহুড়ো না করতে হয় তার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার সময়টা ঠিক করার কৌশল নিতে হবে। আমরা সকলেই জানি ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে ছাত্রদের স্ক্রিন টাইম কিভাবে বেড়ে গেছে। আমরা জানি যে বর্তমানকালে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম একটি প্রয়োজনীয়তা হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের ছাত্রদের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। মনে হয় পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় বার করতে হলে ডিজিটাল ডিটক্স জরুরি হতে পারে।

সবশেষে বলি, সার্বিক সাফল্যের জন্য পরীক্ষার সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য এবং মানসিক সুস্থতা একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থতার প্রতি যত্ন নিলে তাদের শিক্ষাগত ফলাফলও ভাল হয়। পরীক্ষার হলের বাইরের সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার জন্যও তাকে তৈরি করে দেয়। আমরা ছাত্রদের বলবো স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে এবং শারীরিক ব্যায়াম এবং ধ্যান, ডিজিটাল ডিটক্স, মানসিক সুস্থতা, ভাল ঘুম এবং স্বাস্থ্যকর খাবারের পাশাপাশি কাজের সময় বের করার কার্যকরী কৌশল অনুসরণ করতে। কার্যকরী ভাবে চাপ কাটাতে পারলে আমাদের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ঘটাতে পারবে এবং বিকশিত ভারত ৺২০৪৭-এর লক্ষ্য পূরণে আগামীদিনের দিকে তাকিয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারবে।

আসুন বইমেলায় পায়চারি করি

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

চলছে বইমেলা। কলকাতা বইমেলা। মানে ৪৭ তম আন্তর্জতিক কলকাতা বইমেলা।১৮ থেকে ৩১ জানুয়ারি। স্থান- করুণাময়ী,সল্টলেক। সময় দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮ টা অবধি। আয়োজক- পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গীল্ড। দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত ট্রেন। মানে মেট্রো। শিয়ালদহ থেকে সরাসরি বইমেলা। অতিরিক্ত বাসও আছে। মানে আয়োজনে স্বচ্ছ শচীন। কিন্তু কি লাভ? ভালো বাসলে একটু যত্ন নিতে হয়। না, না সান লাইটের বিজ্ঞাপনের কথা বলছি না। বলছি বই প্রেমের কথা। বই প্রেম থাকলে একটু তো যত্ন নিতেই হবে। আমরা যত্ন নিই। খুব যত্ন। কিন্তু মুখে মুখে।

কার্যকালে উধাও। মানে--- করা ও বলার মধ্যে বিরাট ফারাক। আমাদের বই পড়ার অভ্যাস হারিয়েছে বহুকাল। নতুন প্রজন্ম বোধহয় ভুলেই গেছে বই পড়ার অভ্যাস। কেন ভুলবে না বলুন তো! আধুনিক নেট ও কেবলের যুগে বই পড়া তো দুরে থাক বই নিয়ে ভাবার লোকেরও বড় অভাব। এক উদাসীনতা, অনাগ্রহ যেন ভড় করেছে পাঠকের মনে। কিন্তু শুধু কি তাই? আসুন এর প্রকৃত কারন খুঁজি।

এখন রাম মন্দির নিয়ে সকলে ব্যস্ত। কথা কথা আর কথা।যেন এক মস্ত আকাশের ঝড়। তর্ক বিতর্ক চলতেই। জানি না রাম কার নয়! গত সোমবার মানে ২২ শে জানুয়ারিতে আযোধ্যয় রাম মন্দির ও রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। সারাদেশে হৈ হৈ রব। হওয়ারই কথা। আবার বুদ্ধিজীবীরা নিষ্প্রভ কেনো তার তর্কও চলছে জোর। মানে বিরোধ, সাপোর্ট নানা জনে নানা-- তর্ক বিতর্কের যেন অবসান হচ্ছে না। দেখুন মজার বিষয় হলো আমাদের এত বড় বইমেলা নিয়ে আমাদের ভাবনার বোধহয় একবারও অবকাশ হয়নি। কেমন একটা আড়ালে চলে গেলো না আমাদের বই নিয়ে অধির আগ্রহের ভাবনাগুলি! আপনি বলবেন কোথায় দেশ কোথায় তার মস্ত বিষয় আর কোথায় রাজ্য, কোথায় তার বিষয়! আমি বলবো ঠিক তাই। তবে কি জানেন আসল কথা হলো আমদের চিন্তা-ভাবনা কে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় খুব সচেতনামূলক ভাবে। কি রাজ্য কি দেশ ঘুরিয়ে দেওয়া হয় ভাবনাগুলি। একটা না একটা কিছু লেগেই আছে। এরপর চলছে সুভাষচন্দ্র বসু নিয়ে বিস্তর লেখা। ভালো কথা। কিন্তু মজার বিষয় কি জানেন সেই নেতাজি ও মান্দালয় জেলে নিঃসঙ্গতা কাটাতে বই পড়েই সময় কাটিয়ে ছিলেন — সে খবর রাখে ক ‘জন! বুকে হাত দিয়ে বলুন তো কটা ভালো লেখা দেখেছেন এবারের বইমেলা নিয়ে। হোক না তা আমাদের বঙ্গ ওরফে কলকাতার বইমেলা! আন্তর্জতিক তো। তবে?

একটা সময় এটা ছিল না। পড়াকে সবার প্রথমে প্রাধান্য দেওয়া হতো। সিলেবাসের বাইরের বইকে কি গুরুত্ব দেওয়া হতো। শৈশবের কথা বলছি। ধরুন পরীক্ষা শেষ। এবার শুরু গল্পের বই পড়া। মানে গোগ্রাসে পড়া। পড়া পড়া আর পড়া। কে কত দ্রুত শেষ করতে পারে। টিনটিন, আনন্দমেলা,শুকতারা নবকল্লোল,কিশোর ভারতী ,নন্টে ফন্টে, অরণ্যদেব,চাঁদমামা,ঠাকুমার ঝুলি, গোপাল ভাঁড় কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলবো। বালিশে হেলান দিয়ে কিংবা নির্জন একা ঘরে কিংবা শীতের দুপুরে হালকা রোদে বই পড়ার আনন্দই আলাদা। কত বই ,কত কত ভালো বই ভুলিয়ে রাখতো শৈশব। কিন্তু এখন!

এরপর একটু বড় হওয়া। ভাবখানা এমন যে অনেক বুঝতে শেখা। মানে স্কুল শেষ। কলেজ শুরু। শুরুতেই শরত সাহিত্য শেষ। এরপর রবীন্দ্র- বিভূতি- মানিক- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরে সমরেশ- সুনীল -শীর্ষেন্দু বাবুরা তো রয়েছেনই। মানে পড়ার ঝোঁক ছিল প্রবল। রীতিমত একটা বই নিয়ে টানাটানি পরে যেত। আর লেখকদের কথা কি আর বলবো। কত যত্ন করে কত ভালোবেসে একটা বই রচনা করতো। উদ্দেশ্য পরিচিতি, সম্মান শ্রী অর্জন করা এবং সেই সঙ্গে একটা অর্থ প্রাপ্তি। মানে নিষ্ঠা ভালোবাসা ছিল তাক লাগাবার মত। আর এই ভাবেই সৃষ্টি হতো অমর কথা সাহিত্যের। পাঠক ও লেখকের মনজগৎ একাকার হয়ে যেত। লেখক বুঝতো পাঠক তার থেকে ঠিক কি চায়। আর ঠিক সেইমত চাহিদা অনুযায়ী এক একটি সৃষ্টি। ফলে এক একজনের এক এক রকম পরিবেশন। মানে এক এক অনবদ্য সৃষ্টি। যা একটি আরেকটিকে ছাপিয়ে যায়। পাওয়া যেত অমর সাহিত্যের।

কিন্ত সেসব কথা এখন অতীত। না, খুব আগ্রহী ছাড়া এখন আর কেউ বই পড়ে না। কারণ খুব চেনা। এখন ইন্টারনেট দুনিয়া একেবারে শেষ করে দিয়েছে। ফেসবুক, ইনসট্রাগ্রাম, হোয়াটস অ্যাপ এর মত নানা সোশ্যাল মিডিয়া বই পড়ার অভ্যাসকে হারিয়েছে। কেউ আর এই পড়ার অভ্যাসকে জাগ্রত করছে না। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে চিন্তাশক্তির। নতুন প্রজন্ম প্রায় হারিয়ে ফেলেছে তার সৃষ্টির তরঙ্গকে। ক্ষতি হয়েছে কল্পনা শক্তির। ফলে ক্ষতি হয়েছে সাহিত্যের। ভালো কবিতা, গল্পো,উপন্যাস পাওয়া খুব কঠিন।আগেকার সাহিত্য আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এখন বলবার বিষয় হলো তবে কি বইমেলা তার গুরুত্ব হারিয়েছে। উত্তরে বলবো অবশ্যই নয়।কোনো গুরুত্ব কমেনি। এখনো মনে করা হয় বই যা পারে অন্য কোন মাধ্যম তা পারে না। বইয়ের কোনও বিকল্প নেই। যারা বই পড়ে তারা অন্য কিছুতে অত আনন্দ পায় না।

বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক লিও তলস্তয় বলেছেন --- ‘... তিনটি জিনিস মানুষের জীবনে বিশেষভাবে প্রয়োজন বই বই এবং বই।’ এ এক অনন্য কথা। কোনভাবেই বই এর কোনো বিকল্প নেই। এবার কথা বলি বইমেলার কি প্রয়োজন। আসলে প্রয়োজন বা গুরুত্ব অপরসীম। প্রথমত বই নিয়ে বিস্তর উন্মাদনা। ধরুন হয়তো আপনি একটাও বই কিনলেন না। আপনি খেলেন,ঘুরলেন,প্রেম করলেন — ফিরে এলেন। তাতে কি হলো! আরও ধরা যাক আপনি বই প্রেমে মোটেও আগ্রহী নন। তাতে কি হলো !আপনি এবার না হয় বইয়ের গন্ধ নিলেন। পরের বার কিন্ত এমনটি হবে না। মানে আপনি গন্ধ নেবেন, আপনি পরশও নেবেন। মানে আপনি বই কিনবেন। হয়ত আরও কিছু পরে আপনি বই পড়বেন ও। সুতরাং একটা বইমেলা তো বই অনাগ্রহী পাঠককে অন্তত আগ্রহী পাঠকে পরিনত করলো। এটাই বা কম কি। এরপর যারা জানার তারা তো কত দেশের কত কিছু অজানা তথ্য জানবে তার ইয়াত্তা নেই। কত দেশের কত কিছু! একসময় আগ্রহ ছিল বইয়ের সাথে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক থেকে অটোগ্রাফ নেওয়া। এখনো হয় --তবে তা খুব কম। এখন কেনো অডিও বা ভিডিও মিডিয়া পারসনে কত উৎসাহ। এই হলো হাল। তবে যে মনোভাব আছে তাই নিয়েই চলতে হবে।

পরিশেষে বলতে হয় এতদিন ছন্দময় পথে আলো ছাড়ালো যে সৃজনশীল বই, তার আবেদন ফুরিয়ে যাবে এটা আমরা কেউ-ই চায় না। স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। যে করেই হোক বই পড়ার অভ্যাস আমাদের জাগিয়ে রাখতে হবে। রাখতেই হবে। আর এই জাগিয়ে রাখার আহ্বান জানানো তো কোনো খারাপ উদ্দেশ্য থাকার কথা নয়। পৃথিবীতে অনেক অনেক নেশা আছে। বই পড়াটাও একটি নেশা। আমরা নেশাকে দু’ভাগে ভাগ করতে পারি। একভাগে ধংস অন্য ভাগে সৃষ্টি। ধ্বংসের কত সকলেই জানেন। সে নিয়ে কোনো কথা না বলাই ভালো। কোন নেশায় সমাজের কতটা ধংস হচ্ছে তা আপনারা অবগত। আর একবার ভাবুন বই পড়াটা সৃষ্টির মধ্যে পড়ে কিনা। মজার ব্যাপার হলো একবার পড়ার নেশায় যে মজবে তাকে আর কোনোভাবেই খারাপ নেশা ধরানো যাবে না। সে এমনিই ভালো হবে। আসলে এটা মানতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই যে, বই আমাদের নিঃস্বার্থ ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু। সুতরাং আসুন বই ভালোবাসুন। শুধু বইমেলায় নয়, বই ভালোবাসুন সব বেলায়। মন থেকে। জাতি দেশ ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছুর উন্মেষ ঘটাতে পারে একমাত্র বই। বই-ই। শেষ করি কবিগুরুর কথায় — ‘ভালো বই আত্মশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়।’

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই nicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সাংসদ-সভাপতির বিরুদ্ধে স্লোগানের অভিযোগে শোকজ জেলা সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: সাংসদ এবং সভাপতির বিরুদ্ধে স্লোগান, দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভের অভিযোগে সোমবার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে সম্পাদক সুশান্ত দারকে শোকজ করা হয়। লোকসভা নির্বাচন আগে বিষ্ণুপুরে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে বলেই দাবি রাজনৈতিক মহলের।

উল্লেখ্য, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক সুশান্ত দা যিনি একসময়ে সৌমিত্র খাঁ তৃণমূলে থাকাকালীন তাঁর আপ্তসহায়ক ছিলেন, এই বিজেপি নেতার নেতৃত্বে গত শনিবারে বিভিন্ন দল থেকে আসা বেশ কিছু কর্মী বিজেপিতে যোগদান করার জন্য বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে আসেন। ওই বিজেপি নেতা ও তাঁর দলবলের অভিযোগ, এখানে দেখা যায় বিষ্ণুপুর দলীয় কার্যালয়ের মূল গেটে চাবি লাগানো। বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ও জেলা সভাপতি অমরনাথ শাখার নেতৃত্বে তাঁদের দলীয় কার্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, এরপরেই জেলা বিজেপি কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপি সম্পাদক ও তাঁর অনুগামীরা, সেখানেই কর্মী সমর্থকেরা স্লোগান দিতে থাকেন, টিএমসির দালাল সৌমিত্র খাঁ মুর্দাবাদ, টিএমসির দালাল সৌমিত্র খাঁ দূর হটো, বিজেপি দেওয়া নেতা সৌমিত্র খাঁ দূর হটো, এমনকি তাঁরা বলতে থাকেন, দলীয় কার্যালয়ে চাবি দেওয়া হল কেন অপদার্থ নেতৃত্ব জবাব দাও? এই ঘটনার পর এদিন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে সম্পাদক সুশান্ত দাকে শোকজ করা হয়।

জেলা সভাপতি অমরনাথ শাখার দাবি, জেলা কার্যালয়ের বাইরে এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর জন্য তাঁকে শোকজ করা হয়েছে। সাত দিনের মধ্যে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে তিনি কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক সুশান্ত দার দাবি, 'জেলা সভাপতি কেন শোকজ করেছেন সেটা উনি বলতে পারবেন না। তবে আমরা দলের জন্য কাজ করছি, বিজেপি কর্মীরা সেদিন অসন্তুষ্ট হয়েছে, তাই আমার কিছু বক্তব্য ছিল আমি সেদিন বলেছি। এটা আমাদের নিজস্ব দলের ব্যাপার দলের মধ্যে বুঝে নেব, জেলা সভাপতি শোকজ করেছে শোকজের উত্তর জেলা সভাপতিকে সময়মতো দিয়ে দেব।'

মহিলার দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: সোমবার এক মহিলার দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ার রাজাপুর থানা এলাকার দাসপাড়ায়। জানা গিয়েছে, এদিন সকালবেলা এলাকার বাসিন্দারা তুলসিবেড়িয়া- উলুবেড়িয়া রোডের ধারে দাসপাড়ায় এক মহিলার দেহ দেখতে পায়। এরপর এলাকার লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং খবর দেন রাজাপুর থানায়। ঘটনাস্থলে রাজাপুর থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ওই মহিলার নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। সাত সকালে এই ধরনের ঘটনায় ওই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়।

ধর্ষণ এবং মৃত্যুতে প্ররোচনার অভিযোগ

অভিযুক্ত বিজেপি নেতাকে বহিষ্কারের দাবি একাংশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: সোনামুখীর বিজেপি নেত্রীকে ধর্ষণ এবং মৃত্যুতে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক তরুণ সামন্তের বিরুদ্ধে, যা নিয়ে লোকসভা নির্বাচনের আগে চরম অস্বস্তিতে পড়ে বিজেপি। এবার জেলা সভাপতির অপর গোষ্ঠীর বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে মৃত বিজেপি নেত্রীর শোক পালন নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এল বলে দাবি।

রবিবার সন্ধ্যায় বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক এবং ওবিসি মোর্চার সভাপতি সম্পাদকের নেতৃত্বে একটি শোক পালনের অনুষ্ঠান করা হয়। অভিযোগ, সেখানে ওবিসি মোর্চার সাধারণ সম্পাদককে বলতে শোনা যায়, দীর্ঘদিন যাবত কোনও এক নেতৃত্ব তাঁর ওপর মানসিক পাশবিক এবং শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে গিয়েছে তাঁকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আরও উত্তরত্তর পদ দেওয়ার। যে কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার তাঁদের দাবি, অভিযুক্ত বিজেপি নেতা জেলা সভাপতি এবং বিজেপি সাংসদের গোষ্ঠীর লোক, এমনকি তাঁরা দাবি করেন, এখনও কেন অভিযুক্ত বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না তা তাঁদের জানা নেই। অবিলম্বে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা দরকার। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অমরনাথ শাখার দাবি, ওই বিজেপি নেত্রী গত ২৩ তারিখ মারা গিয়েছেন। এদিন এই ধরনের কাজ যাঁরা করেছেন, মানসিক ভাবে তাঁরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অভিযুক্ত বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে রাজ্য সভাপতিকে জানানো হয়েছে। তিনি যা বলবেন তাই হবে।

সোনার বিস্কুট-সহ ধৃত পাচারকারী, গ্রেপ্তার আরও দুই অনুপ্রবেশকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর ২৪ পরগনা মহকুমা স্বরূপনগরের কেঁজুরী পঞ্চায়েতের কাবাড্ডা সীমান্ত থেকে দশ পিস সোনার বিস্কুট সহ গ্রেপ্তার এক পাচারকারী। ওই ১০ পিস সোনার বিস্কুটের ওজন ১১১৮.৩৫ গ্রাম। যার বাজার মূল্য ৭৮.২ লক্ষ টাকা। ১০২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা স্বরূপনগরের কেঁজুরী পঞ্চায়েতের গাবদা সীমান্ত থেকে দশ পিস সোনার বিস্কুট সহ হাতেনাতে পাকড়াও করে প্রতিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ওই পাচারকারীকে। সোনার বিস্কুট ও ধৃত পাচারকারীকে তেঁতুলিয়া শুল্ক দপ্তরে হাতে তুলে দেয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। ধৃতকে সোমবার বসিরহাট মহাকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। অন্যদিকে দুই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে বসিরহাট আদালতে পাঠাল স্বরূপনগর থানার পুলিশ।

নালায় বেসরকারি কয়লাখনির গাড়িচালকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: সোমবার সাতসকালে পাণ্ডবেশ্বর ডিভিসি কলোনি এলাকায় একটি নালা থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ঘটনা সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকাল ৬টা নাগাদ ডিভিসি কলোনি এলাকায় একটি ড্রেনের মধ্যে এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত ওই ব্যক্তির নাম সুরাজ সনি, বয়স আনুমানিক চল্লিশ বছর। বিহারের মতিহারি জেলার বাজুরিয়ার বাসিন্দা মৃত ব্যক্তি পাণ্ডবেশ্বর মহালক্ষ্মী প্যাচে ড্রোজার অপারেটরের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

কী ভাবে সেখানে এল মৃতদেহ, এটা দুর্ঘটনা নাকি খুন, তা জানতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ।

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাংক লি.
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক. নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত (জামিনদত্ত সম্পদ)
১. **মেসার্স শ্রী জগন্নাথ এন্টারপ্রাইজেস** (অংশীদারি সংস্থা), ১৪৭, উৎকলমণি গোপবন্ধু সরণি ৩য় তল, বড়বাজার, কলকাতা-৭০০০০৭। ২. **শ্রীমতি সুমন আগরওয়াল,** স্বামী ব্রজেশ কুমার আগরওয়াল, বিএফ-২৮, সল্টলেক, সেক্টর-১, বিধাননগর সিসি ব্লক, উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড -৭০০০৬৪। ৩. **শারদা রিটেলস প্রা লি.** শ্রী ব্রজেশ কুমার আগরওয়াল, ১৪৭, কটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭	ক) **৩০,৮২,৬১২.০৫ টাকা** ২৮.০২.২০২২ অনুযায়ী লোন এ/সি নং **৯১৬০৩০০১৮৩১ ৪৫৭২** (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৬.২০২১ তারিখ থেকে প্রযোজ্য সুদ সহ) **৭৬,১৫,৩১৭.৭৩ টাকা** বকেয়া ২৮.০২.২০২২ তারিখ অনুযায়ী লোন এ/সি নং **৯১৫০৩০০৫০ ১৫৩৬৪৮** অধীন (সংশ্লিষ্ট ৩০.০৬.২০২১ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **৮,১৮,৬২৬.০০ টাকা** বকেয়া ২৮.০২.২০২২ অনুযায়ী লোন এ/সি নং **৯২০০৬০০৫ ১৭১৬৫৯৯** অধীন (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৬.২০২১ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ)। খ) **২৮.০২.২০২২** গ) **২৪.০১.২০২৪**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অ্যাপার্টমেন্ট নং ৭, ব্লক নং ১, ৩য় তলে, পরিমাণ আনুমানিক ৮৬.১০ বর্গ মিটার আনুমানিক, প্লিন্থ এরিয়া, এইচআইজি এ-১ টাইপ এবং একটি কার পার্কিং স্পেস নং বিএল-১/সি-১, পরিমাণ আনুমানিক ১২.৫০ বর্গ মিটার আনুমানিক, অবস্থিত জি-৪ তলা ব্লক , মাঠকল নিমতা ফেজ-২ হাউসিং প্রোজেক্ট, মৌজা - দক্ষিণ নিমতা, থানা : দমদম (বর্তমানে নিমতা), উত্তর ২৪ পরগনা, উত্তর দমদম পুরসভা অধীন।

তারিখ : ৩০.০১.২০২৪
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস, কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক-জিডি, সেক্টর III
সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬

পরিশিষ্ট - IV {রুল ৮(১)} দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৬.১১.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী বিশ্বনাথ ব্যাপারি, পিতা হরেন্দ্র নাথ ব্যাপারি এবং শ্রীমতি মঞ্জুলা ব্যাপারি স্বামী বিশ্বনাথ ব্যাপারি, ঠিকানা ৩০৩, বি জায়গিরঘাট রোড, পশ্চিম বরিষা, ঠাকুরপুকুর, মহেশ তলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (পব), কলকাতা - ৭০০০৬৩ সল্টলেক শাখা সেক্টর ৫ (এসি নং ৭৩৭৪০০০২১০) নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ২২৭৩৬৫১ টাকা (বাইশ লাখ তিয়াত্তর হাজার ছশো একান্ন টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৪ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিতক করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া **২২৭৯৪৬৫.০০ টাকা (বাইশ লাখ উনআশি হাজার চারশ পঁয়ষট্টি টাকা)** ২৪.০১.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ ব্যাঙ্কের রুল অনুযায়ী। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ : - সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট দোতলায় (পূর্ব দিকে) পরিমাণ ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া জি-৩ তলা বসবাসের ভবন নির্মিত জমির পরিমাণ আনুমানিক ৬ কাঠা ৯ ছটাক ১১ বর্গফুট অবস্থিত কলকাতা পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ১৭০এ, জাগিরঘাট রোড, ওয়ার্ড নং ১২৫ অধীন, অ্যাসেসমেন্ট নং -৪১১২৫০৮০১৭০৫, মৌজা : পশ্চিম বড়িশা, জেএল নং ১৯, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩০৮৪/৩৮৩০ আরএস খতিয়ান নং ১৪৫৩, এলআর খতিয়ান নং ৫২৭৪, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা- ৭০০০৬৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (পব), **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১১ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, **দক্ষিণে :** নিকাশি এবং দাগ নং ৩০৮৮, **পূর্বে :** নিকাশি এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** জাইগিরহাট রোড সমন্বিত।

তারিখ - ২৪.০১.২০২৪, স্থান - কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিক্রয়/ নিলাম নোটিশ
হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15490UP2014PTC065749
রেজিস্টার্ড অফিস : সি-২৩, ৩য় তল, স্বস্তিক গার্ডেনিয়া শিবপুর বারাণসী ইউপি ২২১০০৩
ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস : বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫১২১

কর্পোরেট ডেটর এর সম্পদ চালু সংস্থা বা চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে ভিত্তিতে বিক্রয়
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে দেউলিয়াগ্রস্ত)
আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ (ইওআই) : ১৩.০২.২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ : ০২.০৩.২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
নিলামের তারিখ এবং সময় : ০৫.০৩.২০২৪ বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে
(৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কোম্পানি) এর সম্পদ লিকুইডেটর কর্তৃক প্রস্তাবিত (মহামান্য এনসিএলটি এলাহাবাদ বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত) ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে চালু সংস্থা হিসেবে একলপ্তে বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :-
কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহ চালু সংস্থা এবং চালু ব্যবসা একলপ্তে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(ই) এবং (এফ) অধীনে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং " কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই বিক্রি করা হবে।
কোম্পানির সম্পদ চালু সংস্থা এবং চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম : **https://www.nesl.co.in** (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) মাধ্যমে।

ক্রম নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
১	চালু সংস্থা হিসেবে কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি	৯,২৪,৮৯,৮৩০ টাকা	৫০,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা

সাইট পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ : ১৬.০২.২০২৪ থেকে ২২.০২.২০২৪ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে)
১. আগ্রহী আবেদনকারীগণকে অনলাইন ই-নিলাম, ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি, ডাকদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি আবশ্যক ইত্যাদি সম্বলিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদির সম্পূর্ণ নথি যা পাওয়া যাবে **https://www.nesl.co.in** এবং **https://hansrajagrofresh.com** থেকে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।
২. লিকুইডেটরের অধিকার রয়েছে যেকোনও সময়ে প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের বা ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাদি সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের। তিনি কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখেন।
৩. সংরক্ষিত মূল্যের সঙ্গেই সকল প্রযোজ্য কর এবং ডিউটি ব্যতীত এবং সফল ডাকদাতাকে প্রযোজ্য সকল কর এবং ডিউটি প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কোনও অবস্থাতেই প্রযোজ্য হারে কোনও কর(সমূহ) কর্পোরেট ডেটর কর্তৃক প্রদানের দায়বদ্ধতা থাকবে না।
৪. নথি দাখিলের শেষ তারিখ ০২.০৩.২০২৪ **এবং ই-নিলাম সম্পাদিত হবে বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টা (আইএসটি) পর্যন্ত ০৫.০৩.২০২৪ তারিখে।**

স্বা/-
দেব ব্রত রানা
লিকুইডেটর : হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে
রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি-০২৫৬৭/২০২১-২০২২/১৩৯৩৬
এএফএ বৈধতা ২৭.১১.২০২৪ পর্যন্ত
লিকুইডেটরের ঠিকানা : শপ নং ৫, বি এস এম তিরাহা, রুরকি
হরি সিং মার্কেট, হরদ্বোয়ার, উত্তরাখণ্ড- ২৪৭৬৬৭
তারিখ : ৩০.০১.২০২৪
স্থান : রুরকি
ইমেল : cirp hapl@gmail com
মোবাইল : ৭৫৩৫৮২৮৬৭৩

Indusind Bank
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৪০১, জেন.থিমায়া রোড (ক্যান্টনমেন্ট), পুনে -৪১১০০১
শাখা অফিস : সঙ্গম কমপ্লেক্স, ১ম তল, অফিস মির্জা ইসমাইল রোড, জয়পুর - ৩০২০০৬

দখল বিজ্ঞপ্তি
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(২) অধীনে)

যেহেতু, মেসার্স ইন্ডাসইন্ড ফিনান্স লিমিটেড এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (পরবর্তীতে উক্ত আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের (পরবর্তীতে উক্ত রুলস) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/ সহঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/সহঋণগ্রহীতার নামে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট তারিখে স্বত্ব দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহঋণগ্রহীতাগণকে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির কোনওরূপ লেনদেন মেসার্স ইন্ডাসইন্ড ফিনান্স লিমিটেড এর সমুদয় বকেয়া পরিমাণ এবং যাবতীয় ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং দাবি নোটিশের তারিখ	সম্পত্তি(সমূহের) বিবরণ এবং দখলের তারিখ	দখল নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১. টিএমবি শিপিং প্রা লি নং ১ ঠিকানা : টিএমবি শিপিং প্রা লি, এফ-৪৮, আতাবাগ লেন, কমল টকিজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৪, **২. মহম্মদ মুসলিম** **৩. কাইজার মহম্মদ নাদিম** **৪. হাসিনা নিখাত** **৫. আইজাজ মহম্মদ নাদিম** নং ২,৩,৪ এবং ৫ এর ঠিকানা : এফ- ৪৮, আতাবাগ লেন, কমল টকিজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৪। **দাবি নোটিশের তারিখ :** ১ ডিসেম্বর ২০২১ **লোন নং:** RHLPKOL000067257 PR00765922)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি নং : ১. জমির সমুদয় পরিমাণ আনুমানিক ১২০৩ ডেসিমেল এবং তদস্থিত নির্মাণ অংশ দাগ নং ২৯১ এবং ২৯০, খ তিয়ান নং ১৮৫, মৌজা : গার্ডেন রিচ, থানা : মেটিয়াব্রুজ, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং পি-৭৭/এ, মুদিয়ালি রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩৫। ২. সংশ্লিষ্ট সমুদয় জমির পরিমাণ১০৮০ ডেসিমেল অংশ দাগ নং ২৮৪, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, এবং ২৯০, খতিয়ান নং ১৮৫, মৌজা : গার্ডেন রিচ, থানা : মেটিয়াব্রুজ বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং পি-৭৭, মুদিয়ালি রেডা,কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩৫। **দখলের তারিখ : ২৪ জানুয়ারি ২০২৪।**	১৩৬৮৮৫১৮ টাকা (এক কোটি ছত্রিশ লাখ অষ্টআশি হাজার পাঁচশ আঠার টাকা) ২৯ নভেম্বর ২০২১ অনুযায়ী
১. টিএমবি শিপিং প্রা লি নং ১ ঠিকানা : টিএমবি শিপিং প্রা লি, এফ-৪৮, আতাবাগ লেন, কমল টকিজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৪, **২. মহম্মদ মুসলিম** **৩. কাইজার মহম্মদ নাদিম** **৪. হাসিনা নিখাত** **৫. আইজাজ মহম্মদ নাদিম** নং ২,৩,৪ এবং ৫ এর ঠিকানা : এফ- ৪৮, আতাবাগ লেন, কমল টকিজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৪। **দাবি নোটিশের তারিখ :** ১ ডিসেম্বর ২০২১ **লোন নং:** RHLPKOL000067374 PR00765923)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি নং : ১. জমির সমুদয় পরিমাণ আনুমানিক ১২০৩ ডেসিমেল এবং তদস্থিত নির্মাণ অংশ দাগ নং ২৯১ এবং ২৯০, খ তিয়ান নং ১৮৫, মৌজা : গার্ডেন রিচ, থানা : মেটিয়াব্রুজ, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং পি-৭৭/এ, মুদিয়ালি রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩৫। ২. সংশ্লিষ্ট সমুদয় জমির পরিমাণ১০৮০ ডেসিমেল অংশ দাগ নং ২৮৪, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, এবং ২৯০, খতিয়ান নং ১৮৫, মৌজা : গার্ডেন রিচ, থানা : মেটিয়াব্রুজ বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং পি-৭৭, মুদিয়ালি রেডা,কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩৫। **দখলের তারিখ :** ২৪ জানুয়ারি ২০২৪।	৫৭৬৬৮০৪ টাকা (সাতান্ন লাখ ছেষট্টি হাজার আটশ চার টাকা) ২৯ নভেম্বর ২০২১ অনুযায়ী

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির নিমিত্ত উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০.০১.২০২৪
স্বা/-
(অনুমোদিত অফিসার)
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
জঙ্গিপুর ব্রাঞ্চ
লালগোলা মহারাজা রোড
পো. এবং থানা - রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ, প.ব. পিন - ৭৪২২২৫

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১২.১০.২০২৩** তারিখে **১. ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা (এইচবিএল) : শেখ আলম,** পিতা মতিয়ার রহমান এবং **ঋণগ্রহীতা (এইচবিএল) : হানুফা বিবি,** স্বামী শেখ আলম, **২. মেসার্স আলম ফুড প্রডাক্টস, স্বত্বাধিকারী - শেখ নুরুল হাসান, ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী : শেখ নুরুল হাসান,** পিতা শেখ আলম, এবং **জামিনদাতা/বন্ধকদাতা : শেখ আলম,** পিতা মতিয়ার রহমান এবং **৩. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স ভাই ভাই বেকারি, স্বত্বাধিকারী : শেখ আলম, স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : শেখ আলম,** পিতা মতিয়ার রহমান এবং **জামিনদাতা : শেখ নুরুল হাসান,** পিতা শেখ আলম **জঙ্গিপুর শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫৫,৩৬,২২৮.৭৬ টাকা (পঞ্চান্ন লাখ ছত্রিশ হাজার দুশো আঠাশ টাকা এবং ছিয়াত্তর পয়সা) টাকা ১১.১০.২০২৩** অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৯ জানুয়ারি ২০২৪** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, **৫৫,৩৬,২২৮.৭৬ টাকা (পঞ্চান্ন লাখ ছত্রিশ হাজার দুশো আঠাশ টাকা এবং ছিয়াত্তর পয়সা) টাকা ১১.১০.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : শ্রীকান্তবাটী, জেএল নং ১১৪, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৬৯, এলআর খতিয়ান নং ৮০৩০, আরএস খতিয়ান নং ২২৬, এরিয়া : ৪.১৩ ডেসিমেল, জরুর গ্রাম পঞ্চায়েত, বাণীপুর, থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ অধীন স্বত্ব দলিল নং : ১-৫৭১২ তারিখ ০৭.০৬.২০১৩ জঙ্গিপুর এডিএসআর মুর্শিদাবাদ, **সম্পত্তি শেখ আলমের নামে। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফকরুদ্দিন শেখের সম্পত্তি, দক্ষিণে : রমজান আমিনের সম্পত্তি, পূর্বে : মালিকের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সড়ক সমন্বিত।

তারিখ : ২৯.০১.২০২৪
স্থান : জঙ্গিপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
জঙ্গিপুর ব্রাঞ্চ
লালগোলা মহারাজা রোড
পো. এবং থানা - রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ, প.ব. পিন - ৭৪২২২৫

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১২.১০.২০২৩** তারিখে **১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স আলম ফুড প্রডাক্টস, স্বত্বাধিকারী - শেখ নুরুল হাসান,** গ্রাম - বাণীপুর, পো. বাণীপুর, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ, **স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা - শেখ নুরুল হাসান,** পিতা শেখ আলম, গ্রাম - বাণীপুর, পো. বাণীপুর, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদাতা/বন্ধকদাতা - শেখ আলম,** পিতা মতিয়ার রহমান, গ্রাম - বাণীপুর, পো. বাণীপুর, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ, ক্যাশ ক্রেডিট এ/সি নং - ৬৬৬৫২৬৬৮১৪ এবং এমএসএমই জিইসিএলএস এ/সি নং - ৭১৫০৯৪৮১১২ **জঙ্গিপুর শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৩,৩২,০১১.২৪ টাকা (তেইশ লাখ বত্রিশ হাজার এগার টাকা এবং চব্বিশ পয়সা) টাকা ১১.১০.২০২৩** অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৯ জানুয়ারি ২০২৪** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, **২৩,৩২,০১১.২৪ টাকা (তেইশ লাখ বত্রিশ হাজার এগার টাকা এবং চব্বিশ পয়সা) টাকা ১১.১০.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : শ্রীকান্তবাটী, জেএল নং ১১৪, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৬৯, আরএস খতিয়ান নং ২২৬, এলআর খতিয়ান নং ৩২৬৮, এরিয়া : ৪.১৫ ডেসিমেল, জরুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, স্বত্ব দলিল নং : ১-৪০৭১-২০০৬ সালের, জঙ্গিপুর এডিএসআর, মুর্শিদাবাদ, **সম্পত্তি শেখ আলমের নামে। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : নাকিমুদ্দিনের সম্পত্তি, পূর্বে : রাজীব চৌধুরীরর সম্পত্তি, পশ্চিমে : আবু তাহেরের সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ : ২৯.০১.২০২৪
স্থান : জঙ্গিপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
এ জে সি বোস রোড শাখা
'হোয়াইট হাউস', ১১৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
লকার ভেঙ্গে খোলার বিজ্ঞপ্তি

এটি আপনাদের তথ্যের জন্য জানানো হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এ জে সি বোস রোড শাখার নিম্নোক্ত লকার হোল্ডারদের লকার ভাড়া ওভারডিউ সংক্রান্ত। এমনকি নোটিশ পাঠানোর পরেও, লকার হোল্ডাররা বকেয়া ভাড়া জমা দেননি বা নিষ্পত্তির জন্য ব্যাঙ্কের শাখায় যাননি। এই পরিস্থিতিতে, ১০.০২.২০২৪ তারিখের আগে যদি বকেয়া পরিশোধ না করা হয় তবে ব্যাঙ্ক ২৫.০২.২০২৪ তারিখে উল্লিখিত লকারগুলি ভেঙে খুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই নোটিশ এবং ব্যাঙ্ক বকেয়া ভাড়া, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ পুনরুদ্ধারের জন্য তার অধিকারের অধিকার প্রয়োগ করবে।

ক্র. নং.	লকার নং	লকার ভাড়াকারীর নাম	ঠিকানা	বকেয়া পরিমান ₹
১	৩২৫৯	সুরেশ কুমার ভাগেহান্দকা	১০এ মিডলটন রো, কলকাতা ৭০০০৭১	৫১৩৩০
২	২৪৬৬	শম্ভুচরণ ভট্টাচার্য	১৩/৩/৪সি অনিল মৈত্র রোড, কলকাতা ৭০০০১৯	৬৫৪৯০
৩	২৪৬৭	শম্ভুচরণ ভট্টাচার্য	১৩/৩/৪সি অনিল মৈত্র রোড, কলকাতা ৭০০০১৯	১৩০৯৮০
৪	৮১৪	বিদিতা খৈতান	৭ কেয়াতলা লেন, কলকাতা ৭০০০২৯	১০৭৯৭০
৫	২৬৭৫	প্রদীপ কুমার সিংহানিয়া	পি১৫ নিউ সিআইটি রোড ২য় তল, কলকাতা ৭০০০৭৩	১৭৩৪৬০
৬	৫৩৯	প্রীতি গোয়েঙ্কা	১৯ বেলভেডিয়ার রোড, কলকাতা ৭০০০২৭	৮৬৭৩০
৭	৩১৪১	রুচি ভাগারে/শ্রীতি ভাগারে	ফ্ল্যাট নং ৪ ব্লক এম, ১১ মেফেয়ার রোড, কলকাতা ৭০০০১৯	৬৫৪৯০
৮	৩১৫২	অক্ষয় কুমার শেঠিয়া	৮/২ বি আলিপুর পার্ক রোড, কলকাতা ৭০০০২৭	৭০৮০০
৯	৩২৫২	সুরেশ কুমার ভাগেহান্দকা	১২সি চক্রবেরিয়া রোড, কলকাতা ৭০০০২০	৩১১৫২
১০	১৩৭	অনিল সাংভি	৩২/২ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০০২০	৭৬৪৬৪
১১	২২৫৩	হরিপ্রসাদ আগরওয়ালা	১০ বর্ধমান রোড ফ্ল্যাট নং ২সি আলিপুর, কলকাতা ৭০০০২৭	১১৪২২৪
১২	১৬১২	বিদিতা খৈতান	৪৬সি জে এল নেহেরু রোড, কলকাতা ৭০০০৭১	৩৪৯২৮
১৩	২৩৯৩	মদনলাল সাগরমালবৈদ্য	৪ লর্ডস সিনহা রোড ফ্ল্যাট ৫, কলকাতা ৭০০০১৬	২৭৩৭৬
১৪	৩৬২	উমা আগরওয়ালা	পি৫৯৩ পূর্ণদাস রোড, কলকাতা ৭০০০২৯	৪৪৩৬৮
১৫	২৫৮৩	মোহন লাল চন্দ	ওসিএল কলোনি রাজগাংপুর স্টিফেন হাউস, কলকাতা ৭০০০০১	৩৮৭০৪
১৬	২৩০৩	অজিত খৈতান/উদিত খৈতান	২৯ শেক্সপিয়ার, কলকাতা ৭০০০৭১	১৯৮২৪
১৭	২৪৪৫	বিনা সারোগী	২৯ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা ৭০০০৩৭	৩৪৯২৮
১৮	৩০৫০	অরুণ গানেরিওয়াল	১৬ রাধানাথ চৌধুরী রোড, কলকাতা ৭০০০১৪	৯৬১৭০
১৯	১৯৩৮	এলসা ডিসুজা	পি এন রাইটার অ্যান্ড কোং, ১ পার্ক লেন, কলকাতা ৭০০০১৬	৮০২৪০
২০	৩৩৭	উষা বৈদ	পি ৫৯৩ পূর্ণ দাস রোড, কলকাতা ৭০০০২৯	৪৬২৫৬
২১	২৩২৭	সুশীলা দেবী ভারতিয়া	৫ডি মেঘদূত বিল্ডিং ১২ রোল্যান্ড রোড, কলকাতা ৭০০০২০	৯১৫৬৮
২২	২৭০১	উষা মাহেশ্বরী	১৯৯/৫ এম জি রোড, কলকাতা ৭০০০০৭	৩৮৭০৪
২৩	৬৩৭	ওয়াহিদুন নবীব/গাউসিয়া বেগম	৪৩ রিপন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০১৬	৩১১৫২
২৪	৩০৬৫	অর্নিতা সিংনি	৭সি কে এস রায় রোড ৫ম তল, কলকাতা ৭০০০০১	৫৮৪১০
২৫	১৮৩৯	বিমলা দেবী সেখানী	৯৩/৬ বকুল বাগান রোড, কলকাতা ৭০০০২০	৫৩৮০৮
২৬	২৪২১	সুরেশ শ্রীবাস্তব	১৪/৪ মিকেঞ্জন লেন ফ্ল্যাট ৫/২.হাওড়া-১	৪৬২৫৬
২৭	৩২৩৬	আলজিরা রেমেডিয়াস	২ ক্যাকবার্ন লেন, কলকাতা ৭০০০১৬	২৭৩৭৬
২৮	২৮৮৯	শানাজুল কাউর	আব্দুল কুইয়ার ২য় তল ১১৭ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩	৬৫১৩৬
২৯	২৮০৭	উপেন্দ্র অহরওয়াল	৮ মুরলীধর সেন লেন, কলকাতা ৭০০০৭৩	৪৬২৫৬
৩০	২৮৬১	বজরঙ্গলাল মাহেশ্বরী	১ ইশান বোস লেন, হাওড়া ২	৪৬২৫৬
৩১	৫১৪	সন্দীপ কুমার	পি ২৯৬ সিআইটি রোড ৪র্থ তল, কলকাতা ৭০০০৫৪	৫৮৪১০
৩২	৩০৮৯	বাণী নিয়োগী	২৫৯ দুর্গা রোড, কলকাতা ৭০০০১৭	২১৫৯৪০
৩৩	২৯৩৫	তারা দেবী গোয়েঙ্কা	১১৯ পার্ক স্ট্রিট ব্লক ১৪ ৫ম তল, কলকাতা ৭০০০১৬	৫৭৫৮৪
৩৪	১৫৫৭	বিজয় কুমার গুপ্ত	২ গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা ৭০০০৬৭	৩৮৭০৪
৩৫	১৬৩৩	পবন সরাফ	১৬ মুখতারাম বাবু স্ট্রিট ৩য় তল, কলকাতা ৭০০০০৭	৩১১৫২০
৩৬	২২৬৪	রমা কান্না	১১ গুরুসদয় রোড ফ্ল্যাট নং ১৬৭, কলকাতা ৭০০০১৯	৪২৪৮০
৩৭	২৩১৩	উর্মিলা পি সুরানা	৪১ এলগিন রোড, কলকাতা ৭০০০২০	৭২৬৮৮
৩৮	২৪২৩	সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল	২৬ বড়তলা স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৭	২৭৩৭৬
৩৯	২৭৯৯	সীমা লোহিয়া	১৪এ লাউডন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০১৭	৫৭৫৮৪
৪০	২২৬২	আমিনা বেগম	১/১আহিরিপুকুর ১ম লেন, কলকাতা ৭০০০১৯	২৩৬০০
৪১	২৯৭৮	সুনীল কুমার গর্গ	৪৫ ওয়েলেসলেটে স্ট্রিট ২য় তল ফ্ল্যাট নং ৩বি, কলকাতা ৭০০০১৬	৩১১৫২
৪২	৭৬৪	সঞ্জয় জোশী	২৬/১বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা ৭০০০১৯	১০০৮৯০
৪৩	২৪০১	উমা আগরওয়ালা	পি ৫৯৩ পূর্ণদাস রোড, কলকাতা ৭০০০২৯	৪৬২৫৬
৪৪	২৩৮২	কুমকুম আগরওয়াল	২০৭/এ আর বি অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০০১৯	২৭৩৭৬
৪৫	৩১২২	অলকা আগরওয়াল	২৮বি শেক্সপিয়ার সরণি ফ্ল্যাট ৯বি, কলকাতা ৭০০০১৭	২৪৪২৬০
৪৬	২৬৩৩	অনিতা মেহরা	পি-২২, সিআইটি রোড, ৭ম তল, কলকাতা -৭০০০১৪	৩৮৭০৪
৪৭	২৭০০	অনিল খান্না/রানি খান্না	১১ স্টিফেন কোর্ট ১৮ পার্ক স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০১৬	১৯৮২৪
৪৮	৩৩৬৮	শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস	সিই সল্টলেক সেক্টর - ১, কলকাতা ৭০০৬৪	১৮৭৬২০
৪৯	৩২৩৯	শ্রী গোপাল বাগলা	সানরাইজ টিম্বার কোম্পানি ৬৭/১৮ স্ট্যান্ড রোড, কলকাতা ৭০০০০৬	২৩০১০
৫০	১৬০৯	সঙ্গীতা দাস	৪/২ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭১	৭২৫৭০
৫১	৩৪৩০	মীরাদাস/রণদীপ দাস	ফ্ল্যাট নম্বর ২০৪, ৪/২ মিডলটন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭১	৮৬৭৩০
৫২	২২৮৩	মঞ্জুশ্রী পোদ্দার	১৩ কুইন্স পার্ক, কলকাতা ৭০০০১৯	৩১১৫২
৫৩	২৯৮০	মধু সিংগাল	১৬১/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০০৭	৩১১৫২
৫৪	২৯৯৯	ভারদা গোয়েঙ্কা	২ হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬	৭২৫৭০
৫৫	২৪২৫	উষা দাগা	২৪ ইন্দ্র রায় রোড, কলকাতা ৭০০০২৫	২৭৩৭৬
৫৬	২৬০১	অশোক যাদব	৯ সানি পার্ক ফ্ল্যাট ১ডি, কলকাতা ৭০০০১৯	৩৮৭০৪
৫৭	৩১৬০	কিরণ দেবী রাজঘরিয়া	৫ হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৭	৭২৫৭০
৫৮	২৬৫০	গোবিন্দ রাম সরাফ	৯৮ ক্রিস্টোফার রোড বৃন্দাবন গার্ডেন ৬ষ্ঠ তল, বিল্ডিং নং ২২, কলকাতা ৭০০০৪২	৩৮৭০৪
৫৯	২৫২৫	জয়া সামন্ত	১৬/১বি কেয়াতলা লেন, কলকাতা ৭০০০২৯	২৭৩৭৬
৬০	৩০০৩	সরোজ দেবী জৈন	৭০ লেক এভিনিউ ৪র্থ তল, কলকাতা ৭০০০২৯	৬৫৪৯০
৬১	২৭১০	কল্পনা দেওরাহ	সুরিন্দর অটো এজেন্সি ক্যাব রোড, ডিব্রুগড় ৭৮৬০০১	২৭৩৭৬
৬২	২৭৮৪	বীণা শ্রীবাস্তব	৭/৫ বর্ধমান রোড আলিপুর, কলকাতা ৭০০০২৭	৩১১৫২
৬৩	২৯৮৩	জ্যোতি মোহতা	২৫ হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০২৫	৫৬৬৪৩
৬৪	৩০৬০	অরবিন্দ সরাফ	২১/১ জিতেন্দ্র মোহন অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০০০৬	১৫৭৫৩০
৬৫	২৭৪৩	বিনয় কুমার	১০১/এ বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট ,কলকাতা ৭০০০১৩	১৩১০৫৯
৬৬	১৭৩৯	ভগবতী দেবী সিংহানিয়া	৪১ শেক্সপিয়ার সরণি ৪র্থ তল, কলকাতা ৭০০০১৭	৫৮৪১০
৬৭	৫০৭	অভিষেক বনসালি	২৬ বি ক্যামাক স্ট্রিট ১১ তল, কলকাতা ৭০০০১৬	১০২২৭
৬৮	৮৯৯	আল্পনা ঘোষ	পি৬ রায়পুর ২য় তল, কলকাতা ৭০০০৮৪	১৩৭৬৭
৬৯	২৬৭৩	সুশীলা দেবী তুলসিয়ান	৫এ রবিনসন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৭	২০৭৬৮
৭০	২১৮৬	আমিশা দাস গুপ্তা	ফ্ল্যাট নম্বর ২/সি ৮৫ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড টাওয়ার ১ সিটি হাই, কলকাতা ৭০০০৩৩	১৪৯৭৬
৭১	১৮৬৯	শ্রী দীপক আগরওয়াল	৩বি ক্যামাক স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০১৬	৫০৬৪
৭২	১৯১০	শ্রীমতী ডলি খান্না	৫৯ পার্ক স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০১৬	৫২৭১
৭৩	৯৭৫	শ্রী ধ্রুব গোপাল দত্ত	৩৮/৭/৩ বাসুদেবপুর রোড পোস্ট শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা ৭৪৩১২৭	১৪৫৬৪
৭৪	১১৪	লীলা হিমাৎসিংকা	২৫ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা ৭০০০১৯	৩৬১৮৭
৭৫	১	বরুন কুমার নাহার	৯বি দহি এন্টালি রোড, কলকাতা ৭০০০১৪	৩৫৪০০
৭৬	১৫৩৮	মীনাক্ষী জাটিয়া	৭৬ গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা ৭০০০৪৩	১৮৪৮৭
৭৭	১৫৬৬	শ্রী শেখর এস হালদার	১১১ ক্ষনিক অ্যাপার্টমেন্ট ৪র্থ তল বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ ব্লক ডি, কলকাতা ৭০০০৫৫	১৭৫৪৩
৭৮	৩২৭২	মাধুরী শেঠিয়া	৫ জানকি শাহ রোড হেস্টিংস, কলকাতা ৭০০০২২	২১৬০০
৭৯	২৬৩	শ্রীমতী শীতল কুমারী	ইনকাম ট্যাক্স কলোনি জিবি ব্লক সেক্টর ৩ সল্ট লেক কোয়ার্টার নং ২ টাইপ ৪, কলকাতা ৭০০০৯৭	৫২৭১
৮০	২৯৮৬	শর্মিতা পাল	৪৭ হরিশ মুখার্জি রোড ভবানীপুর, কলকাতা ৭০০০২৫	১২৮২৩
৮১	২০০৮	শ্রী মাধব আদিজে	৪২/৩ ব্লক সি নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০০৫৩	২৭০৪
৮২	২১৯৯	শ্রীমতী অঞ্জলি জালান	১২ রোল্যান্ড রোড ফ্ল্যাট ৮সি, কলকাতা ৭০০০২০	১৩০৮৮
৮৩	২৩৮০	শ্রীমতী সুধা চাড্ডাহ	৮ চ্যাপেল রোড, কলকাতা ৭০০০২২	১৪৫৬৪
৮৪	৩২৮৯	মোহিনী বাজোরিয়া	৭৬ গার্ডেন রিচ, কলকাতা ৭০০০৪৩	৬৪২৫৮
৮৫	২১২১	সরোজ চৌধুরী	৩৯ এলগিন রোড, কলকাতা ৭০০০২০	২৮৫৯০

এতদ্বারা লকার ভাড়াকারীগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে যদি উপরে উল্লিখিত লকারের ভাড়া ১৪ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক না পায়, তাহলে ভাড়ার দলিলের চুক্তির ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারীর ঝুঁকি ও মূল্যে লকারটি খুলে দেওয়া হবে এবং লকারের একটি অংশ বা সম্পূর্ণ সামগ্রী সরকারী বা ব্যক্তিগতভাবে বিক্রি করে ব্যাঙ্ক তার পাওনা আদায় করবে, ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় সন্তুষ্ট হওয়ার পরে লকারের যে কোনও পরিমাণ এবং/অথবা অবশিষ্ট সামগ্রী ব্যাঙ্কের হাতে থাকবে সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারীর সম্পূর্ণ ঝুঁকি, দায়িত্ব এবং মূল্যে। যদি, এই ধরনের বিক্রয়ের আয় ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য অপর্যাপ্ত হয়, লকার ভাড়াকারী ঘাটতির জন্য দায়ী থাকবে।

তারিখ- ৩০.০১.২০২৪, স্থান- কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

CINERAD COMMUNICATIONS LIMITED

Registered Office: Subol Dutt Building 13, Brabourne Road, Mezzanine Floor, Kolkata- 700001, West Bengal | **Tel. No:** 03322315686 | **Website:** cineradcommunications.com | **Email:** cinerad@responce.in; | **CIN:** L92100WB1986PLC218825

IN TERMS OF REGULATIONS 13(4), 14(3) AND 15(2) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THEREOF ("SEBI (SAST) REGULATIONS").

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 49,82,098 (FORTY-NINE LAKHS EIGHTY-TWO THOUSAND NINETY-EIGHT) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (EQUITY SHARES) REPRESENTING 26.00% OF THE EMERGING VOTING CAPITAL OF THE TARGET COMPANY AT A PRICE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF THE TARGET COMPANY BY PANKAJ RAMESH SAMANI ("ACQUIRER-1"), KAUSHAL UTTAM SHAH ("ACQUIRER-2") UGPATWARDHAN SERVICES PRIVATE LIMITED ("ACQUIRER-3"), GANESH NATARAJAN ("ACQUIRER-4"), UMA GANESH NATARAJAN ("ACQUIRER-5"), MANOJ MANOHAR PANVELKAR ("ACQUIRER-6"), NITIN NEMINATH PATIL ("ACQUIRER-7") AND BASANTA KUMAR SWAIN ("ACQUIRER-8") (HEREINAFTER, COLLECTIVELY REFERRED TO AS "ACQUIRERS") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REGULATION 3(1) AND 4 OF THE SEBI (SAST) REGULATIONS ("OFFER" OR "OPEN OFFER").

This detailed public statement ("**DPS**") is being issued by Vivro Financial Services Private Limited, the manager to the offer ("**Manager to the Offer**" or "**Manager**"), for and on behalf of the Acquirers, to the Public Shareholders (*as defined below*) of the Target Company in compliance with Regulation 13(4), 14(3) and 15(2) of the SEBI SAST Regulations pursuant to the Public Announcement ("**PA**") filed on January 22, 2024. with the BSE Limited ("**BSE**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), Target Company in terms of Regulation 3(1) and 4 of SEBI (SAST) Regulations.

For the purpose of this DPS, the following terms shall have the meanings assigned to them below:

"**Emerging Voting Capital**" shall mean the total voting equity share capital of the Target Company expected as of the 10th (Tenth) working day from the closure of the tendering period for the Offer. This includes Equity Shares to be allotted by the Target Company pursuant to Preferential Allotment, subject to the approval of the shareholders of the Target Company and other statutory/ regulatory approvals.

"**Public Shareholders**" shall mean all the public shareholders of the Target Company who are eligible to tender their Equity Shares in the Offer, except the Acquirers and existing members of the promoter and promoter group of the Target Company pursuant to and in compliance with the SEBI (SAST) Regulations.

I. ACQUIRER, SELLERS, TARGET COMPANY AND OFFER:

1. Pankaj Ramesh Samani ("Acquirer-1")

1.1. Pankaj Ramesh Samani is a son of Ramesh Mohanlal Samani and is an Indian resident, aged 48 years residing at 1143, Swati Bunglows, Samani Compound, North Shivajinagar, Sangli, Miraj, Maharashtra – 416416 , Email ID: pankaj@smcv.in. He holds the degree of electronics engineering from Shivaji University, Kolhapur and MBA from Nottingham Trent University, Southampton, UK and has an experience of more than 25 years in the field of various asset class including private and listed equities.

1.2. Acquirer-1 does not hold any Equity Shares of the Target Company. Acquirer has not acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of PA i.e., January 22, 2024, and the date of this DPS.

1.3. Acquirer-1 does not belong to any group.

1.4. As of the date of this DPS, there are no directors representing Acquirer-1 on the board of the Target Company.

1.5. As of the date of this DPS, Acquirer-1 does not have any relationship with or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction, as detailed in Section II (*Background to the Offer*), that has triggered this Open Offer.

1.6. As of the date of this DPS, Acquirer-1 is not prohibited by SEBI, from dealing in securities, in terms of directions issued by SEBI under Section 11B of the SEBI Act or any other regulations made under the SEBI Act

1.7. The net worth of the Acquirer-1 as on November 30, 2023 is ₹ 5,23,37,602/- (Rupees Five Crore Twenty-Three Lakh thirty-Seven Thousand Six hundred Two Only) as certified vide certificate bearing unique document identification no. ("**UDIN**") 24607434BKAJPK8114 dated January 22, 2024, issued by CA A. S. Manglani (Membership No. 607434) proprietor of Ajay Manglani & Associates, Chartered Accountants, FRN: 156491W, having its office at Shiv Shankar Niwas, Londhe Colony, Miraj – 416410 Tel. no. 7720018887, email ID: caajaymanglani3@gmail.com.

2. Kaushal Uttam Shah ("Acquirer-2")

2.1. Kaushal Uttam Shah is a son of Uttam Kalyanji Shah and is an Indian resident, aged 46 years residing at 621, Ramchandra Plot, Gulmohar Colony, South Shivajinagar, Sangli, Maharashtra – 416416., Email ID: kaushal27@gmail.com. He holds the degree of Chartered Accountant from Institute of Chartered Accountants of India and has an experience of more than 23 years in the field of Capital Markets.

2.2. Acquirer-2 does not hold any Equity Shares of the Target Company. Acquirer has not acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of PA i.e., January 22, 2024 and the date of this DPS.

2.3. Acquirer-2 does not belong to any group.

2.4. As of the date of this DPS, there are no directors representing Acquirer-2 on the board of the Target Company.

2.5. As of the date of this DPS, Acquirer-2 does not have any relationship with or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction, as detailed in Section II (Background to the Offer), that has triggered this Open Offer.

2.6. As of the date of this DPS, Acquirer-2 is not prohibited by SEBI, from dealing in securities, in terms of directions issued by SEBI under Section 11B of the SEBI Act or any other regulations made under the SEBI Act.

2.7. The net worth of the Acquirer-2 as on November 30, 2023 is ₹ 7,11,03,352/- (Rupees Seven Crore Eleven Lakh Three Thousand Three hundred Fifty-Two Only) as certified vide certificate bearing UDIN 23104106BGWHYU6657 dated December 8, 2023 issued by CA Kedar Phatak (Membership No. 104106) partner of Khire Khandekar & Kirloskar, Chartered Accountants, FRN: 105148W, having its office at 1051, Madhavnagar Road, Sangli – 416416, Tel. no. (0233)2375883.

3. U G Patwardhan Services Private Limited ("Acquirer-3")

3.1. U G Patwardhan Services Private Limited is a private company incorporated on March 27, 2006, under the Companies Act, 1956, bearing corporate identification number: U00082PN2006PTC022227 and registered office located at Devibhavan Palace, Hirabaug, Miraj, Sangli-416410, Maharashtra, India. There has been no change in the name of Acquirer-3 since its incorporation.

3.2. Acquirer-3 is presently engaged in the business of real estate renting.

3.3. Acquirer does not belong to any group.

3.4. As of the date of this DPS, there are no directors representing Acquirer-3 on the board of the Target Company.

3.5. As of the date of this DPS, Acquirer does not have any relationship with or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction, as detailed in Section II (Background to the Offer), that has triggered this Open Offer.

3.6. Below are the details of persons who are promoters and shareholders of the Acquirer-3 as on the date of this DPS:

Sr. No.	Name	Status (Promoter/Shareholder)
1.	Gangadharrao Madhavrao Patwardhan	Promoter
2.	Umaraje Gangadharrao Patwardhan	Promoter

3.7. The securities of the Acquirer-3 is not listed on any stock exchange as on the date of this DPS.

3.8. Acquirer-3 is not connected with the Target Company, its directors or key employees as on the date of this DPS.

3.9. As of the date of this DPS, Acquirer is not prohibited by SEBI, from dealing in securities, in terms of directions issued by SEBI under Section 11B of the SEBI Act or any other regulations made under the SEBI Act.

3.10. The key financial information of Acquirer-3 as extracted from its audited financial statements as on and for the financial year ended on March 31, 2023; March 31 2022 and March 31, 2021 and for the stub-period ended November 30, 2023 as per the unaudited limited review financials, are set out as below:

Particulars	For the period ended November 30, 2023	Financial year ended March 31, 2023	Financial year ended March 31, 2022	Financial year ended March 31, 2021
	Un-Audited	Audited	Audited	Audited
Total Revenue	56,54,116.00	66,45,056.52	38,28,604.27	26,50,055.09
Net Income	10,09,717.00	(11,85,785.88)	(13,22,634.15)	(18,21,828.13)
Earnings per Share (₹ per share)	NA	NA	NA	NA
Net worth/ Shareholders' funds	(4,85,14510.00)	(1,14,12,538.05)	(1,02,26,752.17)	(89,04,118.02)

4. Ganesh Natarajan ("Acquirer-4")

4.1. Ganesh Natarajan is a son of Ganapati Iyer Natarajan and is an Indian resident, aged 67 years residing at Flat No. 201, 2nd Floor, 219 Boat Club, Boat Club Road, Sangamwadi, Pune, Maharashtra – 411001, Email ID: ganeshn@5fworld.com. He holds the degree in Mechanical Engineering from BIT Mesra, a post graduate degree in Industrial Engineering from NITIE Bombay and a Phd from IIT Bombay and has an experience of more than 40 years in the field of digital reengineering and information technologies.

4.2. Acquirer-4 does not hold any Equity Shares of the Target Company. Acquirer has not acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of PA i.e., January 22, 2024, and the date of this DPS.

4.3. Acquirer-4 does not belong to any group.

4.4. As of the date of this DPS, there are no directors representing Acquirer-4 on the board of the Target Company.

4.5. As of the date of this DPS, Acquirer-4 does not have any relationship with or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction, as detailed in Section II (Background to the Offer), that has triggered this Open Offer.

4.6. As of the date of this DPS, Acquirer-4 is not prohibited by SEBI, from dealing in securities, in terms of directions issued by SEBI under Section 11B of the SEBI Act or any other regulations made under the SEBI Act

5. Uma Ganesh Natarajan ("Acquirer-5")

5.1. Uma Ganesh Natarajan is a spouse of Acquirer-4 and is an Indian resident, aged 64 years residing at Flat No. 201, 2nd Floor, 219 Boat Club, Boat Club Road, Sangamwadi, Pune, Maharashtra – 411001, Email ID: umaganesh@gttconnect.com. She holds the degree in Economics from Madras University, MBA from Delhi University and Phd from IIT Bombay and has an experience of more than 40 years in the field of education technology and skill development.

5.2. Acquirer-5 does not hold any Equity Shares of the Target Company. Acquirer-5 has not acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of PA i.e., January 22, 2024, and the date of this DPS.

5.3. Acquirer-5 does not belong to any group.

5.4. As of the date of this DPS, there are no directors representing Acquirer-5 on the board of the Target Company.

5.5. As of the date of this DPS, Acquirer-5 does not have any relationship with or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction, as detailed in Section II (Background to the Offer), that has triggered this Open Offer.

5.6. As of the date of this DPS, Acquirer-5 is not prohibited by SEBI, from dealing in securities, in terms of directions issued by SEBI under Section 11B of the SEBI Act or any other regulations made under the SEBI Act

6. Manoj Manohar Panvelkar ("Acquirer-6")

6.1. Manoj Manohar Panvelkar is a son of Manohar Dwarkanath Panvelkar and is an Indian resident, aged 49 years presently residing at Flat No. 502, Building B2, Kumar Parisar, Near Gandhi Bhavan, Kothrud, Pune, 411029, Email ID: manoj@itariumtech.com. He holds the degree of Bachelor of Mechanical Engineering from MIT Pune and has an experience of more than 25 years in the field of information technology.

6.2. Acquirer-6 does not hold any Equity Shares of the Target Company. Acquirer-6 has not acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of PA i.e., January 22, 2024, and the date of this DPS.

6.3. Acquirer-6 does not belong to any group.

6.4. As of the date of this DPS, there are no directors representing Acquirer-6 on the board of the Target Company.

6.5. As of the date of this DPS, Acquirer-6 does not have any relationship with or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction, as detailed in Section II (Background to the Offer), that has triggered this Open Offer.

6.6. As of the date of this DPS, Acquirer-6 is not prohibited by SEBI, from dealing in securities, in terms of directions issued by SEBI under Section 11B of the SEBI Act or any other regulations made under the SEBI Act

6.7. The net worth of the Acquirer-6 as on January 13, 2024, is ₹ 2,95,04,142/- (Rupees Two Crore Ninety-Five Lakh Four Thousand One hundred Forty-Two Only) as certified vide certificate bearing UDIN: 24124031BKCJBW7993 dated January 15, 2024, issued by CA Neeren R. Ranadive (Membership No. 124031) proprietor of Neeren Ranadive And Associates, Chartered Accountants, FRN: 141857W, having its office at 790/53, Gurudatta Society, Lokmanyanagar, Navi Peth, Pune -411030, Tel. no. +91-9423076564, email ID: neerenr.associates@gmail.com.

7. Nitin Neminath Patil ("Acquirer-7")

7.1. Nitin Neminath Patil is a son of Padmavati Neminath Patil and is an Indian resident, aged 49 years residing at Flat No. 303, Amrutsiddhi Appartment, Navi Peth, Near Bhide Hospital, Laxmi Park Colony, Pune, 411030, Email ID: nitin@itariumtech.com. He holds the masters degree in Software Engineering from San Jose State University, California and has an experience of more than 28 years in the field of information technology.

7.2. Acquirer-7 does not hold any Equity Shares of the Target Company. Acquirer-7 has not acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of PA i.e., January 22, 2024, and the date of this DPS.

7.3. Acquirer-7 does not belong to any group.

7.4. As of the date of this DPS, there are no directors representing Acquirer-7 on the board of the Target Company.

7.5. As of the date of this DPS, Acquirer-7 does not have any relationship with or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction, as detailed in Section II (Background to the Offer), that has triggered this Open Offer.

7.6. As of the date of this DPS, Acquirer-7 is not prohibited by SEBI, from dealing in securities, in terms of directions issued by SEBI under Section 11B of the SEBI Act or any other regulations made under the SEBI Act

7.7. The net worth of the Acquirer-7 as on January 13, 2024, is ₹ 3,39,39,670/- (Rupees Three Crore thirty-Nine Lakh thirty-Nine Thousand Six hundred Seventy Only) as certified vide certificate bearing UDIN: 24124031BKCJBX6198 dated January 15, 2024, issued by CA Neeren R. Ranadive (Membership No. 124031) proprietor of Neeren Ranadive And Associates, Chartered Accountants, FRN: 141857W, having its office at 790/53, Gurudatta Society, Lokmanyanagar, Navi Peth, Pune -411030, Tel. no. +91-9423076564, email ID: neerenr.associates@gmail.com.

8. Basanta Kumar Swain ("Acquirer-8")

8.1. Basanta Kumar Swain is a son of Nrusingha Charan Swain and is an Indian resident, aged 72 years presently residing at Sikharpur, Uppar Sahi, Cuttack Sadar, Cuttack, College Square, Odisha – 753003, Email ID: basant.swain888@gmail.com. He holds the degree of Bachelor in Arts from Ravenshaw University, Cuttack and has an experience of more than 40 years in the field of engine design and manufacturing.

8.2. Acquirer-8 does not hold any Equity Shares of the Target Company. Acquirer-8 has not acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of PA i.e., January 22, 2024, and the date of this DPS.

8.3. Acquirer-8 does not belong to any group.

8.4. As of the date of this DPS, there are no directors representing Acquirer on the board of the Target Company.

8.5. As of the date of this DPS, Acquirer-8 does not have any relationship with or interest in the Target Company except for the Underlying Transaction, as detailed in Section II (Background to the Offer), that has triggered this Open Offer.

8.6. As of the date of this DPS, Acquirer-8 is not prohibited by SEBI, from dealing in securities, in terms of directions issued by SEBI under Section 11B of the SEBI Act or any other regulations made under the SEBI Act

8.7. The net worth of the Acquirer-8 as on January 17, 2024, is ₹ 1,90,30,000/- (Rupees One Crore Ninety Lakh Thirty Thousand Only) as certified vide certificate bearing UDIN: 24124031BKCJBZ8466 dated January 17, 2024, issued by CA Neeren R. Ranadive (Membership No. 124031) proprietor of Neeren Ranadive And Associates, Chartered Accountants, FRN: 141857W, having its office at 790/53, Gurudatta Society, Lokmanyanagar, Navi Peth, Pune -411030, Tel. no. +91-9423076564, email ID: neerenr.associates@gmail.com.

There are no other persons acting in concert with the Acquirers for the purpose of this Open Offer. While persons may be deemed to be acting in concert with the Acquirers and/or PAC, if any, in terms of Regulation 2(1)(q)(2) of the SEBI (SAST) Regulations ("**Deemed PACs**"), however, such Deemed PACs are not acting in concert with the Acquirers for the purposes of this Open Offer.

9. Information about the Selling Shareholders:

The details of the Selling Shareholders ("Sellers") are as under:

Sr. No.	Name	Part of Promoter Group (Yes/No)	Address	Nature of Entity	Details of Shares/ Voting Rights held by the Sellers			
					Pre-Transaction		Post-Transaction	
					No. of Shares	%*	No. of Shares	%
1.	Pradeep Kumar Daga	Yes	33, Brabourne Road, 2nd Floor, Kolkata, West Bengal - 700001 India	Individual	11,77,011	22.63	Nil	Nil
2.	Vinita Daga	Yes		Individual	11,83,260	22.76	Nil	Nil
					23,60,271	**45.39**	**Nil**	**Nil**

**Calculated basis total number of Equity Shares as on December 31, 2023*

9.1. As on the date of this DPS, the Selling Shareholders have confirmed that they have not been prohibited by SEBI from dealing in securities pursuant to the terms of any directions issued under Section 11B of the SEBI Act, 1992 and subsequent amendments thereto or under any other regulations made there under.

9.2. As on the date of this DPS, the Selling Shareholders confirms that they have been not categorized as a willful defaulter by any bank or financial institution or consortium thereof, in accordance with the guidelines on willful defaulters issued by the RBI, in terms of Regulation 2(1) (ze) of the SEBI (SAST) Regulations.

9.3. As on the date of this DPS, the Selling Shareholders confirms that they have not been declared as a fugitive economic offender under section of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.

9.4. The Selling Shareholders are not related to the Acquirers in any manner.

9.5. The Selling Shareholders does not belong to any group.

10. Information about the Target Company

10.1. The Target Company was incorporated on September 17, 1986 as Cinerad Communications Private Limited under the provisions of the Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation issued by Registrar of Companies, Bombay. Subsequently, pursuant to conversion of the company to public limited company, the name of the Company was changed to Cinerad Communications Limited vide fresh certificate of incorporation dated November 01, 1994, issued by Registrar of Companies, Bombay. The Corporate Identification Number of the Target Company is L92100WB1986PLC218825. There has been no change in the name of Target Company in the last three years.

10.2. The registered office of the Target Company is situated at Subol Dutt Building 13, Brabourne Road, Mezzanine Floor, Kolkata- 700001, West Bengal, India. Tel. No.: 03322315686, Email id: cinerad@responce.in, website: cineradcommunications.com.

10.3. The Target Company is presently engaged in the business of film Production, distribution & exhibition.

10.4. The equity shares of the Target Company are presently listed on BSE with (Security Symbol: CINERAD, Security Code: 530457). The ISIN of the equity shares is INE959B01017.

10.5. The authorized share capital of the Target Company is ₹ 15,00,00,000 (Rupees Fifteen Crores Only) comprising of 1,50,00,000 (One Crore Fifty Lakhs) Equity Shares of the face value of ₹ 10/- each. The issued, subscribed, paid up and voting equity share capital of the Target Company is ₹ 5,20,00,000 (Rupees Five Crore Twenty Lakhs Only) comprising 52,00,000 Equity Shares of face value of ₹ 10/- each.

10.6. As per the shareholding pattern filed by the Target Company with the BSE for the quarter ended December 31, 2023, the Target Company has disclosed that: (i) there are no partly paid up equity shares; (ii) it has not issued any convertible securities; (iii) it has not issued any warrants; (iv) there are no locked in equity shares of the Target Company, and (v) there are no equity shares held by promoters which are pledged or otherwise encumbered.

10.7. The Equity Shares of the Target Company are infrequently traded on BSE within the meaning of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.

10.8. The key financial information of the Target Company as extracted from its respective audited consolidated financial statements as of and for the financial years ended on March 31, 2023, March 31, 2022, and March 31, 2021 and unaudited limited review financial statements for the six months ended September 30, 2023.

(₹ in Thousands)

Particulars	For the period ended September 30, 2023	Financial year ended March 31, 2023	Financial year ended March 31, 2022	Financial year ended March 31, 2021
	Un-Audited	Audited	Audited	Audited
Total Revenue	340.70	496.19	569.73	767.60
Net Income	(537.80)	(1,003.58)	(786.71)	(539.45)
Earnings per Share (₹ per share)	(0.103)	(0.19)	(0.15)	(0.10)
Net worth/ Shareholders' funds	10,713.30	11,251.09	12,254.67	13,041.38

The financial information of the Target Company is extracted from the audited financial statements filed with the BSE Limited and available on www.bseindia.com as per Regulation 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

11. Details of the Offer

11.1. The board of directors of the Target Company, at its meeting held on January 22, 2024, approved the following:

11.1.1. Execution of the Share Purchase Agreement ("**SPA**") amongst the Acquirers, Sellers and the Target Company for the acquisition of 23,60,271 Equity Shares representing 12.32% of the Emerging Voting Capital of the Target Company ("**Sale Shares**") at a price of ₹ 8.50 (Rupees Eight and Paisa Fifty Only) per Equity Share for a total consideration of 2,00,62,304 (Rupees Two Crore Sixty-Two Thousand Three Hundred Four Only) (rounded-off to nearest rupee) by the Acquirers, subject to the terms and conditions as set out in SPA; and

11.1.2. Execution of the Share Purchase Agreement dated January 22, 2024 entered amongst the Acquirer No. 4, Acquirer No. 5, Global Talent Track Private Limited ("**GTT**") and the Target Company for issue and allotment of up to 62,37,215 (Sixty Two Lakhs Thirty Seven Thousand Two Hundred Fifteen) Equity Shares of the Target Company representing 32.55% (Thirty Two point Fifty Five) percent of the Emerging Voting Capital, at a price of ₹10/- (Indian Rupees Ten) per Equity Share of the Target Company determined in terms of the valuation report dated January 22, 2024 issued by Mayur Popat, Registered Valuer – Securities and Financial Assets, Registration No. IBBI/RV/06/2019/11173 for discharging the obligation of the Target Company in relation to acquisition of 3,78,013 (Three Lakhs Seventy Eight Thousand Thirteen) of GTT, which represents 60.00% (Sixty) percent of GTT's total equity share capital as on the date of share purchase agreement, at the equity value of ₹165/- (Indian Rupees Sixty Five) per equity share of the GTT determined in terms of the valuation report dated January 22, 2024 issued by Mayur Popat, Registered Valuer – Securities and Financial Assets, Registration No. IBBI/RV/06/2019/11173.

11.1.3. A share purchase agreement dated January 22, 2024 entered amongst the Acquirer No. 6, Acquirer No. 7, Acquirer No. 8, Itarium Technologies India Private Limited ("**Itarium**") and the Target Company pursuant to which the Acquirer No. 6, Acquirer No. 7, Acquirer No. 8 will be allotted upto 49,24,700 (Forty Nine Lakhs Twenty Four Thousand Seven Hundred) Equity Shares of the Target which represents 25.70% (Twenty Five point Seventy) percent of the Emerging Voting Capital, at a price of ₹10/- (Indian Rupees Ten) per Equity Share of the Target Company determined in terms of the valuation report dated January 22, 2024 issued by Mayur Popat, Registered Valuer – Securities and Financial Assets, Registration No. IBBI/RV/06/2019/11173 for discharging the obligation of the Target Company in relation to acquisition of 55,00 (Five Thousand Five Hundred) of Itarium, which represents 55.00% (Fifty Five) percent of Itarium's total equity share capital as on the date of share purchase agreement, at the equity value of ₹ 8,954/- (Indian Rupees Eight Thousand Nine Hundred Fifty Four) per equity share of the Itarium's determined in terms of the valuation report dated January 22, 2024 issued by Mayur Popat, Registered Valuer – Securities and Financial Assets, Registration No. IBBI/RV/06/2019/11173.

Hereinafter referred to as **"Underlying Transaction"**.

11.2. This Open Offer is a mandatory open offer made in compliance with Regulations 3(1) and Regulation 4 of the SEBI SAST Regulations, triggered upon execution of the aforesaid Transaction Documents.

11.3. This open offer is made by Acquirers for acquisition of 49,82,098 (Forty-Nine Lakhs Eighty-Two Thousand Ninety-Eight) Equity Shares ("**Offer Shares**") representing 26.00% of the Emerging Voting Capital of the Target Company at a price of ₹ 10/- (Rupees Ten Only) per Equity Share ("**Offer Price**") from the Public Shareholders of the Target Company, aggregating to a total consideration of ₹ 4,98,20,980/- (Rupees Four Crore Ninety-Eight Lakhs Twenty Thousand Nine Hundred Eighty Only) (assuming full acceptance) ("**Offer Size**"), payable in cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations.

11.4. Post completion of the Underlying Transaction, the Acquirers will collectively hold 70.57% shareholding of the Emerging Voting Capital of the Target Company and shall be classified as a promoters of the Target Company and the existing promoters will cease to be the member of the promoter and promoter group of the Target Company in terms of SEBI SAST Regulations and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("**SEBI (LODR) Regulations**").

11.5. As of the date of this DPS, the Emerging Voting Capital is as follows:

Particulars	Number of shares	% of Expanded Voting Share Capital
Fully paid-up Equity Shares as on date	52,00,000	27.14%
Equity shares proposed to be allotted pursuant to the preferential issue approved by the board of the Target Company on January 22, 2024.	1,39,61,915	72.86%
Emerging Voting Capital	**1,91,61,915**	**100%**

11.6. The Public Shareholders who tender their equity shares in this Open Offer shall ensure that the equity shares are clear from all liens, charges and encumbrances. The Offer Shares will be acquired, subject to such Offer Shares being validly tendered in this Open Offer, together with all the rights attached thereto, including all the rights to dividends, bonuses and right offers declared thereof and in accordance with the terms and conditions set forth in the Public Announcement, this Detailed Public Statement and as will be set out in the Letter of Offer, and the tendering Public Shareholders shall have obtained all necessary consents required by them to tender the Offer Shares.

11.7. All Public Shareholders (including resident or non-resident shareholders) must obtain all requisite approvals required, if any, to tender the Offer Shares (including without limitation, the approval from the Reserve Bank of India ("**RBI**"), if any, held by them, in the Offer and submit such approvals, along with the other documents required to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirers reserve the right to reject such equity shares tendered in this Offer. Further, if the Public Shareholders who are not persons resident in India had required any approvals (including from the RBI, or any other regulatory body) in respect of the equity shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the equity shares, to tender the Offer Shares held by them, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirers reserve the right to reject such Offer Shares.

11.8. This Open Offer is not conditional on any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI (SAST) Regulations.

11.9. This is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations.

11.10. This Offer is not pursuant to any global acquisition resulting in indirect acquisition of Equity Shares of the Target Company.

11.11. The Acquirers intends to retain the listing status of the Target Company and no delisting offer is proposed to be made.

11.12. Where any statutory or other approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirers shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory or other approvals are required in order to complete this Open Offer.

11.13. To the best of the knowledge and belief of the Acquirers, there are no statutory and other approvals required to be obtained to complete the Underlying Transactions contemplated under the Transaction Documents or to complete this Open Offer other than as indicated in Part VI (Statutory and Other Approvals) below.

11.14. In terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, in the event that, for reasons outside the reasonable control of the Acquirers, the conditions specified in Transaction Documents as set out in Part II (Background of the Offer) or approvals specified in this DPS as set out in Part VI (Statutory and Other Approvals) below or those which become applicable prior to completion of the Open Offer are not received, then the Acquirers shall have the right to withdraw the Open Offer. In the event of such a withdrawal of the Open Offer, the Acquirers (through the Manager) shall, within 2 working days of such withdrawal, make an announcement of such withdrawal stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI SAST Regulations.

11.15. As on the date of this DPS, the Acquirers does not have any plans to dispose-off or otherwise encumber any significant assets of the Target Company for the next 2 (two) years from the date of closure of the Open Offer, except in the ordinary course of business of the Target Company and except to the extent required for the purpose of restructuring and/or rationalization of the business, assets, investments, liabilities or otherwise of the Target Company. In the event any substantial asset of the Target Company is to be sold, disposed-off or otherwise encumbered other than in the ordinary course of business, the Acquirers undertakes that they shall do so only upon the receipt of the prior approval of the shareholders of the Target Company, by way of a special resolution passed by postal ballot, in terms of Regulation 25(2) of SEBI (SAST) Regulations and subject to the provisions of applicable law as may be required.

11.16. Upon completion of the Offer, assuming full acceptances in the offer, the Acquirers will hold 1,85,04,284 (One Crore Eighty-Five Lakh Four Thousand Two hundred eighty-Four) Equity Shares representing 96.57% of the Emerging Voting Capital of the Target Company as on the tenth working day after the closure of the Tendering Period.

11.17. In terms of Regulation 22(2) the Acquirers shall deposit 100% of escrow amount as required under Regulation 17 in the escrow account and take control of the Target Company after expiry of 21 (Twenty-One) working days from the date of this Detailed Public Statement.

11.18. As per Regulation 38A of the SEBI (LODR) Regulations read with Rules 19(2) and 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**"), the Target Company is required to maintain at least 25.00% public shareholding as determined in accordance with SCRR, on a continuous basis for listing. However, pursuant to completion of this Open Offer and the Underlying Transaction contemplated in the SPAs, the public shareholding in the Target Company may fall below the minimum public shareholding ("**MPS**") requirement as per Rule 19A of SCRR read with SEBI (LODR) Regulations. In such an event, Acquirers will sell such number of Equity Shares to comply with the above requirements within the time permitted under the SCRR.

11.19. The Acquirers shall not be eligible to make a voluntary delisting offer under the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, unless a period of twelve months has elapsed from the date of completion of the Offer period as per regulation 7(5) of SEBI (SAST) Regulations.

11.20. The Manager to the Offer, does not hold any Equity Shares in the Target Company as on the date of this DPS. The Manager to the Offer further declares and undertakes not to deal on its own account in the Equity Shares of the Target Company during the Offer Period.

II. BACKGROUND TO THE OFFER:

1. Acquirers, Sellers, Target Company and existing promoters of the Target Company have entered into a SPAs dated January 22, 2024 pursuant to which the Acquirers have agreed to acquire Sale Shares from the Sellers, and the Target Company has agreed to issue and allot Subscription Shares to the Acquirers, subject to, inter alia, receipt of shareholders' approval and receipt of other statutory/regulatory approval, as may be required, and fulfilment of certain other conditions precedent.

2. As a consequence of the execution of the SPAs, this Open Offer is a mandatory offer being made by the Acquirers in compliance with Regulations 3(1) and 4 of SEBI (SAST) Regulations. The Offer Price will be payable in cash by the Acquirers in accordance with the provisions of Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations.

3. The salient features of the SPAs are as follows:

3.1. Share purchase agreement entered into by the Target Company and others in relation to sale of the equity shares of the Target Company held by the promoters of the Company viz. Pradeep Daga and Vinita Daga (collectively referred to as "Existing Promoters" or "Sellers"):

The Target Company, Pradeep Daga and Vinita Daga ("**Existing Promoters**"), Pankaj Ramesh Samani ("**Acquirer No. 1**"), Kaushal Uttam Shah ("**Acquirer No. 2**") Ugpatwardhan Services Private Limited ("**Acquirer No. 3**"), Ganesh Natarajan ("**Acquirer No. 4**"), Uma Ganesh Natarajan ("**Acquirer No. 5**"), Manoj Manohar Panvelkar ("**Acquirer No. 6**"), Nitin Neminath Patil ("**Acquirer No. 7**") and Basanta Kumar Swain ("**Acquirer No. 8**") (all acquirers are collectively referred to as "**Acquirers**") have entered into a Share Purchase Agreement dated January 22, 2024 ("**Promoter's SPA**") for acquisition of 23,60,271 (Twenty Three Lakhs Sixty Thousand Two Hundred Seventy One) equity shares of the Target Company which represents 45.39% (Forty Five point Thirty Nine) percent of the total paid-up equity share capital of the Target Company, from the Sellers by the Acquirers for a cash consideration of ₹8.50/- (Indian Rupees Eight point Fifty paisa) per equity share of the Target Company which aggregates to ₹2,00,62,304 (Indian Rupees Two Crores Sixty Two Thousand Three Hundred Four) (rounded-up to nearest rupee), subject to customary conditions precedent stated in the Promoter's SPA and subject to requisite approval including from Securities and Exchange Board of India. Subject to consummation of the Promoter's SPA and other regulatory requirements, the Acquirers shall acquire control over the Target Company and shall be classified as a promoters of the Target Company and accordingly, the Existing Promoters shall cease to be the promoters of Target Company in accordance with the applicable provisions of SEBI LODR Regulations and Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("**SEBI SAST Regulations**").

Below is the table summarizing the details of sale and acquisition of equity shares of the Target Company:

(Rounded-up nearest ₹)

Sr. No.	Sellers	Acquirers	Equity Shares	Consideration (In ₹)
1.	Pradeep Daga	Pankaj Ramesh Samani	6,16,740	52,42,290
2.	Pradeep Daga	Kaushal Uttam Shah	5,59,771	47,58,054
3.	Pradeep Daga	Ganesh Natarajan	100	850
4.	Pradeep Daga	Uma Ganesh Natarajan	100	850
5.	Pradeep Daga	Manoj Manohar Panvelkar	100	850
6.	Pradeep Daga	Nitin Neminath Patil	100	850
7.	Pradeep Daga	Basanta Kumar Swain	100	850
8.	Vinita Daga	Pankaj Ramesh Samani	2,83,260	24,07,710
9.	Vinita Daga	Ugpatwardhan Services Private Limited	9,00,000	76,50,000
Total			**23,60,271**	**2,00,62,304**

(Continued next page...)

(Continued from previous page...)

Key salient features of Promoter's SPA:

1. The intention to acquire equity shares of the Sellers by the Acquirers has triggered the obligation to give open offer by the Acquirers.
2. The Acquirers post acquisition shall become the promoters of the Target Company and will have full control and management rights in relation to operating of the Target Company.
3. The Acquirers shall have right to appoint its nominee directors of the board of the Target Company in accordance with the terms of the SEBI SAST Regulations.
4. The consummation of the equity shares is expected to be completed on or before September 30, 2024.
5. The consummation of acquisition under the Promoter's SPA is subject to customary condition precedents and requisite approval including approval of Securities and Exchange Board of India.

3.2. Share purchase agreement entered into by the Target Company and others in relation to purchase of the equity shares of the Global Talent Track Private Limited ("GTT") by the Company under the share swap arrangement:

The Target Company, GTT, Ganesh Natarajan (**"Selling Shareholder of GTT No. 1"**) and Uma Ganesh Natarajan (**"Selling Shareholder of GTT No. 2"**) (Selling Shareholder of GTT No. 1 and Selling Shareholder of GTT No. 2 are collectively referred to as **"Selling Shareholders of GTT"**) have entered into a Share Purchase Agreement dated January 22, 2024 (**"GTT's SPA"**) for acquisition of 3,78,013 (Three Lakhs Seventy Eight Thousand Thirteen) (rounded-up to nearest number) equity shares of the GTT which represents 60.00% (Sixty) percent of the total paid-up equity share capital of the GTT, from the Selling Shareholders of GTT by the Company at ₹165/- (Indian Rupees One Hundred and Sixty Five) per equity share of the GTT which aggregates to ₹6,23,72,150/- (Indian Rupees Six Crores Twenty Three Lakhs Seventy Two Thousand One Hundred Fifty) (**"GTT's Sale Shares Equity Value"**), which shall be discharged by the Company by way of issuance of upto 62,37,215 (Sixty Two Lakhs Thirty Seven Thousand Two Hundred Fifteen) shares at a per share price of ₹10 (Indian Rupees Ten) to the Selling Shareholders of GTT on preferential basis in terms of Chapter V of SEBI ICDR Regulations, subject to customary conditions precedent stated in GTT's SPA and subject to requisite approval including from shareholders of the Company and BSE.

Below is the table summarizing the details of sale and acquisition of equity shares of GTT and equity shares proposed to be issued by the Company to the shareholders of GTT:

(Rounded-up to nearest number)

Sr. No.	Selling Shareholders of GGT	No. of equity shares of GTT to be sold/transferred	No. of equity shares of Company to be issued under swap arrangement
1.	Ganesh Natarajan	75,890	12,52,185
2.	Uma Ganesh Natarajan	3,02,123	49,85,030
Total		**3,78,013**	**62,37,215**

Key salient features of GTT's SPA:

1. The intention of the Selling Shareholders of GTT to subscribe to the equity shares of the Target Company under swap arrangement as envisaged in GTT's SPA along with acquisition of equity shares under the Promoter's SPA has triggered the obligation to give open offer by the Acquirers.
2. Post acquisition of GTT's equity shares by the Target Company the GTT will become subsidiary of the Target Company.
3. The Target Company has the right and obligation to acquire the reaming equity shares of GTT viz. 2,52,008 (Two Lakhs Fifty Two Thousand Eight) representing 40.00% (Forty) percent of the total paid-up equity share capital of GTT from the Selling Shareholders of GTT for cash consideration on or before March 31, 2025.
4. The Acquirers shall have right to appoint its nominee directors of the board of the GTT.
5. The consummation of the equity shares is expected to be completed on or before September 30, 2024.
6. The consummation of acquisition under the GTT's SPA and allotment of equity shares of the Target Company to the Selling Shareholders of GTT is subject to customary condition precedents and requisite approval including approval of shareholders of the Target Company, BSE and Securities and Exchange Board of India.

3.3. Share purchase agreement entered into by the Company and others in relation to purchase of the equity shares of Itarium Technologies India Private Limited ("Itarium") by the Company under the share swap arrangement:

The Company, Itarium, Manoj Manohar Panvelkar (**"Selling Shareholder of Itarium No. 1"**), Nitin Neminath Patil (**"Selling Shareholder of Itarium No. 2"**) and Basanta Kumar Swain (**"Selling Shareholder of Itarium No. 3"**) (Selling Shareholder of Itarium No. 1, Selling Shareholder of Itarium No. 2 and Selling Shareholder of Itarium No. 3 are collectively referred to as **"Selling Shareholders of Itarium"**) have entered into a Share Purchase Agreement dated January 22, 2024 (**"Itarium's SPA"**) for acquisition of 5,500 (Five Thousand Five Hundred) equity shares of Itarium which represents 55.00% (Fifty Five) percent of the total paid-up equity share capital of Itarium, from the Selling Shareholders of Itarium by the Company at ₹8,954/- (Indian Rupees Eight Thousand Nine Hundred Fifty Four) per equity share of Itarium which aggregates to ₹4,92,47,000/- (Indian Rupees Four Crores Ninety Two Lakhs Forty Seven Thousand) (**"Itarium's Sale Shares Equity Value"**), which shall be discharged by the Company by way of issuance of upto 49,24,700 (Forty Nine Lakhs Twenty Four Thousand Seven Hundred) shares at a per share price of ₹10 (Indian Rupees Ten) to the Selling Shareholders of Itarium on preferential basis in terms of Chapter V of SEBI (ICDR) Regulations, subject to customary conditions precedent stated in Itarium's SPA and subject to requisite approval including from shareholders of the Company and BSE. The Company has the right and obligation to acquire the reaming equity shares of Itarium viz. 4500 (Four Thousand Five Hundred) representing 45.00% (Forty Five) percent of the total paid-up equity share capital of Itarium from the Selling Shareholders of Itarium for cash consideration on or before October 31, 2024.

Below is the table summarizing the details of sale and acquisition of equity shares of Itarium and equity shares proposed to be issued by the Company to the Selling Shareholders of Itarium:

Sr. No.	Selling Shareholders of Itarium	No. of equity shares of Itarium to be sold/ transferred	No. of equity shares of Company to be issued under swap arrangement
1.	Manoj Manohar Panvelkar	1,925	17,23,645
2.	Nitin Neminath Patil	1,925	17,23,645
3.	Basanta Kumar Swain	1,650	14,77,410
Total		**5,500**	**49,24,700**

Key salient features of Itarium's SPA:

1. The intention of the Selling Shareholders of Itarium to subscribe to the equity shares of the Target Company under swap arrangement as envisaged in Itarium's SPA along with acquisition of equity shares under the Promoter's SPA has triggered the obligation to give open offer by the Acquirers.
2. Post acquisition of Itarium's equity shares by the Target Company the Itarium will become subsidiary of the Target Company.
3. The Company has the right and obligation to acquire the reaming equity shares of Itarium viz. 4500 (Four Thousand Five Hundred) representing 45.00% (Forty Five) percent of the total paid-up equity share capital of Itarium from the Selling Shareholders of Itarium for cash consideration on or before October 31, 2024.
4. The Acquirers shall have right to appoint its nominee directors of the board of the Itarium.
5. The consummation of the equity shares is expected to be completed on or before September 30, 2024.
6. The consummation of acquisition under the Itarium's SPA and allotment of equity shares of the Target Company to the Selling Shareholders of Itarium is subject to customary condition precedents and requisite approval including approval of shareholders of the Target Company, BSE and Securities and Exchange Board of India.

3.4. The consummation of the above transaction is subject to the fulfilment of the conditions precedent, as specified under the respective share purchase agreements, including the following key conditions precedent: a) receipt of approval from the shareholders of the Target Company, b) receipt of In-Principle approval from the Stock Exchanges, c) the allotment of the Subscription Shares will be undertaken within the timelines prescribed under the SEBI (ICDR) Regulations, d) allotment of Equity Shares to the Acquirers pursuant to the Preferential Allotment shall be kept into a demat escrow account in compliance with Regulation 22(2A) of the SEBI (SAST) Regulations, e) obtain a no objection certificate from the lenders of the Company in respect of the Underlying Transaction, if applicable, f) the sale and purchase of the Sale Shares shall be subject to compliance with the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.

3.5. The sale and purchase of the Sale Shares shall be undertaken by each of the Sellers and the Acquirers, as an off-market transaction and not through the trading and settlement mechanism of the Stock Exchanges.

3.6. Each Seller shall: (a) deliver to its respective Depository Participant, duly executed DP Instructions for the transfer of the respective portion of the Sale Shares to the Acquirers Demat Account; (b) provide a copy of such DP Instructions to the Acquirers.

3.7. The Company shall take all actions as required under the SEBI (LODR) Regulations for classification of Acquirers as 'Promoter' of the Target Company.

4. The prime objective of the Acquirers for the acquisition of Equity Shares is to have substantial holding of Equity Shares and voting rights of the Target Company. Following the completion of the Open Offer, the Acquirer intends to take the control and management of the Target Company for diversifying the business of the Target Company. The Acquirer will continue the existing lines of business of the Target Company and may diversify its business activities in future into alternate or complimentary lines of business as deliberated by the Board of the Target Company and in compliance with applicable laws and regulations as well as with the prior approval of shareholders, as applicable.

5. Post completion of the aforesaid transactions and the consequent Open Offer, the Acquirers shall be classified as promoters of the Target Company and the existing promoter will cease to be the promoters of the Target Company in accordance with SEBI (SAST) Regulations and SEBI (LODR) Regulations.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS:

Details	Acquirer-1		Acquirer-2		Acquirer-3		Acquirer-4	
	No.	%(1)	No.	%(1)	No.	%(1)	No.	%(1)
Equity Shareholding as on the PA date(2)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Equity Shares agreed to be acquired under SSA(3)	9,00,000	4.70	5,59,771	2.92	9,00,000	4.70	49,85,130	26.02
Equity Shares acquired between the PA date and the DPS date	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Equity Shares to be acquired in the open offer	42,07,098	21.96	3,00,000	1.57	4,75,000	2.48	NA	NA
Post Offer Shareholding *(On diluted basis, as on 10th working day after closing of tendering period)*	51,07,098	26.65	8,59,771	4.49	13,75,000	7.18	49,85,130	26.01

Details	Acquirer-5		Acquirer-6		Acquirer-7		Acquirer-8	
	No.	%(1)	No.	%(1)	No.	%(1)	No.	%(1)
Equity Shareholding as on the PA date(2)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Equity Shares agreed to be acquired under SSA(3)	12,52,285	6.54	17,23,745	9.00	17,23,745	9.00	14,77,510	7.71
Equity Shares acquired between the PA date and the DPS date	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Equity Shares to be acquired in the open offer	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Post Offer Shareholding *(On diluted basis, as on 10th working day after closing of tendering period)*	12,52,285	6.53	17,23,745	9.00	17,23,745	9.00	14,77,510	7.71

1. As a percentage of the Emerging Voting Capital.
2. The Acquirers do not hold any Equity Shares of the Target Company as on the date of this DPS.
3. Pursuant to the said SPAs, 23,60,271 Equity Shares representing 12.32% of the Emerging Voting Capital shall be transferred from the Sellers to the Acquirers. Further, Pursuant to SPAs, the board of directors in their meeting held on January 22. 2024, has resolved to issue and allot 1,11,61,915 Equity Shares representing 58% of the Emerging Voting Capital to the Acquirers. Hence, total Equity Shares to be acquired by the Acquirers pursuant to Underlying Transaction shall be 1,35,22,186 Equity Shares representing 70.57% of the Emerging Voting Capital.

IV. OFFER PRICE:

1. The equity shares of the Target Company are listed on BSE.
2. The trading turnover in the Equity Shares of the Target Company on BSE based on trading volume during the twelve calendar months prior to the month in which PA was made i.e. January 01, 2023, to December 31, 2023, is as set out below:

Stock Exchange	Total no. of Equity Shares traded during the twelve calendar months prior to the month of PA	Weighted average no. of total Equity Shares	Trading turnover (as % of total Equity Shares listed)
BSE Limited	4,37,875	52,00,000	8.42%

*(**Source:** www.bseindia.com)*

3. Based on the above information, the equity shares of the Target Company are infrequently traded on BSE in accordance with Regulation 2(1)(j) of the SEBI SAST Regulations.
4. The Offer Price of ₹ 10/- (Rupees Thirty-Five Only) per Equity Share is justified in terms of Regulations 8(1) and 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, being the highest of the following:

Sr. No.	Particulars	Price (In ₹ per Equity Share)
A	The highest negotiated price per share of the target company for any acquisition under the agreement attracting the obligation to make a public announcement of an open offer;	10/-
B	The volume-weighted average price paid or payable for acquisitions, whether by the acquirers or by any person acting in concert with him, during the fifty-two weeks immediately preceding the date of the public announcement;	Not Applicable
C	The highest price paid or payable for any acquisition, whether by the acquirers or by any person acting in concert with him, during the twenty-six weeks immediately preceding the date of the public announcement;	Not Applicable
D	The volume-weighted average market price of such shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the public announcement as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded during such period, provided such shares are frequently traded:	Not Applicable(1)
E	Where the shares are not frequently traded, the price determined by the acquirers and the manager to the open offer taking into account valuation parameters including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies;	8.72
F	the per share value computed under sub-regulation (5), if applicable	Not Applicable(2)

(1) Not applicable as the Equity Shares are infrequently traded.
(2) Not applicable since the acquisition is not an indirect acquisition.

5. The Fair value of Equity Shares of the Target Company is ₹ 8.72 per Equity Share (Rupees Eight and Paisa Seventy-Two Only) as certified by Mayur Popat, Registered Valuer – Securities and Financial Assets, Registration No. IBBI/RV/006/2019/11173, having its office at 425, Lotus Elite, Besides Osia Hypermarket, Gotri Sevasi Road, Vadodara – 390020, Gujarat. Tel. no. +91-265 3570322, email ID: mayurpopat@jnmaandco.com vide their certificate dated January 22, 2024.
6. In view of the parameters considered and presented in the aforesaid table, the minimum offer price per equity share under Regulation 8 of the SEBI SAST Regulations the highest of item numbers A to F above i.e., ₹10/- per equity share. Accordingly, the Offer Price of ₹ 10/- (Rupees Ten Only) is justified in terms of the SEBI SAST Regulations.
7. Since the date of the PA and as on the date of this DPS, there have been no corporate actions in the Target Company warranting adjustment of relevant price parameters under Regulation 8 of the SEBI SAST Regulations. The Offer Price may be adjusted in the event of any corporate actions like bonus, rights issue, stock split, consolidation, etc. where the record date for effecting such corporate actions falls prior to 3 Working Days before the commencement of the Tendering Period of the Offer, in accordance with Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations.
8. In the event of further acquisition of Equity Shares of the Target Company by the Acquirers during the Offer period, whether by subscription or purchase, at a price higher than the Offer Price, then the Offer Price will be revised upwards to be equal to or more than the highest price paid for such acquisition in terms of Regulation 8(8) of the SEBI (SAST) Regulations. However, Acquirers shall not acquire any Equity Shares of the Target Company after the third Working Day prior to the commencement of the Tendering Period and until the expiry of the Tendering Period.
9. If the Acquirers acquire Equity Shares of the Target Company during the period of twenty-six weeks after the tendering period at a price higher than the Offer Price, then the Acquirers shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all Public Shareholders whose Equity Shares have been accepted in the Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under another open offer under the SEBI (SAST) Regulations, or pursuant to Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, or open market purchases made in the ordinary course on the Stock Exchanges, not being negotiated acquisition of Equity Shares of the Target Company in any form.
10. The Acquirers is permitted to revise the Offer Price upward at any time up to one Working Day prior to the commencement of the Tendering Period of this Offer in accordance with Regulation 18(4) of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of such upward revision in the Offer Price, the Acquirers shall make further deposits into the Escrow Account, make a public announcement in the same newspapers where the original Detailed Public Statement has been published and simultaneously inform SEBI, BSE and Target Company at its registered office of such revision.
11. As on date, there is no revision in Offer Price or Offer Size. In case of any revision in the Offer Price or Offer Size, the Acquirers shall comply with Regulation 18 of SEBI SAST Regulations and all other applicable provisions of SEBI SAST Regulations which are required to be fulfilled for the said revision in the Offer Price or Offer Size.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS:

1. The total funding requirements for this Offer is ₹ 4,98,20,980/- (Rupees Four Crore Ninety-Eight Lakhs Twenty Thousand Nine Hundred Eighty Only) , assuming full acceptance of the Offer i.e., Maximum Open Offer Consideration.
2. In accordance with Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has opened an escrow account under the name and style of "Cinerad Communications Ltd. - Open Offer Escrow Account" ("Escrow Account") with "Kotak Mahindra Bank Limited", ("Escrow Banker") pursuant to an escrow agreement dated January 22, 2024 ("Escrow Agreement"). In accordance with the Regulation 17(3)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has made therein a cash deposit of ₹ 1,25,00,000 (Rupees One Crore Twenty-Five Lakh Only) in the Escrow Account, which is more than 25% of the total consideration payable in the Offer, assuming full acceptance. In terms of the Escrow Agreement, the Manager to the Offer has been authorized by the Acquirer to operate the Escrow Account in accordance with the SEBI (SAST) Regulations. The cash deposit has been confirmed by the Escrow Banker by way of a confirmation letter dated January 29, 2024.
3. The Acquirers has duly authorized the Manager to the Offer to operate and realize the value of the Escrow Account in terms of the SEBI SAST Regulations.
4. The Acquirers has confirmed that it has adequate financial resources to meet the obligations under the Open Offer and has made firm financial arrangements for fulfilling the payment obligations under this Open Offer in terms of Regulation 25(1) of the SEBI SAST Regulations and the Acquirers are able to implement this Open Offer.
5. After considering the aforementioned, CA A. S. Manglani, proprietor of Ajay Manglani & Associates, Chartered Accountants, FRN: 156491W, having its office at Shiv Shankar Niwas, Londhe Colony, Miraj - 416410, India. Tel. no. 7720018887, email id: caajaymanglani3@gmail.com, by their certificate dated January 29, 2024 bearing UDIN 24607434BKAJPM2509 have certified that the Acquirers, have made firm financial arrangements to meet their financial obligations under the Open Offer.
6. Based on the above, the Manager to the Offer is satisfied about the ability of the Acquirers to implement the Offer in accordance with the SEBI (SAST) Regulations. The Manager to the Offer confirms that firm arrangement for the funds and money for payment through verifiable means are in place to fulfill the obligation under the Open Offer.
7. In case of upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size, the Acquirers shall deposit additional appropriate amount into an Escrow Account to ensure compliance with Regulation 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations, prior to effecting such revision.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS:

1. As of the date of DPS, to the best of the knowledge of the Acquirers, there are no statutory approvals required by the Acquirers to complete the Underlying Transaction and this Open Offer, except for the approval of shareholders of the Target Company for the proposed preferential issue and receipt of in-principle approval from the BSE. If any other statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory approvals.
2. Non-resident equity shareholders who wish to tender their equity shares in the Target Company in this Offer will be required to submit all the applicable RBI approvals that they would have obtained for acquiring the Equity Shares of the Target Company. In the event such RBI approvals are not submitted, the Acquirers reserves the sole right to reject the Equity Shares tendered in the Offer.
3. In terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, in the event that the approvals specified in this DPS or those which become applicable prior to completion of the Open Offer are not received, for reasons outside the reasonable control of the Acquirers, then the Acquirers shall have the right to withdraw the Open Offer. In the event of such a withdrawal of the Open Offer, the Acquirers (through the Manager) shall, within 2 Working Days of such withdrawal, make an announcement of such withdrawal stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations.
4. Subject to the receipt of the statutory and other approvals, if any, the Acquirers shall complete payment of consideration within 10 Working Days from the closure of the Tendering Period to those Public Shareholders whose documents are found valid and in order and are approved for acquisition by the Acquirers.
5. Where any statutory or other approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirers shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory or other approvals are required in order to complete this Open Offer.
6. In case of delay in receipt of any statutory approval(s) becoming applicable prior to completion of the Offer, SEBI may, if satisfied that the delay in receipt of requisite approval was not due to any willful default or neglect on the part of the Acquirers to diligently pursue the application for the approval, grant extension of time to the Acquirers for payment of consideration to the Public Shareholders of the Target Company who have accepted the Offer within such period, subject to the Acquirers agreeing to pay interest for the delayed period as directed by SEBI in terms of Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations. Further, if delay occurs on account of willful default by the Acquirers in obtaining the requisite approvals, Regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations will also become applicable and the amount lying in the escrow account shall become liable to forfeiture.
7. There are no conditions stipulated in the SPAs between the Acquirers and the Target Company, the meeting of which would be outside the reasonable control of the Acquirers and in view of which the Offer might be withdrawn under regulation 23(1)(c) of the SEBI (SAST) Regulations.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY:

Activity	Day and Date*
Issue of Public Announcement	Monday, January 22, 2024
Publication of this DPS in newspapers	Tuesday, January 30, 2024
Last Date of filing of Draft Letter of Offer with SEBI	Tuesday, February 6, 2024
Last date for Public Announcement for competing offer	Wednesday, February 21, 2024
Last date for receipt of comments from SEBI on the draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Offer)	Wednesday, February 28, 2024
Identified Date*	Friday, March 01, 2024
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders	Monday, March 11, 2024
Last date by which a committee of independent directors of the Target Company is required to give its recommendation to the Public Shareholders of the Target Company for this Offer	Wednesday, March 13, 2024
Last date for upward revision of the Offer Price and/or the offer Size	Thursday, March 14, 2024
Date of publication of opening of Open Offer public announcement in the newspaper in which DPS has been published	Friday, March 15, 2024
Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Monday, March 18, 2024
Date of Closure of Tendering Period (Offer Closing Date)	Tuesday, April 02, 2024
Last date of communicating of rejection/acceptance and completion of payment of consideration for accepted tenders or return of unaccepted shares	Friday, April 19, 2024
Last date for publication of post Open Offer public announcement in the newspaper in which DPS has been published	Friday, April 26, 2024
Last Date of Filing the Final report to SEBI	Friday, April 26, 2024

**The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of statutory/ regulatory approvals and may have to be revised accordingly. To clarify, the actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations.*

****Identified Date** is only for the purpose of determining the Equity Shareholders of the Target Company as on such date to whom the Letter of Offer would be sent by email. It is clarified that all the shareholders holding Equity Shares of the Target Company (registered or unregistered) (except the Acquirers, Sellers and promoter and promoter group of the Target Company) are eligible to participate in this Offer any time before the closure of this Offer.*

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER:

1. All the Public Shareholders of the Target Company, whether holding the Equity Shares in physical form or dematerialized form are eligible to participate in this Offer at any time from Offer opening date to the Offer closing date (**"Tendering Period"**) for this Open Offer.
2. Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Open Offer. Accidental omission to send the Letter of Offer to any person to whom the Offer is made or the non-receipt or delayed receipt of the Letter of Offer by any such person will not invalidate the Offer in any way.
3. The LOF shall be sent through electronic means to those Public Shareholder(s) who have registered their email ids with the depositories and also will be dispatched through physical mode by registered post / speed post / courier to those Public Shareholder(s) who have not registered their email ids and to those Public Shareholder(s) who hold Equity Shares in physical form. Further, on receipt of request from any Public Shareholder to receive a copy of LOF in physical format, the same shall be provided.
4. As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI LODR Regulations and SEBI's press release dated December 3, 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository with effect from April 01, 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an Open Offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Open Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.
5. The Public Shareholders may also download the Letter of Offer from the SEBI's website (www.sebi.gov.in) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares and their folio number, DP id, client id, current address and contact details.
6. This Open Offer will be implemented by the Acquirers through a stock exchange mechanism made available by stock exchanges in the form of a separate window ("Acquisition Window"), as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and on such terms and conditions as may be permitted by law from time to time.
7. All Public Shareholders holding Equity Shares in physical form, who wish to accept the Offer and tender their Equity Shares can send/deliver the form of acceptance-cum-acknowledgment (which will be annexed to the Letter of Offer) duly signed along with all the relevant documents at the collection centre of the Registrar to the Open Offer mentioned in the Letter of Offer on or before the date of closure of the Tendering Period in accordance with the procedure as set out in the Letter of Offer.
8. Acquirers have appointed Pravin Ratilal Share and Stock Brokers Limited ("Buying Broker") as their broker for the Open Offer through whom the purchases and settlement of the Offer Shares tendered under the Open Offer shall be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name: Pravin Ratilal Share and Stock Brokers Limited
Address: Sakar-1, 5th Floor, Opp Gandhigram Railway Station, Navrangpura, Ahmedabad - 380009
SEBI Reg. No: INZ000206732 **Tel No.:** 079-25553758
Email: cs@prssb.com **Website:** http://www.prssb.com/
Contact Person: Shannon Khokharia

9. Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Open Offer would have to intimate their respective stock-brokers (**"Selling Broker"**) within the normal trading hours of the secondary market, during the Tendering Period.
10. A separate acquisition window will be provided by the BSE to facilitate placing of sell orders. The Selling Broker can enter orders for dematerialized as well as physical Equity Shares.
11. The Selling Broker would be required to place an order/bid on behalf of the Public Shareholders who wish to tender their Equity Shares in the Open Offer using the acquisition window of the BSE. Before placing the bid, the concerned Public Shareholder/Selling Broker would be required to mark lien on the tendered Equity Shares. Details of such Equity Shares marked as lien in the demat account of the Public Shareholders shall be provided by the depositories to the Clearing Corporation in accordance with SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021.
12. The cumulative quantity tendered shall be displayed on the BSE website (www.bseindia.com) throughout the trading session at specific intervals during the Tendering Period.
13. The Public Shareholders may also download the Letter of Offer from the SEBI's website i.e. www.sebi.gov.in or Manager to the Offer website i.e. www.vivro.net or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares and their folio number, DP identity-client identity, current address and contact details.
14. The process of tendering Equity Shares by the Equity Shareholders holding in demat and physical Equity Shares will be separately enumerated in the Letter of Offer.

IX. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THE OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER THAT WOULD BE MAILED TO THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY AS ON THE IDENTIFIED DATE.

X. OTHER INFORMATION:

1. The Acquirers and their respective directors accept full responsibility for the information contained in this DPS and PA (other than such information as has been obtained from public sources or provided by or relating to and confirmed by the Target Company and/or the Sellers) and undertake that they are aware of and will comply with their obligations as laid down in the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Offer.
2. The information pertaining to the Target Company and/or the Sellers contained in the PA or this DPS or the Letter of Offer or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer have been compiled from information published or provided by the Target Company or the Sellers, as the case may be, or publicly available sources which has not been independently verified by the Acquirers or the Manager. The Acquirers and the Manager do not accept any responsibility with respect to such information relating to the Target Company and/or the Sellers.
3. This PA is available and this DPS is expected to be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in and on the website of Manager to the Offer at www.vivro.net.
4. In this DPS, all references to (i) "₹" or "INR" or Rs. are references to Indian Rupee(s); and (ii) "US$" or "USD" are references to United States Dollar(s).
5. Pursuant to Regulation 12 of SEBI (SAST) Regulations, Acquirers have appointed Vivro Financial Services Private Limited, as the Manager to the Offer as per the details below:

VIVRO

VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
Address: Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007. Gujarat. India.
CIN: U67120GJ1996PTC029182 | **Tel No.:** 079- 4040 4242;
Email: investors@vivro.net | **Website:** www.vivro.net
SEBI Reg. No. MB/INM000010122 | **Contact Person:** Shivam Patel

6. The Acquirers have appointed Niche Technologies Private Limited as the Registrar to the Offer as per the details below:

NICHE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
Address: 3A Auckland Place, 7 th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata- 700 017.
CIN: U74140WB1994PTC062636 | **Tel No.:** +91 33 2280 6616 / 17 / 18
Email: nichetechpl@nichetechpl.com | **Website:** www.nichetechpl.com
SEBI Reg. No. INR000003290 | **Contact Person:** Ashok Sen

Issued by Manager to the Offer
For and on behalf of the Acquirers:

Acquirer-1	Acquirer-2	Acquirer-3	Acquirer-4
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Pankaj Ramesh Samani	Kaushal Uttam Shah	UG Patwardhan Services Private Limited	Ganesh Natarajan
Place: Pune			

Acquirer-5	Acquirer-6	Acquirer-7	Acquirer-8
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Uma Ganesh Natarajan	Manoj Manohar Panvelkar	Nitin Neminath Patil	Basanta Kumar Swain
Place: Pune			**Place:** Odisha

Date: January 29, 2024

AdBaaz

This advertisement is for information purpose only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated January 17, 2024, (the 'Letter of Offer' or '**LOF**') filed with BSE Limited ('**BSE**'), National Stock Exchange of India Limited ('**NSE**') and also filed with the Securities and Exchange Board of India ('**SEBI**') for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the provisions to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, and subsequent amendments thereto ("**SEBI ICDR Regulations**").

SKIPPER Limited

SKIPPER LIMITED

Our Company was originally incorporated under the Companies Act, 1956 on March 5, 1981, in the name of "Skipper Investments Limited" pursuant to a certificate of incorporation granted by the Registrar of Companies, West Bengal. The name of the Company was changed to Skipper Steels Limited and a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued on April 26, 1984 by the Registrar of Companies, West Bengal. During the year 2008, pursuant to a Scheme of Amalgamation, Bansal Cylinders & Tubes Limited and Vishwajyothi Tracon Private Limited, S K Bansal Group Companies, were amalgamated with Skipper Steels Limited vide order dated April 28, 2008 of the Hon'ble High Court at Calcutta. Subsequently, Bansal Cylinders & Tubes Limited and Vishwajyothi Tracon Private Limited were dissolved pursuant to the said Scheme of Amalgamation. During the year 2009, pursuant to a Scheme of Amalgamation, Skipper Infrastructure Limited, a S K Bansal Group Company, was amalgamated with Skipper Steels Limited vide order dated March 24, 2009 of the Hon'ble High Court at Calcutta. Subsequently, Skipper Infrastructure Limited was dissolved pursuant to the said Scheme of Amalgamation. Thereafter, the name of the Company was rechristened to its present name to "Skipper Limited" and a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued on September 7, 2009 by the Registrar of Companies, West Bengal. For further details regarding our Company and change in address of the registered office, please refer to "**General Information**" beginning on page no. 42 of the Letter of Offer.

Corporate Identity Number : L40104WB1981PLC033408
Registered Office: 3A, Loudon Street, 1st Floor, Kolkata-700017; **Telephone No.:** (033) 2289 5731/ 5732; **Fax No.:** (033) 2289 5733
Contact Person: Mrs. Anu Singh (Company Secretary & Compliance Officer)
E-mail id: anu.singh@skipperlimited.com; **Website:** www.skipperlimited.com

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. SAJAN KUMAR BANSAL, MR. SHARAN BANSAL, MR. DEVESH BANSAL, MR. SIDDHARTH BANSAL, MRS. MEERA BANSAL, MRS. SUMEDHA BANSAL, MRS. RESHU BANSAL, MRS. SHRUTI M. BANSAL, SKIPPER PLASTICS LIMITED, VENTEX TRADE PRIVATE LIMITED, AAKRITI ALLOYS PRIVATE LIMITED, SAMRIDDHI FERROUS PRIVATE LIMITED, SKIPPER POLYPIPES PRIVATE LIMITED, UTSAV ISPAT PRIVATE LIMITED, VAIBHAV METALS PRIVATE LIMITED, SK BANSAL LEGACY TRUST - HELD BY SAJAN KUMAR BANSAL AS TRUSTEE, SK BANSAL FAMILY TRUST - HELD BY MEERA BANSAL AS TRUSTEE, SK BANSAL UNITY TRUST - HELD BY MEERA BANSAL AS TRUSTEE, SK BANSAL HERITAGE TRUST - HELD BY SAJAN KUMAR BANSAL AS TUSTEE.

FOR PRIVATE CIRCULATION TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SKIPPER LIMITED ("COMPANY OR THE ISSUER") ONLY

NEITHER OUR COMPANY NOR OUR PROMOTERS HAVE BEEN DECLARED AS A WILFUL DEFAULTER OR A FRAUDULENT ECONOMIC OFFENDER BY THE RBI OR ANY OTHER GOVERNMENT AUTHORITY.

RIGHTS ISSUE OF UP TO 1,02,67,021 PARTLY PAID-UP RIGHT EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE "EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 194/- (RUPEES ONE HUNDRED NINETY-FOUR ONLY) PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 193/- (RUPEES ONE HUNDRED NINETY-THREE ONLY) PER EQUITY SHARE FOR AN AMOUNT UPTO ₹ 1991.80 MILLION# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1:10, THAT IS 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 10 (TEN) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS FRIDAY, JANUARY 12, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 204 OF THE LETTER OF OFFER.

#Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares.

PAYMENT SCHEDULE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES			
AMOUNT PAYABLE PER RIGHTS EQUITY SHARE	FACE VALUE (₹)	PREMIUM (₹)	TOTAL (₹)
On Application	0.25	48.25	48.50[1]
Up to three additional Calls, with terms and conditions such as the number of Calls and the timing and quantum of each Call as may be decided by the Board/ Rights Issue Committee - from time to time to be completed on or prior to March 2025	0.75	144.75	145.50[2]
Total (₹)	**1.00**	**193.00**	**194.00**

(1) Constitutes 25% of the Issue Price.
(2) Constitutes 75% of the Issue Price.
For further details on Payment Schedule, see "Terms of the Issue" on page no. 204 of the Letter of Offer.

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

RIGHTS ISSUE OPENS TODAY

LAST DATE FOR ON-MARKET RENUNCIATION*	ISSUE CLOSES ON**
MONDAY, FEBRUARY 05, 2024	THURSDAY, FEBRUARY 08, 2024

** Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date*
*** Our Board thereof will have the right to extend the Issue Period as it may determine from time to time, provided that this Issue will not remain open more than 30 (thirty) days from the Issue Opening Date. Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.*

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below

UPI now available in ASBA for retail individual investors.

For Further details check section on ASBA below.

ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors.

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and Abridged Letter of Offer and also please refer to the section "Process of making an application in the issue- Making of Application through ASBA process" beginning on page no. 207 of the Letter of Offer. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI"), Stock Exchanges and in the Issue Materials."

ASBA bid-cum application forms can be downloaded from the websites of BSE Limited ("BSE") and The National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

PROCEDURE FOR APPLICATION: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circular and the ASBA Circular, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): An Investor, wishing to participate in the Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with SCSBs, prior to making the Application. Investors desiring to make an application in the Issue through ASBA process, may submit the Application Form either in physical mode to the Designated Branches of the SCSBs or online/ electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) authorizing the SCSB to block the Application Money in an ASBA Account maintained with the SCSB. Application through ASBA facility in electronic mode will only be available with such SCSBs who provide such facility. For list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA Process, please refer to **https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=34.**

Investors applying through the ASBA facility should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through the ASBA process. For details, please refer to Paragraph titled "Procedure for Application through the ASBA process" beginning on page no. 207 of the Letter of Offer.

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs.

Further, in terms of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 02, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.The Lead Manager, our Company, their directors, their employees, affiliates, associates and their respective directors and officers and the Registrar shall not take any responsibility for acts, mistakes, errors, omissions and commissions etc., in relation to Applications accepted by SCSBs, Applications uploaded by SCSBs, Applications accepted but not uploaded by SCSBs or Applications accepted and uploaded without blocking funds in the ASBA Accounts.

Investors applying through the ASBA facility should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through the ASBA process.

For further details, kindly refer to '"**Procedure for Application through the ASBA process**" beginning on page no 207 of the Letter of Offer.

APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM: Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as at Record Date and desirous of subscribing to Rights Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date.

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense account opened by our Company.

Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as at Record Date and who have opened their demat accounts after the Record Date, shall adhere to following procedure for participating in this Issue:

a) The Eligible Equity Shareholders shall send a letter to the Registrar containing the name(s), address, e-mail address, contact details and the details of their demat account along with copy of self-attested PAN and self-attested client master sheet of their demat account either by e-mail, post, speed post, courier, or hand delivery so as to reach to the Registrar not later than two clear Working Days prior to the Issue Closing Date;

b) The Registrar shall, after verifying the details of such demat account, transfer the Rights Entitlements of such Eligible Equity Shareholders to their demat accounts at least one day before the Issue Closing Date;

c) The remaining procedure for Application shall be same as set out in "Terms of the Issue -Making of an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process" on page no 209 of the Letter of Offer.

Resident Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as at the Record Date will not be allowed to renounce their Rights Entitlements in the Issue. However, such Eligible Equity Shareholders, where the dematerialised Rights Entitlements are transferred from the suspense demat account to the respective demat accounts within prescribed timelines, can apply for Additional Rights Equity Shares while submitting the Application through ASBA process.

ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALISED FORM: PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES APPLIED FOR IN THIS ISSUE CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALISED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH OUR EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH INVESTOR ON THE RECORD DATE. FOR DETAILS, PLEASE SEE "ALLOTMENT ADVICE OR REFUND/ UNBLOCKING OF ASBA ACCOUNTS" ON PAGE NO. 224 OF THE LETTER OF OFFER.

DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS: In accordance with SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circular, the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent/ dispatched only to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian address to our Company and who are located in jurisdictions where the offer and sale of the Rights Entitlement or Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdiction and does not result in and may not be construed as, a public offering in such jurisdictions. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be physically dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them. Further, the Letter of Offer will be sent/ dispatched to the Eligible Equity Shareholders who have provided Indian address and who have made a request in this regard. In accordance with the above, the dispatch of the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter along with the Application Form has been completed on January 25, 2024 through Registered Post / Speed Post / Courier and at registered email ids, as applicable, by the Registrar to the Issue.

Neither the Company nor the Registrar nor the Lead Manager shall be responsible for not sending the physical copies of the Issue Materials, including the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter and the Application Form or delay in the receipt of them attributable to non-availability of the email addresses of the eligible Equity Shareholders or electronic transmission delays or failures, or if the Application Forms or the Rights Entitlement Letters are delayed or misplaced in the transit.

Investors can access the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable laws) on the websites of (i) our Company at **www.skipperlimited.com**; (ii) the Registrar at **www.mdpl.in**; (iii) the Lead Manager at **www.vccorporate.com**; (iv) the Securities and Exchange Board of India at **www.sebi.gov.in**; (v) the Stock Exchanges at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**.

To update the respective Indian addresses/e-mail addresses/phone or mobile numbers in the records maintained by the Registrar or by our Company, Eligible Equity Shareholders should visit **www.mdpl.in**.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORM: The Registrar has electronically dispatched an Application Form to all Eligible Equity Shareholders as per their Rights Entitlements on the Record Date for the Issue. In the event that, the e-mail addresses of the Eligible Equity Shareholders were not available with our Company/ Depositories, or the Eligible Equity Shareholders have not provided valid e-mail addresses to our Company/ Depositories, our Company has dispatched the Application Form and other applicable Offer Documents by way of physical delivery as per the applicable laws to those Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian address. The Renouncees and Eligible Equity Shareholders who have not received the Application Form can download the same from the websites of the Registrar at **www.mdpl.in**; the Company at **www.skipperlimited.com**, BSE at **www.bseindia.com**. and NSE at **www.nseindia.com**.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS:

Pursuant to provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Master Circular and in terms of the Letter of Offer, the Rights Entitlements of the Eligible Equity Shareholders will be credited in their respective demat account and shall be admitted for trading on the Stock Exchanges under the ISIN: INE439E20014 subject to requisite approvals. The said ISIN shall remain frozen (for debit) until the Issue Opening Date. The said ISIN shall be suspended for transfer by the Depositories post the Issue Closing Date. Additionally, our Company will submit the details of the total Rights Entitlements credited to the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders and the demat suspense account to the Stock Exchanges after completing the corporate action. The details of the Rights Entitlements with respect to each Eligible Equity Shareholder can be accessed by such respective Eligible Equity Shareholders on the website of the Registrar after keying in their respective details along with other security control measures implemented thereat.

Further, if no Application is made by the Eligible Equity Shareholders of Rights Entitlements on or before Issue Closing Date, such Rights Entitlements shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date. No Rights Equity Shares for such lapsed Rights Entitlements will be credited, even if such Rights Entitlements were purchased from market and purchaser will lose the premium paid to acquire the Rights Entitlements. Persons who are credited the Rights Entitlements are required to make an application to apply for Rights Equity Shares offered under Rights Issue for subscribing to the Rights Equity Shares offered under the Issue.

If Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as at Record Date, have not provided the details of their demat accounts to our Company or to the Registrar, they are required to provide their demat account details to our Company or the Registrar not later than two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of the Rights Entitlements by way of transfer from the demat suspense account to their respective demat accounts, at least one day before the Issue Closing Date. Such Eligible Equity Shareholders holding equity shares in physical form can update the details of their respective demat accounts on the website of the Registrar (i.e., **www.mdpl.in**) Such Eligible Equity Shareholders can make an application only after the Rights Entitlements is credited to their respective demat accounts.

In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense account (namely, "Skipper Limited- Rights 2023 Demat Suspense Account") opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in the account of the IEPF authority; or (b) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or the Equity Shares which are lying in the unclaimed suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations) or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar as on the Record Date; or (c) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as at Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (d) credit of the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (e) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings, if any; or (f) non-institutional equity shareholders in the United States.

Eligible Equity Shareholders are requested to provide relevant details (such as copies of self-attested PAN and client master sheet of demat account etc., details/ records confirming the legal and beneficial ownership of their respective Equity Shares) to our Company or the Registrar not later than two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements by way of transfer from the demat suspense account to their demat account at least one day before the Issue Closing Date, to enable such Eligible Equity Shareholders to make an application in this Issue, and this communication shall serve as an intimation to such Eligible Equity Shareholders in this regard. Such Eligible Equity Shareholders are also requested to ensure that their demat account, details of which have been provided to our Company or the Registrar, such account is active to facilitate the aforementioned transfer. For details of credit of the Rights Entitlements, see "Terms of the Issue- Credit of Rights Entitlements In demat accounts of Eligible Equity Shareholders" on page no. 216 of the Letter of Offer.

Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Investors on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

APPLICATIONS ON PLAIN PAPER UNDER ASBA PROCESS: An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an application to subscribe to this Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above. In such cases of non-receipt of the Application Form through physical delivery (wherever applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an application to subscribe to this Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Registrar, Stock Exchanges or the Lead Manager. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address.

In terms of Regulation 78 of the SEBI ICDR Regulations, Investors may choose to accept the offer to participate in this Issue by making an application on plain paper. Please note that SCSBs shall accept such applications only if all details required for making the application as per the SEBI ICDR Regulations are specified in an application on plain paper. If an Eligible Equity Shareholder makes an application both in an Application Form as well as on plain paper, both applications are liable to be rejected.

Please note that in terms of Regulation 78 of the SEBI ICDR Regulations, the Eligible Equity Shareholders who are making an application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilise the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

(1) Name of our Company, being Skipper Limited; (2) Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository); (3) Folio number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as at Record Date) / DP and Client ID; (4) Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to this Issue; (5) Number of Equity Shares held as at Record Date; (6) Allotment option - only in dematerialised form; (7) Number of Rights Equity Shares entitled to; (8) Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlements; (9) Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for); (10) Total number of Rights Equity Shares applied for; (11) Total amount paid at the rate of ₹48.50 per Rights Equity Share; (12) Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB; (13) In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE / FCNR/ NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained; (14) Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; (15) Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); (16) An approval obtained from any regulatory authority, if required, shall be obtained by the Eligible Equity Shareholders and a copy of such approval from any regulatory authority, as may be required, shall be sent to the Registrar at **mdpldc@yahoo.com**; and (17) All such Eligible Equity Shareholders shall be deemed to have made the representations, warranties and agreements set forth in "Restrictions on Purchases and Resales" on page no 233 of the Letter of Offer and shall include the following:

"I/ We hereby make representations, warranties and agreements set forth in "Restrictions on Purchases and Resales" on page no. 233 of the Letter of Offer.

I/ We acknowledge that the Company, the Lead Manager, its affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the representations, warranties and agreements set forth therein.

*I/ We understand that the Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act"**), or the securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States, except in a transaction not subject to, or exempt from, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.*

*I/ We understand that the Rights Entitlements and Rights Equity Shares are being offered and sold only to persons outside the United States in offshore transactions as defined in and in compliance with Regulation S under the Securities Act ("**Regulation S**").*

I/ We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Rights Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation except under circumstances that will result in compliance with any applicable laws or regulations. We satisfy, and each account for which we are acting satisfies, all suitability standards for Shareholders in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of our residence.

I/ We understand and agree that the Rights Entitlement and Rights Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulation S, or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act.

I/ We (i) am/ are, and the person, if any, for whose account I/ we am/ are acquiring such Rights Entitlement and/ or the Rights Equity Shares is/ are, outside the U.S., (ii) am/ are not a "U.S. Person" as defined in Regulation S, and (iii) is/ are acquiring the Rights Entitlement and/ or the Rights Equity Shares in an offshore transaction meeting the requirements of Regulations.

I/ We acknowledge that the Company, the Lead Manager, its affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements."

In cases where Multiple Application Forms are submitted for applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense account, as applicable, including cases where an Investor submits Application Forms along with an application on plain paper, such Applications shall be liable to be rejected. Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an application being rejected, with our Company, the Lead Manager and the Registrar not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar at **www.mdpl.in**.

Our Company, the Lead Manager and the Registrar shall not be responsible if the applications are not uploaded by the SCSB or funds are not blocked in the Investor's ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

LAST DATE FOR APPLICATION: The last date for submission of the duly filled in the Application Form or an application on plain paper is Thursday, February 08, 2024 i.e., Issue Closing Date. Our Board or the Rights Issue Committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or the Rights Issue Committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or Rights Issue committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in "Basis of Allotment" on page no. 223 of the Letter of Offer.

Continued on Next Page...

৫৬ রাজ্যসভা আসনের নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি: সামনেই লোকসভা ভোট, সম্ভবত এপ্রিলেই। তার আগেই দেশের ১৫টি রাজ্যের ৫৬টি রাজ্যসভা আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সোমবার ওই ৫৬ আসনের নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। যার মধ্যে রয়েছে বাংলার ৫টি আসন।

জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই ৫৬টি আসনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি। এর মধ্যে ১৩টি রাজ্যের ৫০টি আসনের সদস্যদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ২ এপ্রিল। আর দুই রাজ্যের ৬টি আসনের সদস্যদের মেয়াদ শেষ হবে ৩ এপ্রিল। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও যে সব রাজ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভা নির্বাচন হবে, সেগুলি হল উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, রাজস্থান, কর্নাটক, উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড়, ওডিশা, হরিয়ানা এবং হিমাচল প্রদেশ।

উল্লেখ্য, ২ এপ্রিলে মেয়াদ শেষ হবে রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ নাদিমুল হক, আবিররঞ্জন বিশ্বাস, শুভাশিস চক্রবর্তী ও শান্তনু সেনের। এছাড়া বাংলা থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য অভিষেক মনু সিংভিরও মেয়াদ শেষ হবে সেদিন। এই সবকটি আসনেই ভোটগ্রহণ হবে ২৭ তারিখ। তৃণমূল চার আসনে একই প্রার্থী দেবে কিনা তা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। অঙ্কের নিরিখে কংগ্রেসের অভিষেক মনু সিংভির পুনর্নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। ফলে বাংলার একটি আসনে প্রার্থী দিতে পারে বিজেপি।

রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিদের উত্তর গাজায় যাওয়ার অনুমতি দিল ইজরায়েল

গাজা, ২৯ জানুয়ারি: প্রথমবার রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিদের গাজায় প্রবেশের অনুমতি দিল ইজরায়েল। রবিবার সেদেশের তরফে জানানো হয়, ভূখণ্ডের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পারেন রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিরা। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগেই ইজরায়েল অভিযোগ এনেছিল যে হামাসের হামলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে রাষ্ট্রসংঘের কর্মীরা। তার জেরে রাষ্ট্রসংঘে অনুদান দেওয়া বন্ধ করেছে আমেরিকা-সহ বেশ কয়েকটি দেশ। জানা গিয়েছে, যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করতে রবিবার আমেরিকা ও কাতারের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল ইজরায়েল।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Baikunthapur-II Gram Panchayat
Ghourdourchati, Sripally, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tender are invited from bonafide resourceful contractor for different development works vide **NIT No.: i) BKP-II GP/90 & e-NIT- 24/2023-24 (Sl.- 1), ii) BKP-II GP/91 & e-NIT- 25/2023-24 (Sl.- 1) & iii) BKP-II GP/92 & e-NIT- 26/2023-24 (2nd Call) (Sl.- 1) , Date: 27.01.2024. Fund: 5th SFC (Untied), 15th CFC (Tied & Untied).** Documents Download/Sell & Bid Submission Start Date (Online): **27.01.2024 at 06.00 PM.** Bid Submission Closing (Online): **03.02.2024 up to 06:00 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): **06.02.2024 at 11:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & GP Office.

Sd/-
Pradhan
Baikunthapur-II Gram Panchayat

Tender Notice

NIT No.52/23-24.dt.25/01/2024
Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Dev Block (Total 3 nos) Total Amount Rs.6977553/-.
Last date of documents Downloading & bid sub. 09/02/2024 upto 11-00 a.m.(Other details collect from the office and website https://wbtenders.gov.in)

Sd/- E.O
Chapra Pan. Samity, Nadia

Office of the Prodhan, Niallishpara- Goaljan Gram Panchayat,
Under Behampore Dev. Block. Vill, P.O- Tikiapara, Dist- Murshidabad.
E.N.I.T.- 16/15th TIDE/ NGGP 2023-24. 17/5th UNTIDE/ NGGP 2023-24
Dated: 29/01/2024is hereby invited through **online** by the Prodhan NGGP, Berhampore, MSD. for Civ works up to**06/02/2024.**
Details may be obtained from th office during office hours.

Sd/- Prodhan,
Niallishpara Goaljan G.P

Press Notice

E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable tractors for execution of the work ing, requisite credentials for exec of 11 nos, (NRM) schemes PMKSY WDC 2.0 scheme in P District on and from **25/01/2024 t 09/01/2024. Vide NIT- 07/ PMKS WDC 2.0/04/ Jhalda-II-NRM /2023-2 and 08/ PMKSY-WDC 2.0/04/Jhald II-NRM /2023-24**
Details of timing, eligibility criteria pl. visit**www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Assistant Director of Agriculture
Jhalda II Block, & PIA,
Sahahar-Mamudih Watershed
Purulia

Press Notice

E-Tenders are hereby invited for execution 13 nos. different schemes under PMKSY WDC 2.0 at Punch Block Vide **NIT- 05/ PMKSY-WDC2.0/ 08/(2nd Call)/ puncha-NRM/2023-24,** in the district of Purulia. For details, please visit **www.wbtenders.gov.in.** Last date for submitting online bid on **03-02-2023. (05:00 p.m)**

Sd/-
Assistant Director of Agriculture, Puncha Block & PIA, Kumari & Chaka Deorang WS

নিয়োগ মামলায় ইডির জিজ্ঞাসাবাদ লালুকে

পাটনা, ২৯ জানুয়ারি: বিহারে রাজনৈতিক পালাবদলে ঘটনার ঘনঘটা। রবিবার আরজেডি, কংগ্রেসের হাত ছেড়ে বিজেপিকে সঙ্গী করে নবমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন নীতীশ কুমার। এরইমধ্যে সোমবারই জমির বিনিময়ে চাকরি মামলায় পাটনায় ইডির দপ্তরে হাজিরা দিয়েছেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান আরজেডি নেতা লালুপ্রসাদ যাদব।

রবিবারই ইন্ডিয়া জোট ছেড়ে বিজেপি তথা এনডিএ-র সঙ্গী হয়েছেন নীতীশ কুমার। এর পর সোমবার লালুকে জিজ্ঞাসাবাদ রাজনৈতিক অভিসন্ধির গন্ধ পাচ্ছেন আরজেডি নেতা-কর্মীরা। এদিন ইডির দপ্তরের বাইরে নেতাকে ‘হেনস্তা’র প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান বিপুল সংখ্যক দলীয় সমর্থক।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে হাসতে হাসতে জিতবে বিজেপি!

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি: বিহারে নীতীশ কুমারের জোট বদলের পরেই তিনি দাবি করেছিলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এবং বিহার বিধানসভা ভোটে জেডিইউ-এর বিপর্যয় হবে। ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর (পিকে) এবার পূর্বাভাস দিলেন, বিরোধীরা যতই স্ট্র্যাটেজি তৈরি করুক না কেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে হাসতে হাসতে জিতবে এনডিএ। সেই সঙ্গে নীতীশ কুমারের জেডিইউর

ভবিষ্যৎবাণী পিকে’র

ভবিষ্যৎ নিয়েও মুখ খুললেন তিনি। বিহারে পরবর্তী বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা ২০২৫ সালে। পিকের দাবি, সেই নির্বাচনে নীতীশের দল জেডিইউ সে রাজ্যের ২৪৩টি আসনের মধ্যে ২০টির বেশি জিততে পারবে না। তিনি বলেন, ‘যে জোটের হয়েই লড়ুন না কেন, নীতীশের দল যদি ২০টির বেশি আসনে জেতে, আমি আমার কাজ ছেড়ে দেব।’

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, লোকসভায় এনডিএ জোটের ‘ক্লিন সুইপের’ সাক্ষী থাকবে দেশ। অর্থাৎ, ২০১৯ লোকসভায় রেকর্ড অঙ্কে জয়ের পর এবারও বড়সড় জয়ের মুখ দেখতে চলেছে গেরুয়া শিবির। একদিকে, ইন্ডিয়া জোট ঘিরে জট বেড়েই চলেছে। সেখানে প্রশান্ত কিশোরের এহেন ভবিষ্যদ্বাণী বিরোধীদের আরও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিল। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

একুশের বিধানসভা ভোটে বাংলায় তৃণমূলের ভোটকুশলীর ভূমিকায় ছিলেন প্রশান্ত। সে সময় বিজেপি বঙ্গে গেরুয়া ঝড় তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে। একুশেই যে তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত হবে, তা নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গিয়েছিল পদ্মশিবিরের নেতা-মন্ত্রীদের গলায়। কিন্তু প্রশান্ত কিশোর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলে গিয়েছিলেন, বঙ্গে একশো আসনও পাবে না। ফলে সরকার বদলানোর কোনও প্রশ্নই নেই। ভোটগণনার পর সেই তত্ত্বেই সিলমোহর পড়েছিল। প্রশান্ত কিশোর এবার বলে দিলেন, কেন্দ্রে তৃতীয়বারের জন্য আসতে চলেছে মোদি সরকারই। প্রশান্তের কথায়, ‘বিহারে শুধু নীতীশ না, বিজেপিও পাল্টু রাম।

Singur-II Gram Panchayat
Ratanpur-II, Singur, Hooghly, 712409

Notice Inviting Tender

Sealed Tender is invited from bonafied resourceful contractor for execution of different development works vide **NIT No.: 275/SING II/ 2023-24, Date: 09.01.2024.** Date of Publication on Online: **13.01.2024.** Last Date of Dropping: **29.01.2024 up to 02:30 PM.** Date of Opening of Tender: **31.01.2024 at 02:30 PM.**

Sd/-,
Prodhan
Singur-II Gram Panchayat

DHABLAT GRAM PANCHAYAT
Vill + P.O.- Chemaguri, P.S.- Sagar, Dist- South 24 P
Memo No-679 /DGP Date-29/01/2
On behalf of Dhablat Gram Panchayat of sagar block unde south 24 parganas dist invites bids through open e-tende process for the vide**NIT No 677DGP (3 nos), 678/DGP 10 TUBE WELL/**culvert under 15th fc 2nd installment of Dhabla Gram Panchayat Dated **29/01/2024.**
Details are available in the website**wb tenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Dhablat Gram Panchayat
Chemaguri Sagar 24 Pgs

IMC of Govt. ITI Tapan

e-Tender (online) vide Tender ID No - 2024_DTET _655760_1 are invited by the Chairman, IMC of Govt. ITI Tapan for Supply, Testing, Installation & Commissioning of different shop Tools, Equipment & machineries for Different Trades at Govt. ITI Tapan, PO + PS: Tapan, Block: Tapan, Dist.: Dakshin Dinajpur, Pin-733127 as per Tender Schedule No-A.

Details information/download/upload will be available from the website https://wbtenders.gov.in

Office of the KALATALAHAT GRAM PANCHAYAT
E-mail – kalatalahatgrampanchayet@rediffmail.com

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender is hereby invited by the Pradhan Kalatalahat Gram Panchayat under D/H-II Dev. Block, South 24 Parganas from the eligible contractors for the following works
A) e-NIT No. : 13/Tied 15th FC (2023-24) 1st Inst., Memo No.: 293/KHGP/2023-24, Date: 30.01.2024
B) e-NIT No. : 14/Untied 15th FC (2023-24) 1st Inst., Memo No.: 294/KHGP/2023-24, Date: 30.01.2024
C) e-NIT No. : 15/Tied 5th FC (2023-24) 1st Inst., Memo No.: 295/KHGP/2023-24, Date: 30.01.2024
D) e-NIT No. : 16/Untied 5th FC (2023-24) 1st Inst., Memo No.: 296/KHGP/2023-24, Date: 30.01.2024
E) e-NIT No. : 17/Tied 5th FC (2023-24) 1st Inst., Memo No.: 297/KHGP/2023-24, Date: 30.01.2024
Bid Submission Closing Date : 05.02.2024 upto 14.00 P.M. Further details are available in the website www.wbtenders.gov.in .

Sd/-
Pradhan, Kalatalahat Gram Panchayat

Office of The
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat
Vill+P.O.- Srinarayanpur, P.S.-Dholahat, South 24 pgs

NOTICE INVITING TENDER

S.No	NIT NO	Tender Title	AMOUNT (Rs.
1.	41/5th FC/SPGP/2024	Construction of Burning Ghat at Purnachandrapur Bapuli Bandha	Rs. 247797.00
2.	42/5th FC/SPGP/2024	Construction of Burning Ghat at Kasturamula at Taranagar	Rs. 178907.00
3.	43/5th FC/SPGP/2024	Construction of Barning Ghat at Srinarayanpur 1 No. Gheri	Rs. 196041.00

Intending bidders may collect tendered documents from th G.P.Office during the period as stated below

S.N.	Particulars	Date & Hours
1	Tender doc. Sales starts & bid submission start date & time	30/01/2024 at 10:00 AM
2	Tender doc. Sales end & bid submission end date & time	12/02/2024 at 12:00 PM
3	Earnest money depositing end date & time	12/02/2024 at 12:00 PM
4	Bid opening date & time	14/02/2024 at 12:30 PM

Sd/-, Prodhan
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

HMC/HWW/P-23/23-24 তারিখ : ২৫.০১.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার **“হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস পদ্মপুকুর প্ল্যান্ট স্লুজ পিট এর পলি উত্তোলনের জন্য”** একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রখ্যাত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বিভাগীয় হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস, পদ্মপুকুর/**https://wbtenders.gov.in**। টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ : ১২.০২.২০২৪ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোন আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন। টেন্ডার আইডি : **2024_MAD_654031_1**।

২৫৩(৩)/২৩-২৪
২৯/১/২৪

সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

IMC of Govt. ITI Hili

e-Tender (online) vide Tender ID No - 2024_DTET _655746_1 are invited by the Chairman, IMC of Govt. ITI Hili for Supply, Testing, Installation & Commissioning of different shop Tools, Equipment & machineries for Different Trades at Govt. ITI Hili, Ramjibanpur, Hili, Dist.: Dakshin Dinajpur-733126 as per Tender Schedule No-A.

Details information/download/upload will be available from the website https://wbtenders.gov.in

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT / NIQ No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
143/GPW/ WBFDC/2023-24 (2nd Call)	Grass Carpeting at Jatragachi Bridge to DLF 2 Bridge in New Town, Kolkata.	30.01.2024	07.02.2024
144/GPW/ WBFDC/2023-24 (2nd Call)	Supply of Winter Seasonal Flower at Jatragachi Bridge to DLF 2 Bridge in New Town, Kolkata.		

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

আমেরিকার বিরুদ্ধে এবার সরাসরি যুদ্ধে ইরান, প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি বাইডেনের

ওয়াশিংটন, ২৯ জানুয়ারি: আমেরিকার বিরুদ্ধে এবার সরাসরি যুদ্ধে ইরান! গত রবিবার তিন মার্কিন সেনার মৃত্যুর পর এই আলোচনা শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। জর্ডানে সিরিয়া সীমান্তে মার্কিন সেনাঘাঁটির উপরে হামলার জেরে মৃত্যু হয় তিন সেনাকর্মীর। তার পরেই পালটা প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সাফ জানিয়েছেন, ঠিক সময়ে যোগ্য জবাব পাবে ইরান সমর্থিত হামলাকারীরা।

গত দু’মাস ধরে লোহিত সাগরে মার্কিন বাণিজ্যতরীতে হামলা চালিয়েছে ইরানের মদতপুষ্ট হাউথি জঙ্গিরা। গাজায় ইজরায়েলি সেনার অভিযানের প্রতিবাদ করতেই একের পর এক বিদেশি পণ্যবাহী জাহাজে হামলা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছিল হাউথিদের তরফে। বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে একজোট হয়ে ইয়েমেনে হাউথিদের বিরুদ্ধেও আক্রমণ চালিয়েছে আমেরিকা। তার পরেই রবিবার হামলার জেরে মৃত্যু তিন মার্কিন সেনার। আহত বেশ কয়েকজন। গাজায় হামাস-ইজরায়েল সংঘাত শুরুর পরে এই প্রথমবার সরাসরি হামলা হল আমেরিকার উপরে। নিজের সেনার মৃত্যুর খবর পেয়েই ক্ষোভে ফেটে পড়েছে আমেরিকা। বিবৃতি জারি করে বাইডেন বলেন, আমরা জবাব দেবই। ইরানের মদতপুষ্ট হামলাকারীদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। আমাদের ভাষায়, আমাদের সময়ে ওরা ঠিক জবাব পাবে।

তবে কড়া বিবৃতি দিয়েও স্বস্তিতে নেই বাইডেন। আগেও মার্কিন বিদেশনীতি নিয়ে বিরোধীদের ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি। এবার সেই আগুনে ঘি ঢেলেছে তিন সেনার মৃত্যু।

...Continued from Previous Page

Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges.

Please ensure that the Application Form and necessary details are filled in. In place of Application number, Investors can mention the reference number of the e-mail received from Registrar informing about their Rights Entitlement or last eight digits of the demat account. Alternatively, SCSBs may mention their internal reference number in place of application number.

PROCEDURE FOR RENUNCIATION OF RIGHTS ENTITLEMENTS: The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchanges (the "On Market Renunciation"); or (b) through an off-market transfer (the "Off Market Renunciation"), during the Renunciation Period. The Investors should have the demat Rights Entitlements credited / lying in his/her own demat account prior to the renunciation. The trades through On Market Renunciation and Off Market Renunciation will be settled by transferring the Rights Entitlements through the depository mechanism.

Investors may be subject to adverse foreign, state or local tax or legal consequences as a result of trading in the Rights Entitlements. Investors who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisor or stock-broker regarding any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied for trading in Rights Entitlements.

Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Investors on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

LISTING AND TRADING OF THE RIGHTS EQUITY SHARES TO BE ISSUED PURSUANT TO THE ISSUE: The equity shares of our Company are listed on both NSE and BSE. Our Company has received in-principle approval from the both NSE and BSE vide letters reference no.: NSE/LIST/37774 dated October 11, 2023 and reference no.: LOD/RIGHT/TT/FIP/778/2023-24 dated October 18, 2023 respectively. Our Company will also make applications to the Stock Exchanges to obtain trading approvals for the Rights Entitlements as required under the SEBI Right Issue Circular. For the purpose of the Issue our designated Stock Exchange is BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not, in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. The investors are advised to refer to the full text on Disclaimer Clause of SEBI on page no. 197 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE LIMITED: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the full text of the Disclaimer Clause of the BSE Limited on page no. 200 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF NATIONAL STOCK EXHANGE OF INDIA LIMITED: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not, in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by NSE; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the full text on Disclaimer Clause of NSE on page no. 199 of the Letter of Offer.

NOTICE TO OVERSEAS INVESTORS: The distribution of the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, Application Form and Rights Entitlement Letter and the issue of Rights Entitlement and Rights Equity Shares to persons in certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Persons into whose possession the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer or Application Form may come are required to inform by themselves about and observe such restrictions.

Our Company is making this Issue on a rights basis to the Eligible Equity Shareholders and will dispatch the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, Application Form and Rights Entitlement Letter (collectively "Issue Materials") through email or registered post or speed post or by courier service only to Eligible Equity Shareholders who have a registered address in India or who have provided an Indian address to our Company or who are located in jurisdictions where the offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions and in each case who make a request in this regard. Investors can also access the Issue Materials from the websites of the Registrar, our Company, NSE and BSE. Those overseas shareholders who do not update our records with their Indian address or the address of their duly authorized representative in India, prior to the date on which we propose to dispatch the Issue Materials, shall not be sent any Issue Materials.

No action has been or will be taken to permit the Issue in any jurisdiction where action would be required for that purpose, except that the Draft Letter of Offer had been filed with SEBI for observations. Accordingly, the Rights Entitlements or Rights Equity Shares may not be offered or sold, directly or indirectly and the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer or any Issue Materials or advertisements in connection with the Issue may not be distributed, in whole or in part, in any jurisdiction, except in accordance with legal requirements applicable in such jurisdiction. Receipt of the Issue Materials will not constitute an offer in those jurisdictions in which it would be illegal to make such an offer and, in those circumstances, the Issue Materials must be treated as sent for information purposes only and should not be acted upon for subscription to the Rights Equity Shares and should not be copied or redistributed.

Accordingly, persons receiving a copy of the Issue Materials should not, in connection with the issue of the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, distribute or send the Issue Materials to any person outside India where to do so, would or might contravene local securities laws or regulations. If the Issue Materials is received by any person in any such jurisdiction, or by their agent or nominee, they must not seek to subscribe to the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements referred to in the Issue Materials.

NO OFFER IN THE UNITED STATES: The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the Securities Act or the securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States of America or the territories or possessions thereof ("United States"), except in a transaction not subject to, or exempt from, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. The offering to which this Letter of Offer relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlement for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the Rights Equity Shares or Rights Entitlement. There is no intention to register any portion of the Issue or any of the securities described herein in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Accordingly, the Issue Materials should not be forwarded to or transmitted in or into the United States at any time. In addition, until the expiry of 40 days after the commencement of the Issue, an offer or sale of Rights Entitlements or Rights Equity Shares within the United States by a dealer (whether or not it is participating in the Issue) may violate the registration requirements of the Securities Act.

Neither our Company nor any person acting on our behalf will accept a subscription or renunciation from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who our Company or any person acting on our behalf has reason to believe is in the United States when the buy order is made. Envelopes containing an Application Form and Rights Entitlement Letter should not be postmarked in the United States or otherwise dispatched from the United States or any other jurisdiction where it would be illegal to make an offer, and all persons subscribing for the Rights Equity Shares and wishing to hold such Rights Equity Shares in registered form must provide an address for registration of these Rights Equity Shares in India. Our Company is making the Issue on a rights basis to Eligible Equity Shareholders and the Issue Materials will be dispatched only to Eligible Equity Shareholders who have an address in India. Any person who acquires Rights Entitlements and the Rights Equity Shares will be deemed to have declared, represented, warranted and agreed that, (i) it is not, and that at the time of subscribing for such Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, it will not be, in the United States, and (ii) it is authorized to acquire the Rights Entitlements and the Rights Equity Shares in compliance with all applicable laws and regulations.

Our Company reserves the right to treat any Application Form as invalid which: (i) does not include the certification set out in the Application Form to the effect that the subscriber is authorized to acquire the Rights Equity Shares or Rights Entitlement in compliance with all applicable laws and regulations; (ii) appears to us or our agents to have been executed in or dispatched from the United States; (iii) where a registered Indian address is not provided; or (iv) where our Company believes that the Application Form is incomplete or acceptance of such Application Form may infringe applicable legal or regulatory requirements; and our Company shall not be bound to allot or issue any Rights Equity Shares or Rights Entitlement in respect of any such Application Form.

THE CONTENTS OF THE LETTER OF OFFER SHOULD NOT BE CONSTRUED AS LEGAL, TAX OR INVESTMENT ADVICE. PROSPECTIVE INVESTORS MAY BE SUBJECT TO ADVERSE FOREIGN, STATE OR LOCAL TAX OR LEGAL CONSEQUENCES AS A RESULT OF THE OFFER OF RIGHTS EQUITY SHARES OR RIGHTS ENTITLEMENTS. ACCORDINGLY, EACH INVESTOR SHOULD CONSULT THEIR OWN COUNSEL, BUSINESS ADVISOR AND TAX ADVISOR AS TO THE LEGAL, BUSINESS, TAX AND RELATED MATTERS CONCERNING THE OFFER OF RIGHTS EQUITY SHARES. IN ADDITION, NEITHER OUR COMPANY NOR THE LEAD MANAGER IS MAKING ANY REPRESENTATION TO ANY OFFEREE OR PURCHASER OF THE RIGHTS EQUITY SHARES REGARDING THE LEGALITY OF AN INVESTMENT IN THE RIGHTS EQUITY SHARES BY SUCH OFFEREE OR PURCHASER UNDER ANY APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS.

BANKER TO THE ISSUE: ICICI Bank Limited.

MONITORING AGENCY: - India Ratings and Research Private Limited.

FOR RISK FACTORS AND OTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE LETTER OF OFFER AND ABRIDGED LETTER OF OFFER.

OTHER IMPORTANT LINKS AND HELPLINE: The Investors can visit following links for the below-mentioned purposes:
- Frequently asked questions and online/ electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Investors: **www.mdpl.in**;
- Updating of Indian address/ e-mail address/ mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company: **www.mdpl.in**;
- Updating of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form: **www.mdpl.in**;
- Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non-resident Eligible Equity Shareholders: **www.mdpl.in**;

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

Lead Manager to the Issue
VC CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED
CIN: U67120WB2005PTC106051
SEBI REGN. No.: INM000011096
Validity of Registration: Permanent
Contact Person: Ms. Urvi Belani/ Mr. Premjeet Singh
31, Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Suite No.- 2C, Kolkata - 700013
Tel. No.: (033) 2225-3940
Email: mail@vccorporate.com
Website: www.vccorporate.com

Company Secretary and Compliance Officer
SKIPPER Limited
SKIPPER LIMITED
CIN: L40104WB1981PLC033408
Registered Office: 3A, Loudon Street, 1st Floor, Kolkata - 700017
Telephone No.: (033) 2289 5731/ 5732
Fax No.: (033) 2289 5733
Contact Person: Ms. Anu Singh (Company Secretary & Compliance Officer)
E-mail id: anu.singh@skipperlimited.com
Website: www.skipperlimited.com

Registrar to the Company & Registrar to the Issue
MAHESHWARI DATAMATICS PRIVATE LIMITED
CIN: U20221WB1982PTC034886
SEBI REGN. No.: INR000000353
Validity of Registration: Permanent
Contact Person: Mr. Ravi Kumar Bahl
23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700001
Tel. No.: 033 2243 5029; **Fax No.:** 033 2248 4787
Email: mdpldc@yahoo.com
Website: www.mdpl.in

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s). e-mail address of the Sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.

Date : 29.01.2024
Place : Kolkata

For, Skipper Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Anu Singh
(Company Secretary and Compliance Officer)

একইদিনে মুখ্যমন্ত্রী ও রাহুল গান্ধির সফর ঘিরে উর্ধ্বমুখী মালদার রাজনৈতিক পারদ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় একইদিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির সফরকে ঘিরে উর্ধ্বমুখী জেলার রাজনীতির পারদ। ৩১ জানুয়ারি বুধবার দুপুরে ইংরেজবাজার শহরের জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠেই অনুষ্ঠিত হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রশাসনিক বৈঠক। তার ঠিক উল্টোদিকে চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুরে ভারত জড়ো ন্যায়যাত্রায় অংশ নেবেন সাংসদ তথা সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। ইতিমধ্যে যে রাস্তা দিয়ে রাহুল গান্ধির পদযাত্রা যাবে, সেখানে এআইসিসির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা তদারকি করে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে স্পেশ্যাল প্রটেকশন গ্রুপ (এসপিজি) একটি টিমও হরিশ্চন্দ্রপুরে এসে পরিস্থিতি তদারকি করেছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাহুল গান্ধির পদযাত্রাকে স্বাগত জানাতে হরিশ্চন্দ্রপুরে জোর কদমে চলছে কংগ্রেসের প্রস্তুতি। ৩১ জানুয়ারি সকাল এগারোটা নাগাদ কটিহার-লাভা ৩১ নং জাতীয় সড়ক ধরে মালদায় প্রবেশ করবে রাহুল গান্ধির পদযাত্রা। বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী এলাকা মোহড়াপাড়া থেকে শুরু করে খোপাকাটি ও তেলজায়া মোড় হয়ে ভালুকায় পৌঁছবে এই পদযাত্রা। রাহুল গান্ধিকে স্বাগত জানাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সাদলিচক গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহড়াপাড়ায় চলছে জোড় প্রস্তুতি। তৈরি হচ্ছে স্বাগতম প্রবেশদ্বার ও মঞ্চ। বাংলা ও বিহারের কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা দফায় দফায় এসে প্রস্তুতি পর্ব পরিদর্শন করে যাচ্ছেন। মালদার মানুষ রাহুলকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। রাহুলের কর্মসূচিতে জনপ্লাবন হবে বলে মনে করছেন কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। দলের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ৩১ জানুয়ারি রাতে মালদায় থাকার পরিকল্পনা রয়েছে সাংসদ রাহুল গান্ধির। মালদা জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান বলেন, ভারত জড়ো ন্যায়যাত্রায় কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি মণিপুর থেকে শুরু করেছেন। সেই যাত্রা এবার মালদায় প্রবেশ করতে চলেছে। তার আগে থেকে আমরা গোটা হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকা বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে তুলে ধরেছি। এদিকে একই দিনে ইংরেজবাজার শহরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রশাসনিক বৈঠক ঘিরেও শুরু হয়েছে ব্যাপক তৎপরতা। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, বুধবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রশাসনিক বৈঠক হবে। তার আগে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রশাসনিক বৈঠক শেষ করেই মালদায় প্রবেশ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। মালদার কর্মসূচি শেষ হওয়ার পরেই মুর্শিদাবাদে রওনা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।

কোর কমিটির বৈঠক মধ্যমগ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: বুথ লেভেলের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে হবে তারা আগামী লোকসভা নির্বাচনের জন্য কতটা প্রস্তুত। চতুর্থ কোর কমিটির বৈঠক শেষে এমনটাই জানালেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কোর কমিটির চেয়ারম্যান নির্মল ঘোষ। তিনি আরও বলেন, এবার যে ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়েছে তাতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে দেখা গেছে ১ লক্ষ ৪৭ হাজারের কিছু বেশি নতুন ভোটারের নাম উঠেছে। আর ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ভোটারের নাম কাটা গেছে ও অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। তাতে আমাদের মনে হয় ভোটার তালিকা নির্ভুল হয়নি। সেক্ষেত্রেও বুথে বুথে কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তালিকা নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিলিয়ে দেখতে। কোনও ভুল থাকলে তা লিপিবদ্ধ করে কোর কমিটিকে জানাতে হবে। এই কাজ খুব দ্রুত করতে হবে। ভুল ত্রুটি পাওয়া গেলে সেগুলি আমরা নির্বাচন কমিশনের নজরে আনব। এছাড়াও দলের কয়েকটি পদ ফাঁকা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সেগুলির ক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে যে নাম প্রস্তাবিত হবে সেগুলি নিয়ে রাজ্য স্তরে পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানান নির্মল ঘোষ। সোমবার কোর কমিটির মিটিং হয় মধ্যমগ্রাম জেলা দলীয় কার্যালয়ে। এদিনের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির আহ্বায়ক তথা রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, কমিটির চেয়ারম্যান নির্মল ঘোষ, বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বিশ্বজিৎ দাস, বীণা মণ্ডল, হাজী নরুল ইসলাম, গোপাল শেঠ, মমতা ঠাকুর, এটিএম আব্দুল্লা, তাপস দাশগুপ্ত। প্রায় ঘণ্টা আড়াই রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলে। বৈঠকে দলীয় কাজকর্ম নিয়েও আলোচনা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রের সমস্যা কাটিয়ে সকল দলীয় কর্মীদের নিয়ে একযোগে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়।

বিধায়ক রাস্তা মেরামতের ঘোষণার পরও কাজ না হওয়ার দাবি, অবরোধ এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বছর কয়েক আগে বিধায়ক নারকেল ফাটিয়ে রাস্তা মেরামতির কাজের সূচনা করলেও আজও সে কাজ শুরু হয়নি বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, গত পাঁচ বছর ধরে প্রাণ হাতে করে বেহাল সড়ক ধরে যাতায়াত করতে হচ্ছে রোগী থেকে স্কুল পড়ুয়া সকলকেই। প্রতিবাদে সোমবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হল বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। পথ অবরোধে নামতেই প্রশাসনিক আশ্বাস মিলল। কিন্তু বাঁকুড়ার সারেঙ্গা ব্লকের শুখাডালি থেকে তেলিজাত যাওয়ার সাড়ে চার কিলোমিটার রাস্তার হাল ফিরবে কবে, প্রশ্ন থেকেই গেল বলে দাবি।

স্থানীয়দের দাবি, বাম সরকারের আমলে জঙ্গলমহলে অনুন্নয়নের কথা বারবার শোনা গিয়েছে বিরোধীদের মুখে। রাজ্যে পালাবদলের পর সেই বিরোধীরাই যখন মসনদে, তখন খোদ মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোনা গিয়েছে জঙ্গলমহলের ঢালাও উন্নয়নের কথা। কিন্তু গত ৫ বছর ধরে সেই উন্নয়নের বেহাল অবস্থার সাক্ষী বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের সারেঙ্গা ব্লকের অন্যতম মাওবাদী প্রভাবিত এলাকা তেলিজাত সহ চার পাঁচটি গ্রাম। তেলিজাত গ্রামে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম শুখাডালি তেলিজাত সড়ক। পাকা সেই রাস্তা বছর পাঁচেক আগে ভেঙে যায়। পিচ উঠে জায়গায় জায়গায় তৈরি হয় বড়বড় গর্ত। বারেবারে গ্রামবাসীরা দাবি জানানোয় ২০২০ -২১ সালে তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক বীরেন্দ্রনাথ টুডু ওই রাস্তা মেরামতির আশ্বাস দেন। ঘটা করে নিজে হাতে নারকেল ফাটিয়ে রাস্তা মেরামতির কাজের সূচনাও করেন। কিন্তু মেরামতির কাজ আজও শুরু হয়নি বলে দাবি।

আরও দাবি, গ্রামবাসীদের চাপে প্রশাসন কখনও ভাঙা পিচের রাস্তায় দু'- এক ট্রাক্টর মোরাম দিয়েছে বটে, কিন্তু রাস্তার হাল ফেরেনি। ফলে নিত্যদিন ওই রাস্তায় লেগে থাকে দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে স্কুল পড়ুয়ার সাইকেল থেকে প্রসূতির অ্যাম্বুল্যান্স। সরকারি এই টালবাহানার প্রতিবাদে ও দ্রুত রাস্তাটি মেরামতির দাবিতে এদিন শুখাডালি মোড়ে পথ অবরোধ করেন বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপির কর্মীরা। ঘণ্টাখানেক অবরোধ চলার পর বিডিও অবরোধস্থলে এসে অবরোধকারীদের আশ্বাস দেন। সেই ভরসায় অবরোধ তুলেও নেন এবিভিপি কর্মীরা। কিন্তু রাস্তা মেরামত কি আদৌ শুরু হবে, হলে কবেই বা শুরু হবে সেই কাজ প্রশ্ন থেকেই যায়। এবিভিপি অবশ্য হুঁশিয়ারি দিয়েছে এবার তেলিজাত শুখাডালি রাস্তা মেরামত করা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভায় বিজেপির এমপি-বিধায়কদের না ডাকার অভিযোগে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ১ ফেব্রুয়ারি, নদিয়ার শান্তিপুরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে বিজেপির বিধায়ক এমপি এবং পঞ্চায়েত সমিতির কোনও জনপ্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে অভিযোগ। সোমবার দুপুরে এই অভিযোগ তুলে নদিয়ার ফুলিয়ার বিডিও অফিসে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে বিজেপি। যদিও বিজেপির এই কর্মসূচিকে নাটক বলে কটাক্ষ করে তৃণমূল কংগ্রেস।

বিজেপির দাবি, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখে শান্তিপুরে আসতে চলেছে নমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু সেখানে বিজেপির কোনও প্রশাসনিক কর্তা থেকে এমপি ও বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী এখানে প্রশাসনিক সভা করতে আসছেন নাকি দলীয় কর্মসূচি করতে আসছেন, এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ, গত ১৬ সালে শান্তিপুর কালনার গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্রিজের জন্য বরাদ্দ হয় ১ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। চাষিদের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করা হলেও, সেই ব্রিজ আজও তৈরি হয়নি। ব্রিজের টাকা গেল কোথায়। বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের প্রশাসনিক সভায় না ডাকার কারণ এই সমস্ত অভিযোগ যদি তুলে ধরা হয়, সেই ভয়ে বিজেপি এমপি বিধায়কদের ডাকা হয়নি। বিজেপির বিস্ফোরক অভিযোগ, ১৪ হাজার বার্ধক্য ভাতা বন্ধ রয়েছে, এই টাকা অবিলম্বে বরাদ্দ করতে হবে।

অন্যদিকে বিজেপির এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নদিয়া জেলার তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তপন সরকার কটাক্ষ করে জানান, একটি ব্যস্ততম দপ্তরের সামনে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে নাটক করছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভাতে কাকে ডাকা হবে আর কাকে ডাকা হবে না তার সিদ্ধান্ত নেবে প্রশাসন। বিজেপির এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নদিয়ার রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক তথা রানাঘাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বরা।

বিপদজনক ব্রিজ সংস্কার না হওয়ায় অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিপদজনক ভাঙা ব্রিজ সংস্কারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কয়েক মাস অতিক্রান্ত। সংস্কার হয়নি ব্রিজ। তাই দ্রুত ব্রিজ সংস্কার অথবা কাঠের ব্রিজের দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ গ্রামবাসীর। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগের আরান্ডী বাসস্ট্যান্ডে। পথ অবরোধের জেরে মায়াপুর গড়েরঘাট রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে পথ অবরোধ চলে। অবরোধকারীদের দাবি, কয়েক মাস আগে আরান্ডী ও মাধবপুরের সংযোগকারী ব্রিজটি ভেঙে পড়ে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্রিজ সংস্কার করা হবে এবং একটি কাঠের ব্রিজ করে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও কাজই হয়নি। এই জন্য মায়াপুর গড়েরঘাট রাজ্য সড়ক অবরোধ করে আট থেকে দশটি গ্রামের মানুষ। জানা গেছে, মায়াপুর থেকে রামনগরগামী রাজ্য সড়কের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কানা দ্বারকেশ্বর। এই নদীর উপরেই বাম আমলে তৈরি হয় একটি পাকা ব্রিজ। এই ব্রিজের উপর কয়েকশো কৃষক এবং প্রায় ২৪-২৫টি গ্রামের মানুষ নির্ভরশীল। ব্রিজের ফাটল দেখা দেওয়ায় চাষিদের বোরো ধান খামারে তুলতে সমস্যা হয়। এই সেতুর ওপর দিয়ে ছোট ট্রাক্টর টোটো, ইঞ্জিন ভ্যান ও বাইক চলাচল করে। অনির্দিষ্টকালের জন্য যান চলাচল ও যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে গ্রামবাসী অরূপ মাল বলেন, সিপিএমের সময়ে এই ব্রিজটা হয়েছিল, বর্তমানে প্রশাসনের অবহেলার জন্য আজকে এটা ধসে পড়েছে। চাষিদের অতিরিক্ত খরচ করে জমি থেকে ধান তুলে বাড়ি নিয়ে যেতে হচ্ছে। প্রশাসনের কাছে বারবার

অনুরোধ করেও কোনো কাজ হয়নি। বাধ্য হয়ে আমরা গ্রামের মানুষ অবরোধের সামিল হয়েছি। পাশাপাশি বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সহ-সভাপতি হেমন্ত বাগ বলেন, আমরা গ্রামবাসীর স্বার্থে অস্থায়ী কাঠের ব্রিজ করার দাবি জানাচ্ছি। এই বিষয়ে আরামবাগের বিডিও সুব্রত মল্লিক বলেন, ব্রিজ সংস্কারের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই বিষয়ে মাধবপুর অঞ্চলের প্রধান খাদেমুল ওহাব বলেন, ব্রিজ সংস্কারের বিষয়ে আমরা উচ্চ প্রশাসনকে জানিয়েছি। অপরদিকে আরান্ডী এক নম্বর অঞ্চলের প্রধান তেকদিরা খাতুন জানান, ব্রিজটি আমাদের এলাকার হলেও আজ পর্যন্ত ব্রিজ ও রাস্তা তৈরি করে মাধবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। তাই আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। তবে এলাকার মানুষের স্বার্থে আমরা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব। এদিন আরামবাগ থানার পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং অবরোধ উঠে যায়।

ভালুকা গেস্টহাউসে পাওয়া যায়নি রাহুল গান্ধির মধ্যাহ্নভোজনের অনুমতি, শুরু রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভারতজড়ো ন্যায়যাত্রায় মালদায় প্রবেশ করার সময় সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধিকে সরকারি গেস্ট হাউসের মধ্যাহ্নভোজনের অনুমতি দিল না জেলা প্রশাসন। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই শুরু হয়েছে তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক। জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের ভালুকা গেস্ট হাউসটি সেচ দপ্তরের অধীনস্থ। সেখানেই সাংসদ রাহুল গান্ধির মধ্যাহ্নভোজনের কথা রয়েছে। কিন্তু এখন নানান অজুহাত দেখিয়ে সেই গেস্ট হাউসের অনুমতি দেওয়া হয়নি। আসলে আধিকারিকেরা ভয় পেয়ে গিয়েছে।

জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, এতদিন কংগ্রেস ঘুমিয়েছিল। লোকসভা ভোটের আগে ঘুম ভেঙেছে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মেলার উদ্বোধনে আসছেন মন্ত্রীরা। এমনকী মুখ্যমন্ত্রীও ৩১ জানুয়ারি মালদায় আসছেন। ফলে আগে থেকেই সমস্ত গেস্ট হাউসগুলি বুক হয়ে রয়েছে। উল্লেখ্য, ৩১ জানুয়ারি চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুরে ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধির র‍্যালি হবে। বিহার থেকেই সরাসরি হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রবেশ করবে রাহুল গান্ধির র‍্যালি। এরপরই হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকা এলাকার সেচ দপ্তরের গেস্ট হাউসে সাংসদ রাহুল গান্ধির মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করার উদ্যোগ নিয়েছিল জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। কিন্তু এখনো পর্যন্ত রাহুল গান্ধির বিশ্রাম এবং মধ্যাহ্নভোজনের কোনো রকম অনুমতি দেয়নি প্রশাসন বলে অভিযোগ। এই ঘটনাটি সামনে আসতেই চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে।

উল্লেখ্য, ৩১ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর মালদা সফরকে ঘিরে আগে থেকেই জেলার সমস্ত গেস্ট হাউসগুলি বুক হয়ে রয়েছে। কারণ, সেইসব গেস্ট হাউসে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও মন্ত্রীরা থাকবেন। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে এখন গেস্ট হাউসের অনুমতি দেওয়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে।

জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন বিধায়ক অর্জুন হালদার বলেন, ভালুকায় সেচ দপ্তরের অধীনস্থ মহানন্দা এমব্যাংক মেন্টের যে গেস্ট হাউসটি রয়েছে, সেটা আমরা অনেকদিন আগে থেকেই অনুমতি নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম। যেহেতু এখন মুখ্যমন্ত্রী আসছে, ফলে হঠাৎ করে এই অজুহাত দেখিয়েই গেস্ট হাউস দেওয়া হচ্ছে না। আসলে আধিকারিকদের মধ্যে একটা ভয়, ভীতি ও আতঙ্ক কাজ করছে। ফলে তারা এই পরিস্থিতির মধ্যে সেই গেস্ট হাউস অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও রকম আগ্রহ দেখায়নি। পুরো বিষয়টি দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তৃণমূলের জেলার সহ-সভাপতি বাবলা সরকার বলেন, সামনেই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। তার আগেই স্কুল পড়ুয়াদের সুবিধার্থে বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষামূলক মেলা হচ্ছে। বিভিন্ন গেস্ট হাউসে সরকারি আধিকারিকেরা এসে উপস্থিত হচ্ছেন। এছাড়াও রাহুল গান্ধির সফরের দিন মুখ্যমন্ত্রীর মালদায় প্রশাসনিক বৈঠক রয়েছে।

ঝাড়গ্রামে অনাথ শিশুদের জন্য ফ্রি কোচিং সেন্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ৫৪ জন অনাথ শিশুকে শিক্ষিত করে তুলতে ঝাড়গ্রামের জিতুশোলে চালু হল বিনামূল্যে কোচিং সেন্টার ও পাঠাগার। দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের অসহায়তার পাশে দাঁড়াতে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোচিং সেন্টার ও পাঠাগার চালু করার উদ্যোগ নেয় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পিত্রাশিষ ফাউন্ডেশন। ইতিমধ্যেই জিতুশোল গ্রামে বিকাশ ভারতী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ভবনে রেখে এই অনাথ শিশুদের পড়াশোনা ও নানা সংস্কৃতিক বিষয়ে পারদর্শী করে তুলছে সংস্থাটি। দুঃস্থ ও অনাথ ছেলেমেয়েদের মধ্যে শান্তনু টুডু, সীমান্ত সিং এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। কাঞ্চন সোরেন, রাকেশ সিং, খোকন মুর্মু, সমীর নায়েক, তারিন মাণ্ডি, কৃষ্ণপদ সিং লায়া, বলরাম সিং লায়া, অজয় সিং, মানব মাহাতো এরা আগামী বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে। অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা এখানে বিনা পারিশ্রমিকে তাদের পড়াশোনায় সাহায্য করছেন। পড়াশোনার বাইরের দুনিয়ার নানা খবর জানতে ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবসে চালু করা হয়েছে নতুন পাঠাগার। যেখানে বর্হির্জগতের খবরের সন্ধানে রাখা হয়েছে সাধারণ জ্ঞানের বই, গল্প, উপন্যাস সহ নানা পত্র-পত্রিকা। সংস্থাটি প্রজাতন্ত্র দিবসে ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালে প্রসূতি মা ও শিশুদের মধ্যে প্রোটিন পাউডার ও শুকনো খাবার বিতরণ করেছে। আদিবাসী ও দারিদ্র্য অধ্যুষিত মানাপাড়া ও মাদাপাড়া গ্রামে শিশুদের শিক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়ে খাতা-পেন সহ বিভিন্ন শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়। মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনায় স্যানিটারি ন্যাপকিন ও সাবান এবং বিশেষভাবে শারীরিক সক্ষম শিশুদের হুইল চেয়ার ও বয়স্কদের ওয়াকিং স্টিক দেওয়া হয়।

বাজি ক্লাস্টারের জমি চিহ্নিতকরণ শুরুর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই হাওড়ায় বাকি ক্লাস্টার তৈরির কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে বিশেষ সূত্রে। সূত্রের খবর, এই ক্লাস্টার তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই জমি চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। সোমবার জমি চিহ্নিতকরণের জন্য উলুবেড়িয়া গ্রোথ সেন্টার এলাকায় আসেন সারা বাংলা আতসবাজি উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায় সহ এক প্রতিনিধি দল। উলুবেড়িয়া গ্রোথ সেন্টার এলাকায় এসে কয়েকটি জমি চিহ্নিতকরণ করেন বলে জানা গিয়েছে। তবে ঠিক কোন জমিতে বাজি ক্লাস্টার তৈরি হবে তা কয়েকটি পদ্ধতির পর স্থির হবে বলে জানান তিনি।

পাশাপাশি তিনি বলেন, 'রাজ্যে ১৬ -১৮টি বাজি ক্লাস্টার তৈরি হবে। ইতিমধ্যেই বাজি শিল্পীদের ট্রেনিং দেওয়ার কাজ চলছে। যাদের নিজস্ব কোনও কারখানা নেই, তারাই বাজি ক্লাস্টারে জায়গা পাবেন।' উল্লেখ্য, আতসবাজির ক্ষেত্রে এ রাজ্যের শিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিপণনের উদ্দেশ্যে এই ক্লাস্টার তৈরি করার পরিকল্পনা নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এর ফলে বেআইনি ভাবে বাজি তৈরি বন্ধ হবে বলেও দাবি করেন বাবলাবাবু।

বাগদা ট্রাফিক গার্ডের নতুন অফিসের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদা ট্রাফিক গার্ডের নতুন অফিসের উদ্বোধন করলেন বনগাঁর পুলিশ সুপার জয়িতা বোস। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের ৪ তারিখে বাগদাতে নতুন করে ট্রাফিক গার্ডের সূচনা করা হয়েছিল কিন্তু এতদিন বাগদার ট্রাফিক গার্ডের জন্য কোনও ভবন ছিল না। সোমবার বনগাঁ জেলার পুলিশ সুপার জয়িতা বোস হেলেঞ্চাতে বাগদা ট্রাফিক গার্ডের নতুন অফিসের উদ্বোধন করেন। এই বিষয়ে বনগাঁর পুলিশ সুপার জয়িতা বোস বলেন, বনগাঁ বাগদা সড়ক সহ বাগদার ট্রাফিক সামলানোর জন্য আমরা নতুন করে বাগদার ট্রাফিক গার্ডের শুভ সূচনা করেছিলাম অক্টোবর মাসের ৪ তারিখে। এতদিন কোনও ভবন ছিল না,নতুন করে এই ভবনের উদ্বোধন করা হল এবং আগামীতে বাগদা এলাকায় যাতে দুর্ঘটনা কমানো যায় সেই কারণেই ট্রাফিক গার্ড বাগদা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রচারের অংশ হিসাবে বাগদা ট্রাফিক গার্ড করা হয়েছে।

মাটির অভাবে বন্ধের মুখে ইটভাটা, কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কায় বহু শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মাটির অভাবে বন্ধের মুখে ইটভাটা, কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কায় বহু শ্রমিক। হুগলির আরামবাগ মহকুমায় ইটভাটাগুলি মাটির অভাবে ভাটা মালিকরা বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে বহু শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। যার ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন ইটভাটা মালিক থেকে শ্রমিকরা।

এই বিষয়ে হুগলির ইটভাটা মালিকদের দাবি, বিগত পাঁচ বছর মাটি না তুলতে দেওয়ার কারণে ভাটাগুলি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। করোনাকালে প্রায় অনেক শ্রমিকেরই কাজ হারিয়েছে। আস্তে আস্তে কাজ চললেও কিন্তু প্রশাসনের নির্দেশিকা মাটি না তোলায় মহকুমায় চারটি থানা গোঘাট পুড়শুড়া খানাকুল এবং হুগলির আরামবাগে কমবেশি ৪০টি থাকলেও, ২০টি ইটভাটা বন্ধ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বহু দূর দূরান্ত থেকে শ্রমিক কাজে এলেও তাঁদেরও কাজ থেকে বাধ্য হয়ে ছাড়াতে হয়। বারবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

অন্যদিকে এক শ্রমিকের দাবি, 'বর্তমান দিনে কাজ পাওয়া খুবই কষ্টকর। কোনও রকমে ইটভাটাগুলিতে বহুদিন থেকেই কাজ করতাম। কিন্তু মাটি না তুলতে দেওয়ার কারণে ইট আর তৈরি হচ্ছে না ভাটাগুলিতে। ধীরে ধীরে তৈরি করা ইট, তাও প্রায় শেষের দিকে। মালিকরা আর হয়তো ভাটা না চললে কাজে রাখবে না তা হলে কী ভাবে সংসার চালাব।' এই নিয়ে হাজার হাজার শ্রমিকরা ভেবে কুল পাচ্ছেন না। সবমিলিয়ে এখন দেখার সরকার কী ইটভাটা মালিকদের মাটি তোলার জন্য নির্দেশিকা দেবে এবং শ্রমিকদের রুটি রোজগার থাকবে না। এভাবেই সবকিছু হারাতে হবে ভাটা মালিক থেকে শ্রমিকদের

গোঘাটের পশ্চিম অমরপুরে নিকাশি জটে অনিশ্চয়তা রেল প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তারকেশ্বর থেকে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে গোঘাটের ভাবাদিঘির জট এখনও কাটেনি। তবে গোঘাটের পশ্চিম অমরপুরে জমির দাম সংক্রান্ত সমস্যা অনেকটাই মিটেছে। কিন্তু চাষিদের দাবি জল নিকাশি সহ আরও দশ দফা দাবি না মিটলে আন্দোলন জারি থাকবে। আর এই নিয়েই অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। হুগলির গোঘাটের পশ্চিম অমরপুর এলাকার জমিদাতারা জল নিকাশি, জমির নায্য মূল্য, নিকাশি-সহ এগারো দফা দাবি নিয়ে 'রেল চালাও, গ্রাম বাঁচাও' কমিটির সদস্যরা ২০১০ সাল থেকে আন্দোলন করছেন। প্রশাসনের তরফে জমি দাতাদের কাঠাপিছু ৯২ হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই টাকা না নেওয়ার সিদ্ধান্তে তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর রেল নির্মাণের কাজ নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তারকেশ্বর আরামবাগ হয়ে গোঘাট পর্যন্ত ৩৩.৯৪ কিমি কাজ সম্পূর্ণ হয়ে ট্রেন চলাচল করছে। উল্টোদিকে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থেকে ময়নাপুর পর্যন্ত ২২.৪৮ কিমি কাজও সম্পূর্ণ হয়ে ট্রেন চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছে। গোঘাট থেকে ভাবাদিঘির ৯৫৩ মিটার বাদ দিয়ে কামারপুকুর পর্যন্ত ৫.৫৩ কিমি রেলপথের কাজ সম্পূর্ণ। এখন হুগলি জেলার মধ্যে কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত ৩.৩০ কিমি কাজ বাকি আছে। তারমধ্যে ০.৭৫৫ কিমি জমি রেলের হাতে এসেছে। এখনও ২.৫৪৫ কিমি জমি অধিগ্রহণ করা যায়নি। পশ্চিম অমরপুরের জমি দাতার টাকা না নেওয়ায় সেই কাজ নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হল। যদিও প্রশাসনের তরফে আন্দোলনকারীদের ন্যায্য মূল্যের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। ভূমি দপ্তরের তরফে কাঠাপিছু ৯২ হাজার টাকা ধার্য করে জমিদাতাদের নোটিস পাঠানো চলছে। সোমবার গোঘাট -২ ব্লক অফিসে প্রশাসনের তরফে শুনানির আয়োজন করা হয়েছিল। আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিরা শুনানিতে যোগ দেন। কিন্ত সব দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত চেক না নেওয়ার কথা জানান। কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ফটিক কাইতি বলেন, জমিদাতাদের দাবি মতো যে প্রশাসন যে অর্থ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে তাতে আমরা খুশি। কিন্তু মাঠের জল নিকাশি সমস্যার বিষয়টি নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা আমরা পাইনি। হলদি মৌজা থেকে পশ্চিম অমরপুর পর্যন্ত প্রায় এক কিমি এলাকা দামোদর নদ ও কংসাবতীর অতিরিক্ত জলে প্লাবিত হয়। রেল লাইন নির্মাণের পর জল পাস হতে না পারলে এই এলাকার বহু গ্রাম জলের তলায় ডুবে যাবে। জল নিকাশের জন্য আন্ডার পাস তৈরির নিশ্চয়তা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মহকুমা শাসক সুভাষিণী ই বলেন, পশ্চিম অমরপুরে জমিদাতাদের অর্থের দাবির সমস্যা মিটছে। নিকাশি সহ অন্যান্য দাবিগুলো খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কেওয়াইসির নামে প্রতারণা ফোনে, গায়েব তিন লাখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: অনলাইন প্রতারণার শিকার হয়ে সর্বস্ব সঞ্চয় হারালেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কর্মী। কেওয়াইসি করার নাম করে আবারও অনলাইন ব্যাংক প্রতারণার অভিযোগ। অভিযোগ, এক ফোনেই তিন লাখ টাকা গায়েব। এবার প্রতারণার শিকার হলেন উত্তরপাড়ার বছর ৭৭-এর বৃদ্ধ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। ঘটনায় চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার সেলের দ্বারস্থ হন ওই বৃদ্ধ।

এই বিষয়ে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যর দাবি, সিনিয়র সিটিজেন হিসাবে অ্যাক্সিস ব্যাংক থেকে বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায়, সেই কারণেই তিনি সেখানে অ্যাকাউন্ট করেছিলেন। তাঁর কাছে হঠাৎই ফোন আসে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কেওয়াইসি করানোর জন্য। তিনি প্রথমে ফোনে কেওয়াইসি করাতে নারাজ হলেও, খানিকটা জোর করে বিশ্বাস অর্জন করে প্রতারকরা। তারপরেই ফোনে তাঁকে বলা হয় একটি ছবি দেওয়ার জন্য। পরবর্তীতে তাঁর কাছে একটি ওটিপি পাঠানো হয়। সেই ওটিপি বলতেই মুহূর্তের মধ্যে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হয়ে যায় ৩ লক্ষ ৮ হাজার ৭০০ টাকা।

এই বিষয়ে চন্দননগর সাইবার থানার এক কর্তা জানান, বর্তমান সময়ের সাইবার ক্রাইম বেড়েই চলেছে। প্রতারকরা টার্গেট করছে বয়জ্যেষ্ঠ মানুষদের। এর থেকে বাঁচার জন্য একটাই উপায় রয়েছে, মোবাইল ফোনে ব্যাংক সংক্রান্ত কোনও নথি কারও সঙ্গে শেয়ার না করা। কোনও প্রয়োজন হলে সরাসরি ব্যাংকে গিয়ে যোগাযোগ করা উচিত।

সব ক্রেতা-ই কি পাঠক নাকি কেউ কেউ সুনডোকু ?

সুপ্রিয় দেবরায়

কলকাতা বইমেলার তারিখগুলি কাছাকাছি ঘনিয়ে আসলেই মনটা যেন আঁকুপাঁকু করে ওঠে একটা নস্টালজিয়া অনুভূতি নিয়ে। ইচ্ছে করে যেখানেই থাকি না কেন ছুটে যাই কলকাতায় এই মুহূর্তে। সেই স্কুলবয়স থেকে কলেজ জীবন, যখন বই কেনার সামর্থ্য ছিল না , কিন্তু ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখকে চাক্ষুষ দেখার অসীম কৌতূহল। দূর থেকে দেখতে পেতাম ওনাদেরকে বইয়ের স্টলগুলিতে বসে গল্প করতে। ছিল নতুন বইয়ের পাতা উল্টিয়ে যতটা পারা যায় স্টলে দাঁড়িয়ে পড়ে নেওয়ার ব্যগ্রতা। ছিল পাতাগুলি থেকে সুবাস, ঘ্রাণ নেওয়ার তীব্রতা। কৃত্তিবাস মঞ্চ থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখতে পেতাম পুরস্কার বিতরণ করতে, নতুন কবিদের। তখন বইমেলা হতো ময়দানে। পেতাম শীত শেষের ময়দানি রোদ্দুরে হাওয়া ধুলোর পাকে জড়িয়ে যাওয়া বইয়ের গন্ধ। এক মাথা থেকে আর একা মাথা পাঁক দিতে দিতে, স্টলগুলির লম্বা লাইনের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠলেও অন্তরটা ভরে যেত এক অনাবিল আনন্দে। এখন বইমেলা হয় সল্ট লেক বইমেলা প্রাঙ্গণে। বইমেলাতেই পাওয়া যায় দুষ্প্রাপ্য বইয়ের হদিশ, অনামি নতুন লেখক-লেখিকার বইয়ের খোঁজ। কিন্তু সম্প্রতি বিগত কয়েক বছর ধরে নজরে এসেছে, বেশির ভাগ লোকেরই আগ্রহ যেন বুকস্টলের থেকে খাবারের স্টল কিম্বা জুয়েলারি, হ্যান্ডিক্রাফট স্টলগুলির প্রতি। বইয়ের স্টলের সংখ্যা এখন অনেক। তার সাথে জুড়েছে বিবিধ সাংস্কৃতিক উপকরণ ও অনুষ্ঠান। কিন্তু দেখা যায় না বই-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত নানা বিষয়, সাহিত্যসভা, আলোচনা অথবা বিতর্ক। আরও কেন জানি না মনে হয়, বেশির ভাগ ক্রেতাই বোধহয় বইগুলি কিনছেন পড়ার তাগিদে নয় , বই সংগ্রহের নেশাতে। অনেকেই হয়তো দুষ্প্রাপ্য বইয়ের খোঁজে আসেন, কিন্তু আমাদের মতন সাধারণ মানের বেশিরভাগ মানুষের বইমেলাতে যাওয়া, কিছু না পড়া বইয়ের খোঁজে। বিমল মিত্রের একটি গল্পের প্রভাবে কি লোকের বইকেনা হঠাৎ করে বেড়ে গেল ? গল্পটিতে ভাইঝির বিয়ে ঠিক করতে এক পণ্ডিতমশাই জমিদার বাড়িতে গিয়ে সব পছন্দ হলেও বিয়ে দিতে রাজি হলেন না। কারণ একটাই , এত বড় ঘর, এত বৈভব, কিন্তু ঘরে কোথাও বইয়ের চিহ্ন নেই। কেন যে মনে হোল ঠিক জানি না, বেশির ভাগ মানুষের এখন বই পড়াটা নেশা নয়, ঘরে আলমারি ভরে বই রাখাটা একটা স্ট্যাটাস সিম্বল। কারণ বেশ কয়েক বছর ধরে বইমেলাতে দেখতে পেয়েছিলাম, বেশিরভাগ ক্রেতাই কোনও বিশেষ বইয়ের খোঁজ করছেন না। অনেকটা যেন হুজুগে যে কোনও লেখকের যে কোনও বই কিনছেন, আবার কারুর কারুর বিতর্কিত বইয়ের প্রতি বেশি আগ্রহ। কোভিড কারণে দু'বছর পর গতবছর কলকাতায় বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই বইমেলাতে নাকি ২০ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে। যদিও এটি সুখবর প্রকাশক ও লেখকদের জন্য, কিন্তু সংখ্যাটা একটু অবিশ্বাস্য রকম। এই সংখ্যাটি কি প্রকৃত পাঠকদের বইয়ের প্রতি অনুরাগ, নাকি হেতুটা কোভিড কারণে অথবা হুজুগে ক্রেতার ভিড়ে ? এই বছরও সদ্য বাঁকুড়াতে অনুষ্ঠিত বইমেলায় ৩০ লক্ষ, মুর্শিদাবাদে অনুষ্ঠিত বইমেলায় ১.২৭ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে। সংখ্যাগুলি বেশ আশাপ্রদ।

বইমেলাতে ক্রেতার অভাব নেই। কিন্তু তারা সবাই পাঠক কিনা সেটাই প্রশ্ন। সুনডোকু, জাপানি শব্দ। অর্থাৎ যারা প্রচুর অপঠিত বইয়ের মালিক। বই সংগ্রহ করা তাদের নেশা। এই কথাটির উদ্ভব ঘটেছে ১৮৭৯ সালে। এক শিক্ষকের সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছিল, তিনি একজন সুনডোকু সেনসেই। ওনার অনেক বই ছিল, কিন্তু তিনি সেগুলো পড়তেন না। ১৮০৯ সালে ব্রিটিশ লেখক থমাস ফ্রগনাল ডিবডিন 'বিবলিওম্যানিয়া' শিরোনামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। তার দেওয়া সংজ্ঞানুসারে 'বিবলিওম্যানিয়া'র অর্থ হোল 'বই সংগ্রহের নেশা থামাতে না পারা।' এখন মানুষের অবসর ঢুকে গেছে ফেসবুকের নীল দুনিয়ায়, টুইটারের কিচিরমিচিরে, ইন্সটাগ্রাম নামের অনলাইন পল্লিতে। বছর পাঁচেক আগে বুকারজয়ী ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক জ্যাকবসন হাওইয়ার্ড বলেছিলেন, কুড়ি বছরের মধ্যেই ফেসবুক, টুইটার শিশুদের মূর্খ বানাবে। যে অবসরে মানুষ বইয়ের পাতা খুলে বসবে, সেই অবসর এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দখলে। একসময় মানুষের উদাস দুপুর কিম্বা বিষণ্ণ বিকেলগুলো দখল করে থাকত নানান বই , উপন্যাস, গল্প, কবিতা।

বিভিন্ন সমীক্ষায় জানা গেছে, যারা আজ সামাজিক মাধ্যমগুলোতে তাদের দিনের অধিকাংশ সময় কাটান, তারা বই পড়েন দিনে এক থেকে পাঁচ ঘণ্টা। আর যারা সামাজিক মাধ্যমের সাথে একদমই যুক্ত নন, তারা গড়ে বই পড়েন দিনে এগারো থেকে পনেরো ঘণ্টা। আবার এটাও জানা গেছে বিল গেট্ স প্রতি বছর গড়ে ৫০টি বই পড়েন। আমেরিকান এন্টারপ্রিউনার কোটিপতি মার্ক কোবেইন প্রতিদিন গড়ে ৩ ঘণ্টার বেশি বই পড়েন। অর্থাৎ ব্যস্ততা মানুষের বই পড়ার অভ্যাস কেড়ে নিতে পারে না। অনেককেই বলতে শুনি, ডিজিটাইজেশন ছাপার বই পড়ার ইচ্ছেটাকে ধীরে ধীরে কমিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ এটা ঠিক, অনলাইন সুযোগ করে দিয়েছে বই, সাময়িকী, পত্রিকাগুলিকে অনেক সহজলভ্য। তাই বলে কি প্রকৃত পাঠকেরা ছাপার বই পড়া ছেড়ে দিয়েছেন কিম্বা সকালে চায়ের পেয়ালার সাথে ছাপার অক্ষরে সংবাদপত্র পড়ছেন না ? পড়েছিলাম কিছুদিন আগে, পবিত্র সরকার রোজ ৪ টি বাংলা এবং ২ টি ইংরেজি সংবাদপত্র পড়েন। বাকিগুলি সময় পেলে অনলাইনে দেখে নেন। পথের পাঁচালীর কচি মেয়ে দুর্গা থেকে আশি বছরের ইন্দিরা ঠাকরুণ উভয়ের পরনেই শাড়ি। আজকের দুর্গারা স্কুল, কলেজ, কর্মক্ষেত্রে সালোয়ার কামিজ, জিন্স-টপ পরলেও , বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণে, পুজোতে শাড়ি পরেন। অর্থাৎ শাড়ি ছিল, আছে এবং থাকবে। ঠিক সেরকমই, প্রযুক্তির পিঠে সওয়ার হয়ে পৃথিবী ছুটলেও, ভালো ছাপার বই পড়ার আগ্রহ কোনোদিনই কমবে না।

পুরো বিশ্বে কে সবচেয়ে বেশি বই পড়েছে, সেটি জানা যায়নি। তবে ব্রিটেনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বই পড়েছেন সেখানকার ৯১ বছর বয়সী লুইজ ব্রাউন। ২৫ হাজারের বেশি বই পড়েছেন। এবং সেটাও গ্রন্থাগার থেকে নিয়ে। আর গ্রন্থাগারের বাইরে আর কত বই পড়েছেন, সেটার হিসেব নেই। ১৯৪৬ সালে বই পড়া শুরু করেন। এর পর থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ডজনখানেক করে বই পড়ে শেষ করেছেন। আর সময়মতন সমস্ত বই গ্রন্থাগারে ফেরতও দিয়েছেন।

নরডিক অঞ্চলের এক ছোট্ট দেশ আইসল্যান্ড। দ্বীপদেশটির দুই পাশে আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তরাংশ আর আর্কটিক সাগর। শীতপ্রধান দেশটির আয়তন ৪০ হাজার বর্গমাইলের মতন। বাস করে মাত্র তিন লাখের কিছু বেশি মানুষ। বই পড়ার হারে বিশ্বের সবচেয়ে এগিয়ে এই ছোট্ট বরফের দেশটি। এখানকার মানুষ গড়ে সবচেয়ে বেশি বই পড়ে।

ব্যায়াম যেমন আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখে, তেমনই বই পড়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের মনকে সুস্থ ও আনন্দিত রাখতে পারি। বই পড়া মানুষের অ্যালজাইমার রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। একটি ভালো বই মানুষের মনশ্চক্ষু যেমন খুলে দেয়, তেমনই জ্ঞান ও বুদ্ধিকে বিকশিত করে। বই-ই হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, এর সঙ্গে পার্থিব কোনও সম্পদের তুলনা হয় না। একটি ভালো বই থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কখনও নিঃশেষ হবে না, তা চিরকাল হৃদয়ে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রাখবে।

পাঠক, লেখক, প্রকাশক সারা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন এই বইমেলার মিলনমেলায় মিলিত হতে। এই লেখাটি যখন প্রকাশিত হবে, দুই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। আমরা যেন এই মেলাতে ক্রেতার থেকে পাঠকেই পরিণত হই, সুনডোকুতে নয়। কবিগুরু লিখেছিলেন, বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেওয়া সাঁকো। বই অতীত থেকে ভবিষ্যৎ, নিকট থেকে দূরে, প্রান্ত থেকে অন্তে, যুগ থেকে যুগান্তরে আলো ছড়ায়।

শুধু জন্ম দিলেই কি বাবা-মা হওয়া যায় ?

আজহার মাহমুদ

বাবা-মা এই শব্দগুলোর মহত্ব অনেক বিশাল। আমাদের যাদের বাবা-মা নেই আমরা বুঝি বাবা-মা আসলে কি। জীবনে বাবা-মায়ের মূল্য এবং গুরুত্ব কতখানি সেটা বোধহয় আলোচনা করার প্রয়োজন পড়ে না এখন। আমরা সকলেই এই বাবা-মায়ের গুরুত্ব জানি। যাদের বাবা-মা দুজনই নেই কিংবা দুজনের একজন নেই তাদের সাথে আলাপ করলেই বুঝা যায় এই শুন্যতা কতখানি। তাদের ব্যাথা-বেদনার ভাষায় আপনি বুঝতে পারবেন আমাদেও জীবনে এই নাম দুটির প্রয়োজনীয়তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বাবা-মায়ের অভাব কখনোই পূরণ হবার নয়। আমাদের জীবনের প্রতিটি বাকে বাকে বাবা-মায়ের অবদান অপরিসীম। জন্ম দেয়া থেকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত যতদিন বাবা-মা থাকবে ততদিনই সন্তানের মাথায় অদৃশ্য এক ছায়া থাকে। বাবা-মা বিপদে সাহস দেয়, খারাপ সময়ে পাশে থাকে, নিজেরা না খেয়ে আমাদের খেতে দেয়। অনেক অনেক ক্ষেত্রে সন্তানের জন্য জীবনও উৎসর্গ করে দেয় বাবা-মা। আসলে এতো অল্প কথায় বাবা-মাকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আমার নেই।

আমরা প্রায়ই একটা প্রচলিত বাক্য শুনে থাকি, পৃথিবীতে নারী-পুরুষ সবাই খারাপ হতে পারে তবে কোনো বাবা কিংবা মা সন্তানের জন্য খারাপ হতে পারে না। আরও সহজ করে বললে বলা যায়, সব জন্মদাতা-দাত্রী খারাপ কিন্তু একটাও বাবা-মা খারাপ নয়।

তাহলে বাবা-মা কারা? আসুন আমরা আজ বাবা আর মা কাকে বলে সেটাও জানি। আমরা সাধারণত জন্মদিলেই তাদের বাবা-মা বলে ডাকি। এটাই ধর্মীয়, সামাজিক নিয়ম এবং বাস্তবতা। আমাদের জন্মদাতা বাবা আর জন্মদাত্রী মা। এই নিয়মেই চলি। কিন্তু এটা আসলে সবসময় এই সমাজের নিয়মের সাথে মেলে না। এর কারণও সহজ। আমরা সংবাদে দেখি, চারপাশে নানান ঘটনায়ও দেখি জন্ম দিয়ে সন্তানকে ডাস্টবিনে ফেলে রেখে যায়। আমরা দেখি জন্ম দিয়ে সন্তানকে মেরে ফেলে। আমরা এমনও খবর দেখি নিজের মেয়েকে বাবা ধর্ষণ করে। টাকার কাছে সন্তানকে বিক্রি করে দিতেও দেখি। এমন অহরহ সংবাদ আমরা দেখি নিয়মিত।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে তারা কি বাবা-মা? তাদের বাবা-মা না ডাকলে কি পাপা হবে? অন্তত আমার কাছে কখনোই তারা বাবা-মা নন। তাই আমার ভাষায়, জন্ম দিলেই বাবা-মা হওয়া যায় না। বাবা-মায়ের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। বাবা মানে বটগাছ। যার ছায়ায় সন্তানরা বেড়ে উঠে। মা মানেই নিরাপদ আশ্রয়। মায়ের আচলের নিচে সন্তান সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। অথচ এখনকার কিছু কিছু জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীদের নিয়ে সংবাদে বড় অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা শুনি। সন্তানকে কেটে বস্তায় ফেলে রাখে, সন্তানকে রাগেরবশে আছাড় মারে, সন্তানকে ধর্ষণ করে। পত্রিকায় যখন সংবাদ আসে, বাবার হাতে সন্তান খুন কিংবা মায়ের আঘাতে সন্তানের মৃত্যু তখন খুব কষ্ট পাই। আঘাত লাগে হেডলাইন পড়ে। কেন তাদের বাবা-মা উপাধি লাগানো হয়? কেন সমাজ তাদের বাবা-মা বলে সম্বোধন করে। বাবা-মায়েরা কি আসলে এমন হয়? কোনো বাবা কি তার সন্তানতে ধর্ষণ করতে পারে? তারা বাস্তবিক অর্থে শুধুই জন্মদাতা ও জন্মদাত্রী। কিন্তু কোনো ভাবেই তারা বাবা-মা নন।

একজন বাবা-মায়ের জীবনে সন্তানই সব। বাবা আর মা শব্দটাই সৃষ্টি হয়েছে সন্তানের জন্য। বাবা-মায়ের পৃথিবী জুড়েই বসবাস করার কথা সন্তানের। কারণ সন্তান-বাবা-মা এসব একে অপরের পরিপূরক। তাই পৃথিবীতে জন্মদাতা অনেক থাকলেও বাবা-মা যে অনেক আছে সেটা বলা যাবে না। সেইসাথে জন্মদিলেই তিনি যে বাবা-মা হয়ে যাবেন সেটাও নয়। আপনি ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিতে পারেন কিংবা এটার দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। তবে আমি বাস্তবতাই তুলে ধরলাম। সমাজের দৃষ্টকোণ থেকে বিচার করতে গেলে এটাই বাস্তবতা।

কতশত জন্মদাতার সন্তানের বাবা-মা ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ-মহিলা হচ্ছেন সেটা আমরা নিশ্চই জানি। আপনি আমি যেটাকে ভদ্র ভাষায় দত্তক বলে থাকি। এই সমাজে কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানেরও অভাব নেই। হাসপাতালেই সন্তান বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনা রয়েছে। শুধু কি তা-ই, সন্তানকে হত্যা করেও অনেকে রাগ নিবারন করে থাকেন। তাদের কি বাবা-মা বলা যায়?

আমাদের এই সমাজে আরও একটা বিষয় আমরা একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই দেখতে পাবো। সেটা হচ্ছে সন্তান জন্ম দেওয়ার উদ্দেশ্য। সন্তান যদি মেয়ে হয় অনেকেই বউকে মারধর করে থাকেন। কারণ সন্তানকে কাজে লাগানো যাবে না। টাকায় আয় করে খাওয়াতে পারবে না। যদিও দিনে দিনে সেটা কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে তবে এখনও এমন মানসিকতার মানুষ আমাদের সমাজে আছে। শিশু বয়স থেকেই সন্তানকে ভিক্ষা করতে পাঠানো, চা বিক্রি করতে পাঠানো, কাজে লাগিয়ে দেওয়া এই সবই সন্তানকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে জন্ম দেওয়ার উদাহারণ।

বাবা-মা হওয়া বড় কঠিন কাজ। যারা সন্তান জন্ম দিয়েই মনে করে বাবা-মা হয়ে গেছেন তারা হয়তো জানেন না একজন বাবা-মায়ের যে কত দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। সন্তানকে মানুষ করতে গেলে বাবা-মাকে অনেক বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয়। বর্তমান সময়ে সন্তানরা নষ্ট হয়ে যাওয়া, উগ্র হয়ে যাওয়া, নেশা করার পেছনে বাবা-মায়েরোই সবচেয়ে বেশি দায়ী।

প্রাত্যহিক কিছু আচরণ সন্তানদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায় এ কথাটা অনেকে ভুলে গিয়ে তাদের সামনেই ঝগড়া-ঝাটি কিংবা এমন কিছু করে ফেলে যা দেখে সন্তানেরা বিমর্ষ হয়ে যায়। অনেক অনেক ঘরে তো বাবা-মায়ের নিয়মিত ঝগড়া দেখেই সন্তানরা বড় হয়। আমি এমনও পরিবারের ঘটনা জানি, যে পরিবারের সন্তান মানসিকভাবে অসুস্থ হওয়ার পেছনে সরাসরিই তার বাবা-মাকে দায় দিয়েছে। সারাদিন ঝগড়ার সাথে যদি বাবা-মায়ের মারামারি দেখে অভ্যস্থ হয় সন্তান তাহলে সে সন্তান কখনোই সুস্থ থাকে না। সেইসাথে কাদের ঝগড়া থেকে যা শিখছে তা লোক-সম্মুখে বলতেও পারবে না।

এতো নোংরা নোংরা কথাবার্তা সন্তানদের সামনে যখন বাবা-মায়েরা উচ্চারণ করে তখন সন্তানরা আর সন্তান থাকে না। তাদের মানসিকতাও আর ঠিক থাকে না। এরা সমাজকে সেসবই উপহার দিবে যা তার জন্মদাতা-দাত্রী নিয়মিত তাকে দিচ্ছে। এছাড়াও বাবা-মা নামক সেসব মানুষের সন্তানের প্রতি অবহেলা, উদাসীনতা তো আছেই। আর ডিভোর্স হয়ে গেলে তো কোনো কথাই থাকে না। একদম দায়িত্ব শেষ। এইসব সন্তানরা নিজ যোগ্যতায় যতদিন চলতে পারে না ততদিন তাদের জীবনটা থাকে অভিশপ্ত কালো অধ্যায় হিসেবে।

শুধু এমনটাই নয়, অনেক সময় সন্তানদের ভিন্ন ভিন্ন চোখেও দেখা হয়। এসব বিষয়ও সন্তানদের নানা আঘাত করে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে। এখনকার সময়ে অনেক বাবা-মা নিজেদের অজান্তেই এই ভুলটি করছেন। একসন্তানের সামনে অন্য সন্তানকে অতিরক্ত আদর-ভালোবাসা এমনকি আবদারও পূরণ করে দেন অনেক বাবা-মা। একই ক্ষেত্রে অন্য সন্তানটিকে আবার অবহেলা করা হয়।

এতে সন্তানটি একদিকে যেমন মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে অন্যতিকে হতাশায় ভোগে। এক্ষেত্রে অনেক সময় হিংসা জন্মায়। এবং তার অন্য ভাই কিংবা বোনের ক্ষতিও করতে পারে। ইতোপূর্বে গণমাধ্যমে আমরা এমন সংবাদ দেখেছি। নিজের তুলনায় ছোট বোন আদর বেশি পায় বলে তাকে মেরে ফেলেছে বড় ভাই। এই যখন আমাদের সমাজের অবস্থা তখন দায়টা আমাদের সমাজের বাবা-মায়েদের উপরেই বর্তায়। যদিও আমি তাদের জন্মদাতা ও জন্মদাত্রী বলেই সম্বোধন করতে চাই। কারণ বাবা ও মা শব্দ দুটোই অনেক উচ্চমানের বাক্য। এটা তাদের জন্যই মানায় যারা সন্তানকে সন্তানের মতো করে লালন পালন করে থাকেন।

পরিশেষে বলতে চাই, সন্তান জন্ম দেওয়ার আগে ভাবুন আপনি বাবা-মা হওয়ার যোগ্যতা রাখেন কি-না। জন্মদাতা-দাত্রী হওয়ার যোগ্যতা থাকলেই বাবা-মা হওয়া যায় না। তাই আসুন প্রকৃত বাবা-মা হতে চেষ্টা করি। আমাদের সন্তানদের মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গিকার করি। তাদের অবহেলা যেন না করি। মনে রাখবেন আপনার সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করতে পারলেই আপনি সার্থক পিতা-মাতা।

অভিষেক ম্যাচে হার্টলি সোহাগ গাজী, ডু প্লেসিকে মনে করালেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: টম হার্টলি কি বাংলাদেশের সোহাগ গাজীকে চেনেন?

বছর দেড়েকের টেস্ট ক্যারিয়ারে ১০টি ম্যাচ খেলেছিলেন বাংলাদেশের এই অফ স্পিনার। শেষ টেস্টটি ২০১৪ সালে। গাজী যখন সর্বশেষ টেস্ট খেলেন, হার্টলি তখন ১৪ বছরের কিশোর। বয়স, গাজীর পরবর্তী ক্যারিয়ার আর ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাঙ্গনে বাংলাদেশের যে অবস্থান, সব মিলিয়ে না চেনার সম্ভাবনাই বেশি। অথবা কে জানে, নামটা হয়তো শুনেছেন সোহাগ গাজীর অমর এক কীর্তির কারণে। টেস্ট ক্রিকেটে একই ম্যাচে সেঞ্চুরি আর হ্যাটট্রিকের বিশ্ব রেকর্ডের কীর্তি।

আগে নাম শুনুন বা না শুনুন, টম হার্টলি এখন ব্র্যাকেটবন্দী গাজীর সঙ্গেই। সেখানে অবশ্য গাজী আর হার্টলিই নন, ফাফ ডু প্লেসিও আছেন। টেস্ট ক্রিকেটে নিজের প্রথম বলেই ছক্কা খাওয়ার তিক্ত স্বাদ শুধু এই তিনজনই পেয়েছেন।

২৪ বছর বয়সী হার্টলির বাজে শুরু এখন বহুল আলোচিত। কাল শেষ হওয়া হায়দরাবাদ টেস্টে ভারতের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ২৮ রানের জয়ের অন্যতম নায়ক দ্বিতীয় ইনিংসে ৬২ রানে তুলে নিয়েছেন ৭ উইকেট। কিন্তু এর আগে, প্রথম ইনিংসে? পিচের কন্ডিশন বুঝে ইংল্যান্ড একাদশে রেখেছিল মাত্র এক পেসার। স্বাভাবিকভাবে শুরুতেই বল হাতে নেওয়ার কথা একজন স্পিনারের। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস বোলিং শুরু করানোর জন্য সেই স্পিনার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন অভিষিক্ত হার্টলিকে, যদিও দলে ছিলেন জ্যাক লিচ আর রেহান আহমেদের মতো আগেই টেস্ট খেলা স্পিনারও।

হার্টলির প্রথম বলেই স্লগ সুইপে মিডউইকেটের ওপর দিয়ে ছয় মেরে দেন যশস্বী জয়সোয়াল, যা টেলিভিশনে দেখে থাকলে সোহাগ গাজীর নির্ঘাত মনে পড়েছে নিজের সেই অভিজ্ঞতা। টেস্টে প্রথম বলেই ছক্কা খাওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা তো তাঁরই। ২০১২ সালের ১৩ নভেম্বর মিরপুরে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচের প্রথম দিন ছিল সেটি। টসে জেতা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটিংয়ে নামলে প্রথম ওভারেই বাংলাদেশ অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম বল তুলে দেন সোহাগ গাজীর হাতে।

যিনি এর আগে ওয়ানডে বা টি-টোয়েন্টিও খেলেননি। ১৯০৯ সালের পর (ইংল্যান্ডের ডগলাস কার) সেটিই ছিল অভিষিক্ত স্পিনার দিয়ে টেস্টে আক্রমণ শুরুর প্রথম ঘটনা।মুশফিক গাজীর হাতে বল তুলে দিয়ে চমক সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা চমকে দেন ক্রিস গেইল। প্রথম বলটিকেই তুলে মারেন লং অনের ওপর দিয়ে;৬।

টেস্টের প্রথম বলেই ছয়। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম বলেই কোনো বোলারের ছক্কা খাওয়ার প্রথম ঘটনা এটি। টেস্টের প্রথম বলে ছক্কাও ছিল সেই প্রথম। এখন পর্যন্ত একমাত্রও।এর ৯ দিন পরই অবশ্য এই বিব্রতকর অভিজ্ঞতায় একজন সঙ্গী পেয়ে যান সোহাগ গাজী। তবে নামটি ফাফ ডু প্লেসি বলেই হয়তো তা সেভাবে আলোচিত নয়। সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকান অধিনায়ক তো আর নিয়মিত বোলার ছিলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে অনেকটা আচমকাই ডু প্লেসির হাতে বল তুলে দেন গ্রায়েম স্মিথ। লাঞ্চ বিরতি শেষে কেবল দ্বিতীয় সেশন শুরু হয়েছে। ডেভিড ওয়ার্নার আর মাইকেল ক্লার্কের তৃতীয় উইকেট জুটির রান পেরিয়েছে ৬৭। এমন সময়ে খ ণ্ডকালীন লেগ স্পিনার ডু প্লেসির হাতে বল। প্রথম বলটিই ফুল টস। ওয়ার্নার কি আর এই সুযোগ ছাড়ার লোক! স্কয়ার লেগের ওপর দিয়ে এত দূরে বল পাঠান যে বলটা আর ফেরতই আনা যায়নি। নতুন বল এনে খেলা শুরু করতে হয়।ফাফ ডু প্লেসি টেস্ট ক্যারিয়ারে বোলিংই করেছেন মোট ১৩ ওভার। সেটিও ৫ ইনিংস মিলিয়ে। যে কারণে টেস্টে নিজের প্রথম বলে ছক্কা খাওয়ার কথা বললে সোহাগ গাজীর কথাই বেশি মনে হতো সবার। হার্টলির কল্যাণে সোহাগ গাজীর সঙ্গে এখন আলোচনায় উঠে এসেছেন ডু প্লেসি। ইংল্যান্ডের বাঁহাতি স্পিনার অবশ্য একটি জায়গায় এগিয়ে গেছেন। সোহাগ গাজীর প্রথম বলে ছয় হজম করা ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছিল। ডু প্লেসির প্রথম বলে ছক্কার ম্যাচ শেষ হয়েছিল ড্রতে। যেখানে হার্টলি মাঠ ছেড়েছেন জয়ের হাসি নিয়ে। স্মরণীয় যে জয়ের অন্যতম নায়কও তিনি।

বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস লাল-হলুদ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার ভুবনেশ্বরে সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোমবার বিকেলে কলকাতায় পৌঁছল ইস্টবেঙ্গল। বিমানবন্দরে অনেক আগে থেকেই জড়ো হয়েছিলেন লাল-হলুদ সমর্থকেরা। ক্লেটন সিলভা, নন্দকুমার, সল ক্রেসপোরা বিমানবন্দর থেকে বেরোতেই তাঁদের নিয়ে উৎসব শুরু হয়।

দীর্ঘ ১২ বছর অপেক্ষার পর জাতীয় পর্যায়ে কোনও ট্রফি পেল ইস্টবেঙ্গল। ফলে লাল-হলুদ সমর্থকেরা আর আবেগ সামলাতে পারেননি। বিমানবন্দরের বাইরেটা কার্যত ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের দখলে চলে যায়। চারদিকে তখন শুধু লাল-হলুদ পতাকা, পোস্টার। বিমানবন্দর থেকে শুরু হয় ফুটবলারদের নিয়ে শোভাযাত্রা।

বিমানবন্দরে লাল-হলুদের বিমান নামে বিকেল ৩৫৬এ। কোচ এবং ফুটবলারেরা বেরন সাড়ে ৪টের সময়। তাঁদের দেখামাত্র প্রবল চিৎকার শুরু হয়ে যায়। বিমানবন্দর থেকে ভিআইপি রোডের মুখ পর্যন্ত আসতে ৪০ মিনিট লেগে যায়। তখ ন ইস্টবেঙ্গল টিমবাসের সামনে প্রচুর বাইক আর গাড়ি। অধিকাংশই লাল-হলুদ পতাকায় মোড়া।

২০১২ সালে ফেডারেশন কাপের পর ২০২৪-এর সুপার কাপ। স্পেনের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের হাত ধরে রবিবার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে লাল-হলুদে। ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে সেখানকারই ক্লাব ওড়িশা এফসি-কে অতিরিক্ত সময়ে ৩-২ গোলে হারিয়ে ট্রফি জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। প্রথমে পিছিয়ে পড়ে এবং নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষের কয়েক মুহূর্ত আগে গোল খেয়েও ঘুরে দাঁড়ায় তারা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে গোটা দল। নন্দকুমার, সাউল ক্রেসপো এবং ক্লেটন সিলভা গোল করেন। ওড়িশার গোলদাতা দিয়েগো মৌরিসিয়ো এবং আহমেদ জাহু।

১২ বছর ধরে জাতীয় পর্যায়ের কোনও ট্রফি ছিল না ইস্টবেঙ্গলের। অপেক্ষা করতে করতে সমর্থকেরাও এক সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। নামীদামি কোচেরা আসা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্য বদলাচ্ছিল না। বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সমস্যা থাকায় পাওয়া যাচ্ছিল না ভাল মানের বিদেশিও। এ বার সবই যেন হয়েছে নিখুঁত পরিকল্পনা মেনে। মরসুমের শুরুতে কুয়াদ্রাতকে আনা। তাঁর পরামর্শ নিয়ে ভাল মানের বিদেশি আনা, দেশীয় ফুটবলারদের ট্রান্সফার ফি দিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া; এ সব কিছুরই ফলশ্রুতি ছিল ডুরান্ড কাপের ফাইনাল। সেই লক্ষ্য পূরণ না হলেও সুপার কাপ জিতে ইস্টবেঙ্গলের স্বপ্ন পূরণ হল।

টেস্ট দলে নতুন তিন জন, ‘বিদ্রোহী’ ক্রিকেটারকে ডাকতে বাধ্য হল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: লোকেশ রাহুল এবং রবীন্দ্র জাডেজার চোটের ধাক্কা সামলাতে দীর্ঘ দিন বঞ্চিত করে রাখা এক ক্রিকেটারকে ডাকতে বাধ্য হলেন জাতীয় নির্বাচকেরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ভারতীয় দলে ডাকা হল আরও দুই ক্রিকেটারকে। দ্বিতীয় টেস্টের জন্য সোমবার ১৭ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করেছেন অজিত আগরকরেরা।

অবশেষে ভারতের টেস্ট দলের দরজা খুলল সরফরাজ খানের সামনে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুম্বইয়ের ব্যাটারকে ডাকতে কার্যত বাধ্য হলেন জাতীয় নির্বাচকেরা। ঘরোয়া ক্রিকেটে একের পর এক বড় ইনিংস খেললেও এত দিন তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। সরফরাজকে দলে নেওয়া হয়েছে রাহুলের পরিবর্ত হিসাবে। তাঁর সঙ্গেই দ্বিতীয় টেস্টের ভারতীয় দলে নেওয়া হল অলরাউন্ডার সৌরভ কুমার এবং ওয়াশিংটন সুন্দরকে। উত্তরপ্রদেশের সৌরভকে নেওয়া হয়েছে জাডেজার পরিবর্ত হিসাবে। সৌরভও বাঁহাতি অলরাউন্ডার। সরফরাজের মতো তিনিও প্রথম বার ভারতীয় দলে প্রথম সুযোগ পেলেন। বাংলার শাহবাজ আহমেদের চোট থাকায় তাঁর কথা বিবেচনা করা হয়নি। ওয়াশিংটন অবশ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নতুন নন। অভিজ্ঞ চেতেশ্বর পুজারা এবং অজিঙ্ক রাহানের কথা বিবেচনা করা হয়নি বলে ভারতীয় বোর্ড সূত্রে খবর।

দ্বিতীয় টেস্টের ভারতীয় দল রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), যশপ্রীত বুমরা (সহ-অধিনায়ক), শুভমন গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, শ্রেয়স আয়ার, শ্রীকর ভরত (উইকেটরক্ষক), ধ্রুব জুরেল (উইকেটরক্ষক), রবিচন্দ্রন অশ্বিন, অক্ষর পটেল, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার, আবেশ খান, রজত পাটিদার, সরফরাজ খান, সৌরভ কুমার এবং ওয়াশিংটন সুন্দর।

গায়ে থুতু দিয়েছেন, গালিগালাজ করেছেন! কোহলির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক এলগার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিরাট কোহলির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক ডিন এলগার। প্রাক্তন ক্রিকেটারের অভিযোগ, প্রথম বার মাঠে মুখোমুখি হওয়ার সময় তাঁর গায়ে থুতু দিয়েছিলেন কোহলি।

সম্প্রতি ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে দু’টেস্টের সিরিজ খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন এলগার। শেষ ইনিংস খে লে মাঠ ছাড়ার সময় কোহলি তাঁর পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন। এলগারের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলতেও দেখ া গিয়েছিল কোহলিকে। তবে প্রথম থেকে দু’জনের মধ্যে এমন সুসম্পর্ক ছিল না। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের সঙ্গে কথাও বলতে চাইতেন না এলগার।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এলগার বলেছেন কোহলির সঙ্গে তিক্ততার কথা। ভারত সফরে এসে প্রথম বার কোহলির সঙ্গে মাঠে মুখো মুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বলেছেন, ‘‘আমি ব্যাট করতে নামলাম। রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং কী যেন নাম জেজা, জেজা, জেজার (রবীন্দ্র জাডেজা) বল খেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তখন কোহলি আমাকে থুতু দিয়েছিল। ভীষণ রাগ হয়েছিল। ওকে বলেছিলাম, আর এক বার করলে ব্যাট দিয়ে পেটাব।’’ শুধু থুতু দেওয়াই নয়, কোহলি তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার স্থানীয় ভাষায় অশ্লীল গালাগালি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ এলগারের। কিন্তু কোহলি কি আদৌ দক্ষিণ আফ্রিকার স্থানীয় গালাগালি জানেন? এলগার বলেছেন, ‘‘হ্যাঁ, কোহলি জানে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরে এবি ডিভিলিয়ার্স ওর সতীর্থ ছিল। ডিভিলিয়ার্সের কাছ থেকে শিখেছিল। বুঝতেও পারে। আমি কোহলিকে বলেছিলাম, গালাগালি দিলে তোমাকে মাঠ থেকে বার করে দেব। এটা শুনে কোহলিও জবাব দিয়েছিল।’’ এর পর কোহলিকে নকল করে এলগার বলেছেন, ‘‘আমাকে বলল, তুমি আসলে নকল গাছের ছাল। বেশি কিছু বলিনি তখন। কারণ মনে হয়েছিল, ভারতে আছি। তাই শান্ত থাকা দরকার।’’

কোহলির সঙ্গে কী ভাবে ঝামেলা মিটল তা-ও জানিয়েছেন এলগার। তিনি বলেছেন, ‘‘সেই টেস্টের পর বিষয়টা নিয়ে ডিভিলিয়ার্স কথা বলেছিল কোহলির সঙ্গে। তার আগে আমি ওকে কিছু বলিনি। মাঠে ঘটনাটা দেখে জানতে পেরেছিল ডিভিলিয়ার্স। ও-ই এগিয়ে গিয়েছিল কোহলির কাছে। সরাসরি প্রশ্ন করেছিল, কেন তুমি আমার সতীর্থের দিকে থুতু ছেটাচ্ছ? ডিভিলিয়ার্সই কথা বলে সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছিল।’’

এই ঘটনার প্রায় দু’বছর পর কোহলি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন এলগারের কাছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে এলগারকে ফোন করেন কোহলি। সেই ঘটনা নিয়ে এলগার বলেছেন, ‘‘দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে কোহলি আমাকে ফোন করেছিল। নিজের খারাপ কাজের জন্য ক্ষমা চেয়েছিল আমার কাছে। জানতে চেয়েছিল, সিরিজ শেষ হওয়ার আমরা একসঙ্গে মদ্যপান করতে যেতে পারি কি না। আমরা গিয়েছিলাম। রাত ৩টে পর্যন্ত দু’জনে মদ্যপান করেছিলাম।’’

এখন অবশ্য দু’জনের মধ্যে কোনও সমস্যা নেই। সব কিছুই স্বাভাবিক। বরং তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে বলে জানিয়েছেন এলগার।

ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বাংলাদেশের নিচে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ডের কাছে হায়দরাবাদে সিরিজের প্রথম টেস্টে হারের পর আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পাঁচে নেমে গেছে ভারত। এ ম্যাচ শুরুর আগে দুইয়ে ছিল গত দুই আসরের রানার্সআপ ভারত।

হায়দরাবাদের আগে ৫৪ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে শুধু অস্ট্রেলিয়ার পেছনে ছিল রোহিত শর্মার দল। ২৮ রানে হারের পর তাদের শতকরা পয়েন্ট এখন ৪৩.৩৩। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১-১ ব্যবধানে সিরিজ ড্র করার পর সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তালিকার শীর্ষেও উঠেছিল ভারত। কিন্তু পাকিস্তানকে হারিয়ে আবার শীর্ষে উঠে যায় অস্ট্রেলিয়া।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে গ্যাবায় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে হারলেও আগের মতোই শীর্ষে আছে অস্ট্রেলিয়া। তাদের শতকরা পয়েন্ট ৫৫। ২, ৩ ও ৪ নম্বরে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড ও বাংলাদেশ; তিন দলেরই এখন সমান ৫০ শতাংশ করে পয়েন্ট।

অস্ট্রেলিয়ার অবস্থানের পরিবর্তন না হলেও তাদের বিপক্ষে দারুণ জয়ে পয়েন্ট বেড়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ৩৩.৩৩ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে এখন ৭ নম্বরে তারা। ক্যারিবীয়দের লাফের কারণে ভারতের বিপক্ষে জয়ের পরও সাত থেকে আটে নেমে গেছে ইংল্যান্ড।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এ চক্রে সবচেয়ে বেশি ১০টি টেস্ট খেলেছে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬টি টেস্ট খেলেছে ভারত। ৫টি করে খে লেছে ভারত ও পাকিস্তান, ৪টি খে লেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা খেলেছে ২টি করে ম্যাচ। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত একমাত্র সিরিজটি খেলেছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে।

টেস্ট হারার পর বুমরা পেলেন ডিমেরিট পয়েন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: চার দিনে নাটকীয় সমাপ্তির হায়দরাবাদ টেস্ট হেরে যাওয়ার পর আরেকটি হতাশার খবর পেলেন ভারতের ফাস্ট বোলার যশপ্রীত বুমরা। হায়দরাবাদ টেস্টে আইসিসির নিয়ম ভেঙে শাস্তি হিসেবে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট পেয়েছেন তিনি।

বুমরা নিয়ম ভেঙেছেন গতকাল, টেস্টের চতুর্থ দিনে। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ৮১তম ওভারে ওলি পোপ একটি রান নেওয়ার জন্য ছুটছিলেন। সে সময় বিধিবহির্ভূতভাবে পোপের সামনে গিয়ে দাঁড়ান বুমরা এবং পোপের সঙ্গে তাঁর ধাক্কাও লাগে।

আইসিসির নিয়মের ২.১২ ধারা ভেঙেছেন বুমরা। ম্যাচ চলাকালে কোনো খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফ, আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারি, দর্শকসহ অন্য কোনো লোকের সঙ্গে বিধিবহির্ভূত শারীরিক সংঘর্ষ এর অন্তর্ভুক্ত।

২৪ মাসের মধ্যে এটাই বুমরার প্রথম বিধিভঙ্গের ঘটনা। তাই তাঁকে ভর্ৎসনা দিয়েই ছেড়ে দিয়েছেন ম্যাচ রেফারি। কিন্তু একটি ডিমেরিট পয়েন্ট ঠিকই জমা হচ্ছে তাঁর।

বুমরার বিরুদ্ধে বিধিভঙ্গের অভিযোগ এনেছিলেন মাঠের দুই আম্পায়ার পল রাইফেল ও ক্রিস গ্যাফানি, তৃতীয় আম্পায়ার মারাইস এরাসমাস এবং চতুর্থ আম্পায়ার রোহান পণ্ডিত।

পর্যায় ১-এর আইন ভঙ্গ করার সর্বোচ্চ শাস্তি সাধারণত আনুষ্ঠানিক ভর্ৎসনা, ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা এবং এক বা দুটি ডিমেরিট পয়েন্ট। ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসনের দেওয়া শাস্তি বুমরা মেনে নিয়েছেন বলে এ বিষয়ে আর শুনানির প্রয়োজন পড়েনি।

এমন হারের পরও ‘খুশি’ কামিন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: রানের হিসাবে এত কম ব্যবধানে এর আগে অস্ট্রেলিয়া হেরেছে মাত্র পাঁচটি টেস্ট। প্যাট কামিন্সের অধীন দেশের মাটিতে এর আগে টানা ১২ টেস্ট অপরাজিত ছিল তারা, ভেঙেছে সে ধারাও। স্বাভাবিকভাবেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার এমন হারের ক্ষতটা সহজে মিলিয়ে যাওয়ার নয়। তবে অধিনায়ক কামিন্স বলছেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের এমন জয় দেখে খুশি হয়েছেন তিনিও।

এ সিরিজের আগে দেশের মাটিতে সর্বশেষ ১৯৯৭ সালে ক্যারিবীয়দের কাছে হেরেছিল অস্ট্রেলিয়া। তার ওপর ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি লিগের চাপে টেস্ট দল গড়তে হিমশিম খাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে এ সফরে ছিলেন অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা সাতজন। স্বাভাবিকভাবেই সিরিজে পরিষ্কার ফেবারিট ছিল অস্ট্রেলিয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ঘটাতে হতো বড় কোনো অঘটন। সেটিই ঘটিয়েছে তারা।

কামিন্স জানেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এমন জয়ের তাৎপর্য, ‘হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই হারের পর আঘাত লাগবে। (তবে) তারা আমাদের ছাড়িয়ে গেছে, তারা দুর্দান্ত খেলেছে। আমি জানি এ সিরিজের আগে অনেক কথা হয়েছে;তাদের অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা কয়েকজন, এমন কজন এসেছে, যারা আগে আসেনি। তবে আপনি যখনই একটা আন্তর্জাতিক একাদশ মাঠে নামান, আপনি জানেন কাজটি কঠিন।’ ওয়েস্ট ইন্ডিজের এমন জয়ের যে রূপকথার নায়ক, সেই শামার জোসেফকে এ সফরের আগে কখ নো দেখেননি তাঁর অধিনায়ক ক্রেগ ব্রাফেটই। বাকি বিশ্বের মতো অস্ট্রেলিয়ানদের কাছেও তাই তিনি ছিলেন অপরিচিতই। মাত্র সপ্তম প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা সেই জোসেফই গ্যাবায় ভেঙে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ানদের ব্যাটিং লাইনআপ।

জোসেফদের এমন উত্থানে খুশি কামিন্সও, ‘তারা দুর্দান্ত খেলেছে। নতুন কজন তারকার জন্ম নিয়েছে, যাদের এ সিরিজের আগে আমরা চিনতাম না। ক্রিকেট,সমর্থক হিসেবে, টেস্ট ক্রিকেটের সমর্থক হিসেবে আমার সত্তার একটি অংশ তা দেখে খুশি হয়েছে।’

ম্যাচ শেষে দুই দলের একসঙ্গে বিয়ার পানের সময় জোসেফের সঙ্গে জার্সিও অদলবদল করেছেন কামিন্স। পরে সে ছবি পোস্ট করেছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘কী দুর্দান্ত এক অভিষেক সিরিজ, শামার জোসেফ। এরই মধ্যে তারকা বনে গেছ। খে লেছ দারুণ।’ এ টেস্টে প্রথম ইনিংসে ২২ রানে পিছিয়ে থাকলেও ৯ উইকেটেই ইনিংস ঘোষণা করেছিল অস্ট্রেলিয়া। ফ্লাডলাইটের আলোয় দ্বিতীয় দিন বোলিংয়ের সুযোগ নিতেই এমন করেছিলেন কামিন্স। ৮ রানে হারা ম্যাচের পর সে সিদ্ধান্ত নিয়েও কথা বলেছেন তিনি, ‘আমরা সে রাতে দুটি সুযোগ তৈরি করেছিলাম, মনে হয়েছিল উইকেট নিতে রাতেই সেরা সুযোগটি আসবে। সেটি কাজে দিয়েছে।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**